সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 | Issue 15
19 - 25 June 2026
বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ১৫
১৬ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১
০২ মহররম ১৪৪৮হি.



কবে ফিরিয়ে আনা হবে দুবাই থেকে

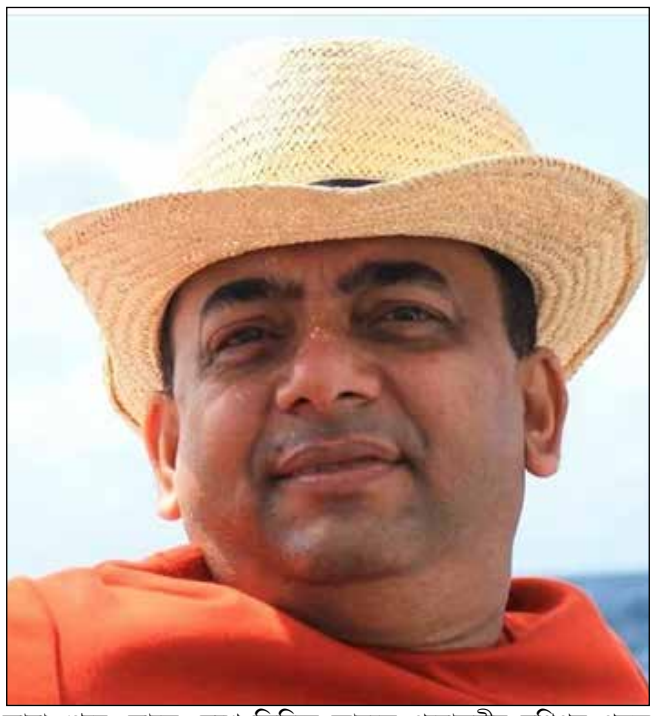
বেনজীরের জন্য অপেক্ষা

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬ : শাপলার কসাই হিসেবে পরিচিতি পাওয়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সেই কমিশনার বেনজীর আহমদ অবেশেষে গ্রেফতার হয়েছেন। ২০১৩ সালে শাপলা চত্তরে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন বেনজির। ওই অভিযানে অন্তত ৫৮ জনকে হত্যা করে লাশ

■ শাপলা চত্ত্বরে তার নির্দেশনায় হত্যাযজ্ঞ

■ যেভাবে গড়েন শত কোটি টাকার সম্পদ

পুতে ফেলা হয়। আর এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন তৎকালিন কমিশনার বেনজরি আহমদ। পরবর্তীতে তিনি আইজিপি হিসেবে পদোন্নাতি পান। এই সময়ে তিনি এমন কিছু বাকি নাই যা করেননি। সব ধরনের অপরাধ করেছেন। তার নির্দেশে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ গড়েছেন। আইজিপির পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। অবশেষে দুবাই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। বেনজীরের গ্রেফতারের খবরে দেশে বিদেশে মানুষ উল্লাস প্রকাশ করেছে। দেশবাসীর অপেক্ষা- কবে ফিরিয়ে আনা হবে বেনিজরকে। কবে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।



জানা গেছে, তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন, মানি লন্ডারিং ও পাসপোর্ট জালিয়াতিসহ বিভিন্ন মামলার তথ্য-প্রমাণসহ একটি অনুরোধপত্র চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। পরে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কূটনৈতিক চ্যানেলে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

বেনজীর আহমেদ ১২ জুন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে গ্রেপ্তার হন। সে দেশের সরকার ই-মেইলের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে বিষয়টি জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ রোববার জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ খবর জানান। তিনি বলেন, বেনজীরকে ফিরিয়ে আনতে তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অনুরোধপত্র পাঠাতে হবে।

বেনজীর আহমেদ ২০২৪ সালের ৪ মে সপরিবার দেশ ছেড়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে 'রেড নোটিশ' জারি করা হয়েছিল।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে বর্তমানে ছয়টি দুর্নীতি ও জালিয়াতির মামলা রয়েছে। এর মধ্যে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের একটি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। এসব মামলা, অভিযোগপত্রের নথি, তথ্য-উপাত্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একত্র করে অনুরোধপত্র দ্রুত পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সংস্থাটি।

দুদকের তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে মিডিয়াকে বলেন, বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে কিছু মামলার নথি আদালতে ছিল। সেগুলো ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় অনুরোধপত্র তৈরির কাজ চলছে।

এদিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দ্রুতই অনুরোধপত্র পাঠানো হবে।

বেনজীর আহমেদ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার (২০১০-১৫) এবং র‍্যাবের মহাপরিচালকের (২০১৫-২০) দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ সালের এপ্রিলে তাঁকে আইজিপি করা হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন।

বেনজীর আহমেদের বাড়ি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ছিলেন -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

মোদিকে 'কিলার' বললেন ট্রাম্প



দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬: ফ্রান্সের এভিয়ানে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭ এর সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে "একজন কিলার এবং কঠিন ব্যবসায়ী" হিসেবে আখ্যায়িত করে ট্রাম্প বলেন, ভারতীয় এই নেতার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে।

গত ১৭ জুন বুধবার জি-৭ এর সম্মেলনের ফাঁকে মোদিকে সবচেয়ে 'সুন্দর পুরুষ" হিসেবে অভিহিত করার পাশাপাশি "একজন কিলারের মতোই কঠিন" বলে বর্ণনা করেন ট্রাম্প।

দুই নেতার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "তিনি অত্যন্ত কঠিন একজন আলোচক...আপনারা এই মানুষটির দিকে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ব্রিস্টলে ইসরায়েলের অস্ত্র কারখানায় ভাঙচুর

৪ জনের কারাদণ্ড

দেশ রিপোর্ট, ১৯ জুন ২০২৬ : যুক্তরাজ্যে ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনায় প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের চার কর্মীকে কারাদ– দিয়েছেন আদালত । ১২ জুন উলিচ ক্রাউন কোর্টে এই রায় ঘোষণা করা হয়।

দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা হলেন শার্লট হেড (৩০), স্যামুয়েল কর্নার (২৩), লিওনা কামিও (৩০) এবং ফাতেমা রাজওয়ানি (২১) । ২০২৪ সালের আগস্টে ব্রিস্টলের কাছে অবস্থিত এলবিট সিস্টেমসের কারখানায় প্রবেশ করে তারা প্রায় ১২ লাখ পাউন্ডের (১.২ মিলিয়ন) ক্ষয়ক্ষতি



সাধন করেন বলে আদালতে প্রমাণিত হয়।

আদালত স্যামুয়েল কর্নারকে অপরাধমূলক ক্ষতিসাধন এবং এক পুলিশ সার্জেন্টকে গুরুতর শারীরিক আঘাত করার দায়ে ৭ বছর ৮ মাসের কারাদণ্ড দেন। বিচারপতি মি. জাস্টিস জনসন বলেন, স্যামুয়েল -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়

প্রতিশোধের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান

ঢাকা, ১৭ জুন : প্রতিশোধের মানসিকতা বদলাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মঙ্গলবার বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিএনপি বিট' সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। গত



১৭ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। গত সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জনপ্রশাসন কক্ষে বিভিন্ন টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী ও বার্তা প্রধানদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করেন তিনি।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী মতবিনিময় করলেন বিএনপি বিট সাংবাদিকদের সঙ্গে। তিনি তাদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি যখন বলেছিলাম যে, আসুন আমাদের নিজের চিন্তা কিছুটা আমরা পরিবর্তন করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ আমার সঙ্গে যা হয়েছে, আপনি এখন প্রতিশোধ নিলে সেটা আপনি ফেরত পাবেন বা একদম আগের মতো হয়ে যাবে? তা হবে না। আমরা আমাদের সেই মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে এসে আমরা কী করতে পারি দেশের জন্য, সমাজের জন্য, মানুষের জন্য কী করতে পারি? পারি বা না পারি সেটা হচ্ছে পরের ব্যাপার, চেষ্টা তো করতে পারি, সাকসেসফুল হওয়া পরের ব্যাপার। অন্তত এই মাইন্ডসেট নিয়ে আমরা কেন সামনের দিকে এগোবো না।

তিনি আরও বলেন, আমরা একটি ব্যাপারে সবাই কনসার্ন। আপনাদের পত্রিকায় প্রায় এরকম নিউজগুলো আসে দেখি, যেমন ধরেন- আমাদের ইয়াং জেনারেশনের ড্রাগের একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে। হয়তো বিশ্বব্যাপী কম বেশি আছে, এখন আপনি কতোজনকে ধরবেন, কতোজনকে চিকিৎসা দেবেন, কতোজনকে আপনি কাউন্সিল করবেন? সবকিছু একটা রিসোর্সের লিমিট আছে, ক্যাপাবিলিটি আছে, ক্যাপাসিটি আছে।

এ প্রসঙ্গে তারেক রহমান আরও বলেন, তাহলে বিষয়টিকে আর অন্য কীভাবে এড্রেস করা যায়? এটা এড্রেস করার আরও কিছু উপায় আছে। দেখুন ব্যাপারটাকে আমাদের অবশ্যই এড্রেস করতে হবে যে, এই সমস্যা থেকে কীভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বের করে নিয়ে আসবো। এই চিন্তার পাশাপাশি বা এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আছে যে, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তো আমার সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে, তরুণদেরকে যে এনার্জিটা তাকে বার্ন করার একটা এভিনিউ দিতে হবে, একটা স্কোপ দিতে হবে, সে সুযোগ তাকে ক্রিয়েট করে দিতে হবে।

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, আমরা ঢাকা শহর সহ বাংলাদেশে যেখানেই তাকাই না কেন কয়টি খেলার মাঠ আছে, অর্থাৎ আমাদের যারা এখন এসবের (ড্রাগ) মধ্যে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে অথবা সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আছে বুঝে হোক না বুঝে হোক ভালো- মন্দ মধ্যে পার্টিসিপেট করে ফেলছে। খেলার মাঠ সব বন্ধ। ছেলে হোক, মেয়ে হোক উভয়ের জন্য খেলার মাঠ বলতে কিছু নেই।

আরও ২৫০০ কোটি টাকা পেলো ইসলামী ব্যাংক

ঢাকা, ১৬ জুন : ইসলামী ব্যাংককে আরও আড়াই হাজার কোটি টাকা বিশেষ ধার দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে টাকা উত্তোলনের চাপ কমেছে বলে জানিয়েছেন ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলতাফ হুসাইন। এদিকে ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জহির হোসেন। দায়িত্ব নিয়ে জহির হোসেন বলেন, এখন পেছনে তাকানোর সুযোগ নেই। আমানতকারীদের নির্বিঘ্নে লেনদেন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি ব্যাংকের প্রতি আস্থা রাখার অনুরোধ করেন।

তিনি জানান, যোগ্য ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচালনা পর্ষদ গঠনে যাচাই-বাছাই চলছে। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ ব্রিফিংয়ের সময় ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আলতাফ হুসাইনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামী ব্যাংকে পর্ষদ গঠন বিষয়ে মোহাম্মদ জহির হোসেন জানান, পাঁচ সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, আমরা এখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ লোক দিতে চাই, যারা এই ব্যাংকটিকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারবেন। আশা করি, খুব শিগগির আপনারা একটি সুন্দর ও নিরপেক্ষ বোর্ড পাবেন। ইসলামী ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আলতাফ হুসাইন জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তারল্য সহায়তা হিসাবে আরও ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা পেয়েছে ব্যাংকটি।

তিনি বলেন, আগের দিনও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা পেয়েছি। সেই অর্থের পুরোটা এখনো ব্যবহার করতে হয়নি। আশা করি, যারা আতঙ্কে টাকা তুলে নিয়েছেন, তারা আবারও ব্যাংকের ওপর আস্থা রেখে ফিরে আসবেন। সাবেক এমডি ওমর ফারুককে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত মোহাম্মদ জহির হোসেন জানান যে, তিনি ইতিমধ্যে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং পরিচালনা পর্ষদ তা গ্রহণ করেছে। ফলে তাকে পুনরায় দায়িত্বে ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই।

এদিকে ২০১৭ সালে ইসলামী ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তনের সময় যেসব শেয়ার আগের মালিকদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তা প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এমন উদ্যোগ নেয়ার দাবি জানিয়েছেন ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরামের ব্যানারে আন্দোলনকারী গ্রাহকেরা। এই দাবিসহ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা, মালিকানা ও গ্রাহকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি নিয়ে আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি দেবে সংগঠনটি। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরাম নেতারা এই কর্মসূচির কথা জানিয়েছেন।



£40 off lens upgrades: Cannot be used with any other offers. The lenses included with the £70-£170 ranges are 1.5 standard single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges). This offer is for £40 off any lens upgrades but excludes safety eyewear, myopia management lenses and Aspheric 1.5 lenses. All lenses are scratch resistant. Additional charge for extra lens options which cost over £40. For any lens options that cost under £40, any difference in value will not be refunded, discounted off your purchase or provided in cash/vouchers. Subject to suitability.

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 13 | Issue 15 | 19 - 25 June 2026

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

শিশু আয়েশাকে বাঁচাতে বাবা-মায়ের আকুতি



দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬ : রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যায় চিকিৎসাধীন গুরুতর অসুস্থ নবজাতক আয়েশা আলিয়া সিদ্দিক-এর জীবন রক্ষায় ভেন্টিলেশন বন্ধের মতো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আহবান জানিয়েছে পরিবার। একই সাথে স্বাধীন বিশেষজ্ঞের দ্বিতীয় মতামত বিবেচনারও আহ্বান জানিয়েছে তারা।

১৭ জুন বুধবার দুপুরে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিশু বাবা আকবর বিন সিদ্দিক বলেন, আমরা অলৌকিক কিছু চাই না। আমরা শুধু চাই, আমাদের মেয়ের জীবন নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্ভাব্য সব পথ খতিয়ে দেখা হোক।"

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আয়েশার মা মরিয়ম আক্তার রুবিনা, পরিবারের আইনি সহায়তাকারী সলিসিটর অ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ হোসেন এবং

-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

বিবিসিসিআই নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন

মহিব চৌধুরী প্রেসিডেন্ট মোসলেহ আহমদ ডিজি

ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর পদে লড়ছেন দুই প্রার্থী



দেশ রিপোর্ট, ১৯ জুন ২০২৬ : যুক্তরাজ্যে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার্স কমার্সের (বিবিসিসিআই) নির্বাচন আগামী ২৩ জুন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চেম্বার্স কার্যালয় সরব ওয়ে ওঠেছে। ১৫ জুন ছিলো মনোনয়ন দাখিল এবং ১৭ জুন মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ।

খবর নিয়ে জানা গেছে, শুধু ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর পদে দুই প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন।

এই পদে মনোনয়ন দাখিল করেছেন চেম্বার অব কমার্সের ডাইরেক্টর

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা...



ব্রেক্সিটের বর্ষপূর্তিতে ইইউতে ফেরার দাবি জোরদার



দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬ : যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ছাড়ার ঐতিহাসিক গণভোটের আরও একটি বর্ষপূর্তি যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন দেশটির জনমতে বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ব্রেক্সিটের এক দশক ছুঁইছুঁই সময়ে এসে ব্রিটেনের সিংহভাগ মানুষ এখন মনে করছেন, ইইউ ত্যাগ করার

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা...



শাহজালাল (রঃ) মাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়ায় তোলপাড়

দরগাহ আধুনিকায়নে মেগা প্রকল্প গ্রহণ করবে সরকার

ঢাকা, ১৭ জুন : ওলিকুল শিরোমনি হযরত শাহজালাল (র.) মাজারকে নিয়ে মেগা প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিউক)। আর এই প্রকল্পের মধ্যদিয়ে সিলেট উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করবে এ সংস্থাটি। মঙ্গলবার মানবজমিনকে এ তথ্য জানিয়েছেন সিউকের নতুন চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী। তিনি জানিয়েছেন- সিউক সিলেটে এখনো নতুন। কোনো কার্যক্রমও শুরু করা হয়নি। ফলে সিলেটে এই সংস্থার কার্যক্রম মাজারের উন্নয়ন দিয়ে শুরু করতে চান। এ নিয়ে সিলেটের মন্ত্রীর সঙ্গে গতকালই তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন বলেও জানান। সিলেটের দরগাহ পরিচালনা নিয়ে গেল কয়েকদিন ধরে হৈচৈ চলছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে দরগাহের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছে মন্ত্রণালয়।

এ সংক্রান্ত একটি পত্র জেলা প্রশাসক সরওয়ার আলমের কাছে আসা মাত্র তিনি দরগাহের সার্বিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন। এরইমধ্যে দরগাহের দানবাক্সের আয় ও ব্যয়ের খাতের হিসাব চেয়েছিলেন দরগাহ কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু সঠিকভাবে হিসাব না দেয়ায় জেলা প্রশাসকের তরফ থেকে হিসাব রাখতে ওয়াক্ফ এস্টেটের দুই কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক নিজেও দরগাহ পরিদর্শন করেছেন। দানবাক্সের হিসাব রাখতে প্রশাসনের তালা দেয়া হয়েছে।



এই অবস্থায় দরগাহ, মসজিদ ও মাদ্রাসার সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসক সভার আহ্বান করেন। ওই সভায় মাদ্রাসার পক্ষে মুহতামিম মাওলানা মাসুক উদ্দিনসহ দরগাহ ও মসজিদ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সিউকের চেয়ারম্যান কয়েস লোদীসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে জেলা প্রশাসক দরগাহ এলাকার উন্নয়নের সকলের মতামত চান। তবে এ সময় তিনি দরগাহ নিয়ে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন। বলেন- দরগাহ'র আয়ের একটি টাকাও সরকার নিতে চায় না বা নিচ্ছেও না। ভবিষ্যতেও নেবে না। তবে আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকা এবং আয় থেকে উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন। সার্বিক বিষয়ে স্বচ্ছতা আনতে সরকার এ নিয়ে কাজ করছে বলে জানান তিনি। এ সময় তিনি বলেন- দরগাহ নিয়ে মেগা প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চায় সরকার। দরগাহে একটি কমপ্লেক্সের পাশাপাশি সব খাতেই উন্নয়ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। তার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মাজার, মসজিদ ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বক্তব্য রাখেন। মসজিদ কমিটির সিনিয়র সদস্য জুবায়ের আহমদ চৌধুরী নতুন করে মসজিদ নির্মাণ ও আধুনিক সৌচাগার নির্মাণের দাবি তোলেন। তবে মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষে উপস্থিত কয়েকজন মাজারের দানবাক্সসহ নানা খাতে হস্তক্ষেপের আপত্তি তোলেন।

বলেন- ৭০০ বছর ধরে মাজার যেভাবে চলছে সেভাবেই চলার নিয়ম। এখানে অতীতে কেউ হস্তক্ষেপ করেননি। এজন্য বর্তমান প্রশাসনকে এ ব্যাপারে আরও নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানান তারা। বৈঠকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও তাদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

এদিকে বৈঠকে আলোচনা ক্রমে কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মাজারের অনেক ভূমিই বেহাত হয়ে গেছে। অনেকেই দখল করেও রেখেছেন। এই অবস্থায় মাজারের জায়গা চিহ্নিত করে উদ্ধার, দরগাহসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা রাখা, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সব কিছুকে তদারকির মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন। একইসঙ্গে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে উন্নয়ন সম্বলিত বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে একটি আধুনিক কমপ্লেক্স নির্মাণ, জাদুঘর ও লাইব্রেরি তৈরি, গণশৌচাগার নির্মাণ, পার্কিংয়ের স্থান নির্মাণ করা।

বৈঠকে উপস্থিত থাকা সিউকের চেয়ারম্যান কয়েস লোদীকে এ ব্যাপারে একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণে জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ সময় কয়েস লোদী তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন- সার্বিক বিষয় নিয়ে তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি নিজেও সিউকের প্রথম প্রকল্প হিসেবে দরগাহের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে আগ্রহী বলে জানান। বিকালে মিডিয়ার কাছেও এ পরিকল্পনা দ্রুত গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বলেন- দরগাহের সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন করেছিলেন সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। এবার আমরা চাই দরগাহ এলাকায় আধুনিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে। এজন্য খুব দ্রুতই মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ করা হবে বলেও জানান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৮৭৫ কোটি ডলার



ঢাকা, ১৬ জুন : দেশের বৈদেশিক ঋণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সে তুলনায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে কম। ফলে বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ঝুঁকির প্রবণতা বাড়ছে। গত এক বছরের ব্যবধানে দেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৮৭৫ কোটি ডলার। শতকরা হিসাবে বৃদ্ধির হার ৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ। রিজার্ভ বেড়েছে ৭০৮ কোটি ডলার। যদিও শতকরা হিসাবে বেশি বেড়েছে। ঋণের মধ্যে প্রায় ৭৬ শতাংশের সুদহার বাজারভিত্তিক। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের সময় ডলারের যে দর সুদের হার থাকবে সেই দরে ও হারে পরিশোধ করতে হবে। এতে এসব ঋণে ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া মোট ঋণের মধ্যে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপক্ষীয় ঋণই প্রায় ৫২ শতাংশ, এসব ঋণে কঠিন শর্ত রয়েছে। ফলে এসব ঋণের শর্ত বাস্তবায়ন করে খরচ করার ক্ষেত্রেও ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

সোমবার প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪ সালের দেশের মোট বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১০ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার। গত বছরের ডিসেম্বরে তা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৩৫২ কোটি ডলার। আলোচ্য এক বছরের ব্যবধানে দেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৮৭৫ কোটি ডলার। শতকরা হিসাবে বৃদ্ধির হার ৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ। মোট ঋণের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ৮৭ দশমিক ৬২ শতাংশ এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ ১২ দশমিক ৩৮ শতাংশ। মোট ঋণের স্বল্পমেয়াদি ঋণ কম হওয়ায় স্বস্তিদায়ক। ২০২৪ সালে সরকারি খাতের ঋণ ছিল ৮ হাজার ৫৩৪ কোটি ডলার। গত বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৩৪৬ কোটি ডলার। আলোচ্য সময়ে বেড়েছে ৯ দশমিক ৫১ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণ ২০২৪ সালে ছিল ১ হাজার ৯৪২ কোটি ডলার। গত বছরের শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮ কোটি ডলার। আলোচ্য সময়ে এ খাতে ঋণ বেড়েছে ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ।

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ যেমন বেড়েছে, তেমনি নতুন ঋণ গ্রহণের প্রবণতাও বেড়েছে। ফলে নতুন ঋণ নিয়ে আগের ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে। সরকারি খাতের ঋণের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে নেওয়া ৬৮ কোটি ডলার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নেওয়া ৫৮৫ কোটি ডলার। বেসরকারি খাতের ঋণের বড় অংশই নেওয়া হয়েছে আমদানির বিপরীতে। বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নেওয়া হয়েছে ৮৯০ কোটি ডলার এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে ৯০ কোটি ডলার।



Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants

We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.

• Competitive fees • Excellent services

SKILLED WORKERS UK

First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ

Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info\skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560



ডা. জাহেদকে দিল্লিতে প্রবেশে বাধা ভারতের ভারপ্রাপ্ত দূতকে তলব, অসন্তোষ

ঢাকা, ১৬ জুন : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানকে দিল্লির বিমানবন্দরে আটকানোর ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ঢাকা। গতকাল দুপুরে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার পবনকুমার তুলসিদাশ বাঢ়েকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে এই অসন্তোষ জানানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র মানবজমিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ওশান রিম এসোসিয়েশনের (আইওআরএ) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের দুইদিনের বৈঠকে অংশ নিতে গত রোববার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান ডা. জাহেদ উর রহমান। সেখান থেকে বের হওয়ার মুখে তাকে আটকে দেয়া হয়।

দায়িত্বশীল একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, ডা. জাহেদের ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা ছিল। তিনি সাধারণ পাসপোর্টে ভ্রমণ করেছিলেন। যদিও এতদিনে প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টার কূটনৈতিক পাসপোর্ট হয়ে যাওয়ার কথা। ঢাকায় প্রাপ্ত তথ্য বলছে, ডা. জাহেদকে বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিমানবন্দরে রাখা হয়। এ সময় উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সমাধান মেলেনি। পরে ডা. জাহেদকে অনুমতি দেয়া হলেও তিনি দিল্লিতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি শ্রীলঙ্কা হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন।

এ ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুঃখজনক বলে উল্লেখ



করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. খলিলুর রহমান। গতকাল দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডা. খলিল বলেন, এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং দুঃখজনকও বটে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে। পরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদও সাংবাদিকদের একই কথা বলেন। তার ভাষ্য, দিল্লির বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. জাহেদ উর রহমানের সঙ্গে যা হয়েছে তা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে কথা বলার পর ঢাকাস্থ ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলবের বিষয়টি জানা যায়। এদিকে ভারতের তরফে এখনো এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। সূত্রের তথ্য মতে, ভারতকে কূটনৈতিক চ্যানেলে চিঠি দিয়ে আগে থেকেই ডা. জাহেদের ভ্রমণের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছিল। এর পরেও তথ্য উপদেষ্টা কেন বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনে হেনস্তার শিকার হলেন তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।

সংসদে বিরোধী দলের বিবৃতি দাবি: ডা. জাহেদকে দিল্লি বিমানবন্দরে আটকানোর ঘটনায় গতকাল জাতীয় সংসদে সরকারের তরফে বিবৃতি দেয়ার দাবি তুলেছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্য সাইফুল আলম খান। পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে জামায়াতে ইসলামীর এই এমপি বলেন, গতকাল আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টাকে ভারতে ঢুকতে দেয়া হয়নি। যতটুকু জেনেছি, যথাযথ কূটনৈতিক চিঠি দেয়ার পরও তাকে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দরে দুই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছে। পরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলেও জাহেদ উর রহমান শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এ বিষয়ে কোনো কূটনৈতিক ব্যর্থতা আছে কিনা- সে প্রশ্ন তুলে ৩০০ বিধিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বিবৃতির দাবি করেন সাইফুল আলম খান। তার বক্তব্যের পর স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, বিষয়টি পয়েন্ট অব অর্ডারের আওতায় পড়ে না। নোটিশ দিলে বিবেচনা করা হবে।

রাউজানে ২২ মাসে ২৫ খুন

ঢাকা, ১৬ জুন : চট্টগ্রামের রাউজানে একের পর এক ঘটছে খুনের ঘটনা। গত ২২ মাসে রাউজানে খুন হয়েছে ২৫ জন।

বালুমহালের নিয়ন্ত্রণ, পাহাড় কাটা, মাটি কাটা, চাঁদাবাজি, আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরে রাউজানে এসব খুনের ঘটনা ঘটছে। এসব খুনের ঘটনায় অনেক আসামি এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। একের পর এক খুনের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুলিশ বলছে, খুন করে সন্ত্রাসীরা পাহাড়ে পালিয়ে যায়, যে কারণে তাদের ধরা কঠিন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে চট্টগ্রামের রাউজানে ২৫টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় শতাধিক গোলাগুলি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছে সাড়ে তিন শতাধিক মানুষ।

সর্বশেষ গত শনিবার রাউজান উপজেলার পাহাড়তলী ইউনিয়নের চৌমুহনী বাজারে প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয় মাসুদুল হক চৌধুরীকে। তিনি রাঙ্গুনিয়া উপজেলা যুবদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।

রাঙ্গুনিয়া বেতাগী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুহাম্মদ পিয়ারুল হক চৌধুরী তাঁর বড় ভাই। পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মাসুদুল। এ ছাড়া তাঁর বালুর ব্যবসাও ছিল। এই হত্যাকাণ্ডের একটি ভিডিও ফুটেজে পাঁচজনকে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে দেখা গেছে। ঘটনার সময় দুজনের হাতে শটগান ও তিনজনের হাতে পিস্তল ছিল।

তারা প্রথমে গুলি করে যুবদল নেতাকে হত্যা করে। এরপর গুলি ছুড়ে সিএনজি অটোরিকশায় চড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় পাঁচজনকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। মাসুদুল হত্যাকাণ্ডের পেছনে চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী রায়হানের ক্যাডার বাহিনীর সংশ্লিষ্টতা আছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, বেতাগী ইউনিয়নের পাশেই রাউজানের পাহাড়তলী ও বাগোয়ান ইউনিয়ন। তিন ইউনিয়নের দক্ষিণাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কর্ণফুলী নদী। নদী থেকে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে। এই বালু



উত্তোলন কিংবা বেতাগী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে লড়াই করার ঘোষণা দেওয়ার কারণেই মাসুদুলকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রাউজানে ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুই শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করে ২৫টি মামলা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে নিহতদের পরিবার বলছে, প্রকৃত খুনি ও অস্ত্রধারীরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

রাউজানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সন্ত্রাসীরা সিএনজি অটোরিকশা বা মোটরসাইকেলে করে ঘটনাস্থলে আসে। টার্গেট ব্যক্তিকে গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে আবার পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যায়। পুলিশ কর্মকর্তা ও স্থানীয়রা বলছেন, রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ার কর্ণফুলী ও হালদা নদী থেকে বালু উত্তোলন করে কোটি টাকার বাণিজ্য করা হয়। এই ব্যবসাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়েছে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটছে। এ ছাড়া পাহাড় কাটা, ইট ও মাটির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণেও রাউজানে একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটছে। রাউজান থানার ওসি সাইফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাউজানে ৫ আগস্টের পর সংঘটিত হত্যা মামলাগুলোর চার্জশিট দেওয়া হয়েছে কি না তা আমি নিশ্চিত নই। বিষয়টি দেখার সুযোগই পাইনি। আমার যোগদানের দুদিনের মাথায় আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল।' তিনি আরো বলেন, সংঘটিত প্রতিটি হত্যার আসামিকে ধরতে অভিযান চলছে। পাহাড় ও দুর্গম এলাকায় লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে টহল ও চেকপোস্ট বাড়ানো হয়েছে।

যে সুযোগের অপেক্ষায় নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ

ঢাকা, ১৭ জুন : বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)- এই তিন দলের মধ্যে বিরোধের সূত্র ধরে দেশে একটা গোলযোগ বা সংঘাত তৈরি হোক এমনটা চাচ্ছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। দলটি মনে করছে, গোলযোগ বা সংঘাতের সুযোগে তারা দেশের ঢুকে পড়তে পারবে।

বর্তমানে দেশে আধিপত্য বিস্তারসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে 'বৈরিতা' দেখা যাচ্ছে। আর তিনটি দলের এই বিরোধ বা অনৈক্যের সুযোগ নিতে চাইছে রাজনীতির মাঠ থেকে ছিটকে পড়া দল আওয়ামী লীগ। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর নির্বাচন থেকে বাইরে এবং সাংগঠনিকভাবে এলোমেলো অবস্থায় থাকলেও দলটি একটি সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছে। উদ্দেশ্য হলো-ওই সুযোগে তারা যাতে দেশে ঢুকে পড়ে রাজনীতির মাঠ দখল করতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়েও নেপথ্যে থেকে নানা ইস্যুকে উসকে দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলা করার চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগ। তবে শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়েছে।

নানা সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, এরপর দলটির প্রত্যাশা ছিল, কোনো-না-কোনোভাবে তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। কিন্তু অধ্যাদেশ জারি করে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে অন্তর্বর্তী সরকার। ফলে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়নি দলটি। নির্বাচনের পর দলটির প্রত্যাশা ছিল, ক্ষমতায় এসে বিএনপি সরকার অন্তত তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দেবে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ সংসদে পাশ করে আইনে পরিণত করায় রাজনীতিতে ফেরার আশা দলটির আরও কমে যায়।

সূত্রগুলো জানাচ্ছে, এসব কারণে তারা এখন বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা দেখতে আগ্রহী। পাশাপাশি তারা চায়, তিন দলের মধ্যে বিরোধের সূত্র ধরে একটা গোলযোগ তৈরি হোক। কারণ, এমন গোলযোগ বা সংঘাতের সুযোগে তারা দেশের ঢুকে পড়তে পারবে বলে মনে করছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইনুল ইসলামের মতে, জুলাই মুভমেন্টে যারা



ছিল, তাদের মধ্যে যখন ফাটল দেখা দেবে, তখনই তৃতীয় কোনো দল কিংবা আওয়ামী লীগ সুযোগটা নেবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় মাঝেমধ্যে আওয়ামী লীগের মিছিল-মিটিং হচ্ছে। এটা বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির ঐক্যের ফাটলের অংশ। তাই জাতীয় স্বার্থে দলগুলোকে পরস্পরবিরোধী অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর সংবিধান সংস্কারসহও বিভিন্ন ইস্যুতে দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বিএনপি এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন পাওয়া জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে ঐকমত্যের অভাব দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তরুণদের প্রতিনিধিত্বকারী দল এনসিপি। বিভিন্ন ইস্যুতে দীর্ঘদিন ধরেই দলগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন এবং বিগত সরকারের আমলানির্ভর সিন্ডিকেট ভাঙার মতো মৌলিক ইস্যুতে দলগুলো একক সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। বরং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে একে অপরের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা অব্যাহত রেখেছে। জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির রাজনৈতিক ঐক্য থাকলেও অনেক ইস্যুতে এ দল দুটির মধ্যেও ভিন্নমত রয়েছে।

এদিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ বর্তমানে মাঠের রাজনীতিতে পুরোপুরি কোণঠাসা। তবে দলটির একটি বড় অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বিভিন্ন 'চোরাগুপ্তা' নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির মধ্যবর্তী বিরোধকে আরও উসকে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে। এমনকি রাজধানীসহ সারা দেশে প্রায়ই দলটির নেতাকর্মীদের ঝটিকা মিছিল করতে দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলার মতো সাহসও দেখাচ্ছেন তারা।

কয়েকদিন আগে নোয়াখালীতে বড় একটি ঝটিকা মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ। ৭ জুন কুমিল্লার সদর দক্ষিণ এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মীরা ঝটিকা মিছিল বের করেন। একই সময়ে ঝিনাইদহ ও ময়মনসিংহের ভালুকায় ঝটিকা মিছিল করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এছাড়া ৩ জুন গোপালগঞ্জ ও পটুয়াখালীতে এবং ৬ জুন চট্টগ্রামে তাদের মিছিল করার খবর পাওয়া যায়। তবে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য জামায়াতের প্রতি ইঙ্গিত করে একটি ইসলামিক দলের রাজনীতিকে দায়ী করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। যুগান্তরকে তিনি বলেন, ওই দলটির বর্তমান আমির ও সেক্রেটারি জেনারেল একসময় জাসদ করতেন, যা মূলত আওয়ামী লীগেরই অংশ। ফলে ইসলামের নাম নিলেও তারা ভেতরে-ভেতরে পুরোনো আওয়ামী লীগেরই উত্তরাধিকার বহন করছেন। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করার আহ্বান জানিয়ে আলাল বলেন, যুক্তিহীন বিরোধিতার নেতিবাচক রাজনীতি ১৯৭২-৭৫ সাল থেকে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা করে এসেছে, যা বর্তমান সময়ে আর কারও কাছ থেকেই কাম্য নয়।

বিএনপির সঙ্গে বৈরিতার বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখছে জামায়াতে ইসলামী। দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদের মতে, আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা আর বর্তমান সরকারের সমালোচনা করা এক জিনিস নয়। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের জন্য গণ-অভ্যুত্থানে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিএনপি এখন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই আওয়ামী লীগকেই রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে। ফলে এর বিরোধিতা আমাদের করতেই হবে। তিনি বলেন, বিএনপি দেশের কল্যাণ চাইলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই চরম অবনতি হতো না। দেশের এই নাজুক অবস্থায় তাদের ভূমিকা রহস্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয়। আযাদ বলেন, আমরা সবাইকে নিয়ে দেশ পুনর্গঠনের আহ্বান জানালেও বর্তমান সরকার সঠিক পথে হাঁটছে না।

এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মনিরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, 'এনসিপি, জামায়াত ও বিএনপির মধ্যে বৈরিতা চলমান থাকলে নিশ্চয়ই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সুযোগ নেবে এবং নিচ্ছেও। দলগুলোর মধ্যে বিভেদ এবং খোদ জাতীয় সংসদে একে অপরের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য উঠে আসছে, তাতে আওয়ামী লীগ ফেরার শক্তি পাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আসছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার তথা বিএনপি আওয়ামী লীগকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় নির্বাচনে জয়ের স্বপ্ন দেখছে। আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকলেও দল হিসাবে নিষিদ্ধ হয়নি।' প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কি হাসিনা? আওয়ামী লীগ তো একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্বরতা চালিয়েছে, সুতরাং অপরাধ দল হিসাবে করেছে। দলকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে। দেশের সবকটি রাজনৈতিক দলকে ঐক্য হতে হবে। তবে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে বিএনপিকে।

জনগণের টাকা আর পাচার হতে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ১৭ জুন : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'জনগণের অর্থ কোনোভাবেই বিদেশে পাচার হতে দেওয়া হবে না; বরং তা জনগণের কল্যাণ ও জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।'

তিনি বলেন, 'অনেকেই নানা কথা ও বিভ্রান্ত ছড়াতে চায়। এরা বলে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডের টাকা কোথা থেকে আসবে? আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, বিগত এক যুগ ধরে জনগণের অর্থ এই দেশ থেকে পাচার হয়ে গিয়েছিল। আমরা জনগণের টাকা আর পাচার হতে দেব না।'



বুধবার (১৭ জুন) দুপুরে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে 'ফ্যামিলি কার্ড' বিতরণ শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জনগণের টাকা দিয়ে জনগণের জন্য কাজ করা হবে। জনগণের অর্থ দিয়ে দেশের জন্য কাজ করা হবে, দেশের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য কাজ করা হবে। কাজেই ইনশাআল্লাহ টাকার কোনো অভাব হবে না।'

তিনি বলেন, 'যারা এই দেশ থেকে টাকা পাচার করেছে, যারা এ দেশ থেকে জনগণের অর্থ বিদেশে পাঠাতে চায়, আমরা আজ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করব। আমরা যদি সবাই চোখ-কান খোলা রাখি, তাহলে এ দেশের অর্থ কেউ বিদেশে পাচার করতে পারবে না। আমরা সবাই মিলে পরিশ্রম করব এবং সেই অর্থ দিয়ে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করব।'

দেশের মানুষের ভাগ্য বদলে সরকারের উদ্যোগের সঙ্গে সবাই আছেন কিনা- জানতে চাইলে উপস্থিত হাজার হাজার চা শ্রমিকসহ শ্রীমঙ্গলের নারী-পুরষরা সমস্বরে 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দেন।

এর আগে পবিত্র কুরআনসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত এবং পরে বিএনপির দলীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ১০ জন নারীর হাতে সরাসরি ফ্যামিলি কার্ড তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। পরে কম্পিউটারে বাটন চেপে ফ্যামিলি কার্ড তৃতীয় পর্যায় কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি। একই সঙ্গে চা শ্রমিক আবাসন সমস্যা সমাধানে শ্রমিকদের দুই লাখ টাকা করে অনুদান, চা শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি প্রদান, প্রতিবন্ধীদের জন্য আর্থিক অনুদানের চেকও প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী।

বিএনপিকে গণমানুষের দল উল্লেখ করে দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, 'বিএনপি সবসময় জনগণের কাতারে ছিল, সেজন্যই বিএনপির সবচেয়ে বড় শক্তি জনগণের শক্তি। সেই জন্যই বিএনপি সবসময় বলে থাকে জনগণই আমাদের সব ক্ষমতার উৎস। যতবার ভোট দেওয়ার সুযোগ এসেছে দেশের মানুষ বিএনপিকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এনেছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ১৭ জুন : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি জ্বালানি নিরাপত্তাসহ বেশকিছু বিষয়ে বাংলাদেশকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। বুধবার (১৭ জুন) জাতীয় সংসদে গাজীপুর৫ আসনের সংসদ সদস্য একেএম ফজলুল হক মিলনের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান এ কথা বলেন। স্পিকার (মেজর অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বৈঠকের শুরুতে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপন করা হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প্রতি অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোকাল ট্রেড (এআরটি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন তুলা ব্যবহার করে উৎপাদিত তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে শূন্য শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। চুক্তিটি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

'রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং কর্মসংস্থানমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার' উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের উদীয়মান বাজারসমূহে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক উপস্থিতি জোরদার করা হয়েছে।

খলিলুর রহমান আরও বলেন, বাজার সম্প্রসারণ এবং শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রেফারেনসিয়াল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (পিটিএ), ফ্রি ট্রেড



অ্যাগ্রিমেন্ট (এফটিএ) এবং কম্প্রেহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (সিইপিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে সিইপিএ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে; মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে। একই সঙ্গে জিসিসি, মারকুসুর এবং অন্যান্য আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে কৃষিপণ্য ও অপ্রচলিত রপ্তানি খাতেও নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি ভিয়েতনামের বাজারে বাংলাদেশের আলু রপ্তানির সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের আম রপ্তানির বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice



AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যাডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info



Barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

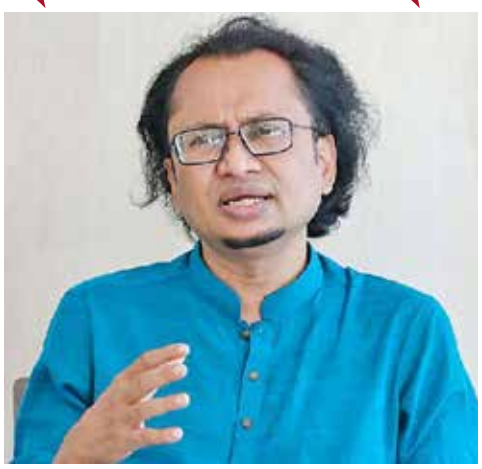
হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে অস্বস্তি

ডা. জাহেদকে হেনস্তা, ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৬ জুন : পুশইন নিয়ে ঢাকা-দিল্লির অস্বস্তির মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর পলিসি ও স্ট্র্যাটেজিবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানকে হেনস্তার ঘটনা ঘটল দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। অথচ অতিথি হিসাবে ভারতে প্রবেশের জন্য রাষ্ট্রীয়, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক সব ধাপ সম্পন্ন হয়েছিল। তারপরও বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনে তাকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষায় রাখা হয়। এ ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছে বাংলাদেশ। সোমবারই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। এতে জনমনেও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এ ঘটনাকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বলে মন্তব্য করেছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, এমন ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আরেক দফা অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। তাদের মতে, ডা. জাহেদ উর রহমানের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা অসৌজন্যমূলক আচরণের অংশ এবং শিষ্টাচারবহির্ভূত। এমনটা কেন ঘটল, দিল্লিকে তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ারও দাবি তুলছেন কেউ কেউ।



দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এর সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে অংশ নেওয়ার কথা ছিল ডা. জাহেদ উর রহমানের। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ১৫ ও ১৬ জুন আইওআরএ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের কমিটির ২৮তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা যায়, সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানের অংশগ্রহণের বিষয়টি ১২ জুন দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেছিল। তিনি আগে থেকে নেওয়া একটি সার্ক স্টিকার (সার্ক ভিসা হিসাবে পরিচিত) নিয়ে দিল্লি যান। কিন্তু তারপরও বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষায় রাখে। এ সময় তাকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

ঘটনাটিকে আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসাবে বিবেচনা করে নিজের পাসপোর্ট ফেরত চান ডা. জাহেদ উর রহমান। এরপর তিনি দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কয়েকটি গণমাধ্যম বলছে, পরে পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে একাধিকবার ভারতে প্রবেশের অনুরোধ জানালেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। ভারতীয় সংবাদ পোর্টাল সিএনএন-নিউজ ১৮ জানায়, নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট একটি নজরদারি তালিকায় (ওয়াচলিস্ট) নাম থাকার কারণে দিল্লির বিমানবন্দরে ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ডা. জাহেদ উর রহমানকে কিছুক্ষণ আটকে রাখে। রুটিন তল্লাশির সময় তার নামটি ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের নজরে আসে এবং পরে তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তাকে থামানো হয়।

সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা; এটি দুঃখজনকও বটে। এ সময় তিনি এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানান।

একই ইস্যুতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, দিল্লি বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সঙ্গে যা হয়েছে, তা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। ঘটনার বিস্তারিত খবর নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট উইং। এরপর সরকার ব্যবস্থা নেবে। এদিকে দিল্লি বিমানবন্দরের ঘটনায় ঢাকায় ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার পাওয়ানকুমার বঢ়েকে সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় তলব করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ) ইশরাত জাহান ঢাকার প্রতিবাদপত্র তার হাতে তুলে দেন বলে জানা গেছে।

সরকারি উচ্চপর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার অন্য দেশে অতিথি হিসাবে ভ্রমণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক রাষ্ট্রদূত এম সফিউল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, যখন সরকারি উচ্চপর্যায়ের কেউ অন্য কোনো দেশে যেতে চান, তখন সে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একটি নোট দেওয়া হয়। যিনি যাবেন, তার স্ট্যাটাস, কী আয়োজনে সেখানে যাচ্ছেন, আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে দলের নেতৃত্ব দেবেন-সব জানানো হয়। তার পাসপোর্টসহ এসব নোট দিয়েই ভিসা নেওয়া হয়। ভিসা দেওয়ার পর আয়োজক দেশ তাদের সরকারকে অবগত করে যে, এমন একজন ভিআইপিকে ভিসা দেওয়া হয়েছে, যিনি এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন। অতিথি দেশের পক্ষ থেকে পরবর্তী সময়ে ভ্রমণকারী দেশকে তার আগমনের তারিখ, ফ্লাইটসহ সবকিছুই জানানো হয়। তখন অতিথিকে ভিআইপি প্রটোকলে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়। ধরে নেব, ডা. জাহেদ উর রহমানের সফরের বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত উভয়দিক থেকে সবকিছুই সম্পন্ন করেছে।

LORD & SOLOMON
CRIMINAL DEFENCE SOLICITORS
We cover all criminal offences in the United Kingdom
Legal Aid is available upon request
গ্রেপ্তার করা হয়েছে?
চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি।
- 24 Hour Police Station Attendance
- Magistrates Court Representation
- Crown Court Trials
Emergency line: +44 7365535760
Email: general@lordandsolomon.com



LS Londonium Solicitors
আপনার যে কোনো আইনি
সহায়তার জন্যে যোগাযোগ করুন
Mobile: 07438 163 373

PRACTICE AREAS:
- Immigration & Asylum
- Criminal Defence
- Family
- Children (Public & Private)
- Medical Negligence (No win no fee)
- Housing
- Personal Injury (No win no fee)
- Litigation
- Business & Employment
- Landlord & Tenant
- Mental Health

LEGAL AID SERVICES:
- Police Station Representation & Criminal Defence
- Family & Children Law
- Immigration & Asylum
- Mental Health
- Housing
- Welfare Benefits
- Debt



Emdadul Hussain Forhad
Legal Consultant at Londonium Solicitors
Barrister-at-Law of Lincoln's Inn (NP)
BPC, LLM - University of Law
LLM in Commercial Law - UWE Bristol
LLB(Hons) - BPP University

07438 163 373
020 7377 5055
forhad@londoniumsolicitors.co.uk
www.londoniumsolicitors.co.uk
Unit 1, 14-16 (Ground & First floor)
1, 13 Adler St, London E1 1EG

এ দেশই আমাদের প্রথম এবং শেষ ঠিকানা: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ১৭ জুন : সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুম বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে তার জ্যেষ্ঠ ছেলে ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে যখন দেশে জনগণ যখন ফুঁসে উঠেছিল গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য, তখন অনেক বড় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা এ দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া দেশের জনগণকে রেখে কোথাও যাননি। খালেদা জিয়া বলেছিলেন- বাংলাদেশই হচ্ছে আমার প্রথম ঠিকানা, বাংলাদেশই হচ্ছে আমার শেষ ঠিকানা।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা হলাম খালেদা জিয়ার সৈনিক। তাই এই দেশই আমাদের প্রথম এবং শেষ ঠিকানা। আমাদের একটাই কাজ বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করা। কাজেই আসুন, এই দেশ আমাদেরকেই গড়তে হবে। এই দেশে আমাদের ২০ কোটি মানুষের ৪০ কোটি হাতকে শ্রমিকের হাতে রূপান্তরিত করতে হবে, তাহলেই আমরা এই বাংলাদেশের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারব।

বুধবার (১৭ জুন) দুপুরে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে 'ফ্যামিলি কার্ড' বিতরণ শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার জন্য আজকে একটা খুব আনন্দের দিন। কেন জানেন? আজকে থেকে কয়েক মাস আগে যখন নির্বাচনের প্রথম প্রচার অভিযান



শুরু হয়, আমি সিলেটের পবিত্র মাটি থেকে সেই প্রচার অভিযান কাজ শুরু করেছিলাম এবং সেই দিনই সিলেটের জনসভা মঞ্চ থেকে বলেছিলাম যে, বিএনপি যদি সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়, তাহলে আমরা আমাদের চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে যেসব মায়েরা কাজ করেন তাদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড দেব।'

তিনি বলেন, 'আজকে আল্লাহর কাছে আমি হাজারো শুকরিয়া জানাই, লক্ষ শুকরিয়া জানাই যে, আল্লাহ আমাকে সেই তৌফিক দিয়েছেন। আমি আমার কথা রাখতে পেরেছি। আমার সরকার আজকে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে যারা নারী শ্রমিক আছেন, তাদের কাছে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিয়েছি।'

আগামী এক বছরের মধ্যে প্রায় সব নারী শ্রমিকের কাছে, চা বাগানের সবার কাছে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেওয়ার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী।

দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশকে যদি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে সবাইকে একসঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সেজন্য পুরুষদের পাশাপাশি আমরা যদি নারীদেরকে সাহায্য করতে না পারি স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য, তাহলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

তিনি বলেন, সেজন্যই নারীদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য আমরা এই ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলেছিলাম। বাংলাদেশে প্রায় ৪ কোটির মতো পরিবার রয়েছে। আমরা বলেছিলাম যে, আমরা যদি সরকার গঠন করতে সক্ষম হই তাহলে পর্যায়ক্রমে সব পরিবারের কাছে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেব, বিশেষ করে নারী প্রধানদের কাছে। আমরা নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মাসেরও কম সময়ের ভেতরে আমাদের এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছিলাম।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার পাশাপাশি চা বাগানের নারী শ্রমিকদের ঘর প্রদানের জন্য ২ লাখ টাকা করে দিয়েছি। এখানে স্টেজের মধ্যে তিনজনের হাতে সেই ২ লাখ টাকার চেক তুলে দিয়েছি আর প্রশাসনের মাধ্যমে বাকিদের কাছে ইনশাআল্লাহ আমরা সেই টাকা পৌঁছে দেব।'

সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আসুন তাহলে আজকের এই আনন্দের দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে, আমাদের প্রতিশ্রুতি হবে একটাই- করবো কাজ গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ এবং একই সঙ্গে আরেকটা নতুন কথা বলি, করবো কাজ গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ।'

বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেখানে একটি জাম ও কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপণ করেন।

বিরক্তি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বললেন,

আপনারা এখানে কেন? সংসদে যান



ঢাকা, ১৭ জুন : সকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ধমক খেয়ে বিকেলে সিলেট থেকে সরাসরি সংসদে হাজির হলেন অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী এমপি। আজ বুধবার সকালে মৌলভীবাজার সফরে যোগ দিতে সিলেট এমএজি ওসমানী বিমানবন্দরে নামেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সিলেটের বিভিন্ন আসনের সংসদ সদস্যরা উপস্থিত হন।

বিমানবন্দরের লাউঞ্জে সিলেটের এমপিদের দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা এখানে কেন? আজকে আপনাদের সংসদ নেই? সংসদে যান।'

প্রধানমন্ত্রী এমন ক্ষোভ প্রকাশ করায় আতংকিত হয়ে বিকেলে ঢাকায় ফিরে সংসদ অধিবেশনে যোগ দেন সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য এমরান আহমদ চৌধুরী।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বুধবার সকালে ঢাকা থেকে বিমানে সিলেট পৌঁছে সড়ক পথে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে যান। শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 'ফ্যামিলি কার্ড' বিতরণ করেন এবং সেখানে দু'টি গাছের চারা (জাম ও কৃষ্ণচূড়া) রোপন করেন। এরপর মৌলভীবাজার সদর উপজেলার 'মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়' মাঠে 'ফ্যামিলি কার্ড' বিতরণ করেন। মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়' মাঠের পাশে একটি আম ও একটি নিম গাছের চারা রোপণ করেন।



LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন


ASADUZZAMAN


FAKHRUL ISLAM


SAYED HASAN


SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

18 Tapestry Way, London E1 2FJ
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

পর্যাপ্ত টাকা মিলছে না এটিএম বুথে, ভোগান্তি

ঢাকা, ১৭ জুন : ২০ হাজার টাকা তোলার জন্য গত বুধবার দুই ঘণ্টা ঘুরেছেন আরশাদ হোসেন। মোহাম্মদপুরের ছয়টি বুথ ঘুরেও মেলেনি টাকা। তার ভাষ্য, কারণ জানতে চাইলে নমনীয় আচরণ করেননি ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। বুথে টাকা না পেয়ে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করে সেই টাকা তুলেছেন। তিনি বলেন, এই টাকা তুলতে যে ক্যাশ আউট চার্জ লেগেছে, এটাই আমার ক্ষতি। নগদ টাকার সংকট হয়েছে ইসলামী ব্যাংকে কিন্তু অন্য বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে কেন সমস্যা হবে, সেটাই বুঝে আসছে না?

আরশাদের মতো অনেকেই ভুগছেন এই সমস্যায়। রোববার ও সোমবার রাজধানীর মিরপুর-১, মিরপুর-২, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, টেকনিক্যাল, কল্যাণপুর, শ্যামলী, আগারগাঁও, মিরপুরের ৬০ ফিট এলাকা, পান্থপথ সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে মিলেছে ভোগান্তির এই চিত্র। বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সের নিচ তলায় বেশ কয়েকটি ব্যাংকের এটিএম বুথ। রোববার রাতে দেখা যায় এক ব্যাংকের কার্ড দিয়ে অন্য ব্যাংকের বুথে টাকা উত্তোলন করা যাচ্ছে না। সোমবার আগারগাঁও অফিস পাড়ায় অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের বুথ ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বুথে টাকা মেলেনি। তবে স্বল্প পরিমাণ পাচ্ছেন অন্য ব্যাংকের গ্রাহকরা, ২০ হাজার টাকা। ৬০ ফিট সড়ক জুড়ে আটটি বুথেও একই চিত্র দেখা গেছে। ছয়টি বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারছেন না অন্য ব্যাংকের গ্রাহকরা।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী জানান, এই বুথে নিয়মিত সিরিয়াল দিয়ে মানুষ টাকা উঠায়। অর্ধেকের বেশি থাকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহক। যার কারণে ডাচ্-বাংলার গ্রাহকরা অনেক সময় টাকা পান না। এজন্য অন্য গ্রাহকদের টাকা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। এই শাখার ফাস্ট ট্র্যাক অফিসার সুমন হাওলাদার বলেন, আপাতত আমাদের ব্যাংক থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে অন্যান্য ব্যাংকের গ্রাহকদের কার্ডের সুবিধা না দিতে। আমরা নিয়মিত টাকা রিফিল করলেও ঈদের কয়েকদিন আগ থেকে গত সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই টাকা শেষ হয়ে যায়, এজন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে।

সোমবার বেলা ১টার দিকে দেখা গেছে, মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় অবস্থিত সিটি ব্যাংকের বুথে অন্য ব্যাংকের কার্ডের টাকা তোলা যাচ্ছে না। এ বুথে দিনে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা পর্যন্ত তোলা যাচ্ছে। অনেকেই এসে টাকা তুলতে না পেরে ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে দায়িত্বরত সিকিউরিটি গার্ড জানান, এই মুহূর্তে অন্য ব্যাংকের কার্ড দিয়ে টাকা তোলা বন্ধ রয়েছে। কাজীপাড়ায় অবস্থিত কমার্শিয়াল ব্যাংকের বুথে কয়েকদিন থেকে অন্য কার্ডে টাকা তুলতে ঝামেলা হচ্ছে। সেখানে দায়িত্বরত সিকিউরিটি গার্ড বলেন, এখানে কমার্শিয়াল ব্যাংকের গ্রাহকরা কার্ডের মাধ্যমে ১ জন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত তুলতে পারছেন। অন্য ব্যাংকের কার্ড হো□াররা তুলতে পারছেন না। বেলা ২টার দিকে মিরপুর-১০ নম্বরে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংকের বুথে টাকা ছিল। এখানে বেশ কিছু গ্রাহকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ বুথে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা তুলতে পারছেন।

ফারজানা আক্তার নামের এক গ্রাহক টাকা তুলে বের হয়ে জানান, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এই বুথে টাকা পেয়েছি। ১০ হাজার টাকা তুলতে পেরেছি। একটু দূরে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংকের আরেকটি বুথ বন্ধ দেখা যায়। সেখানে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটিএম বুথ সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে বলে নোটিশ ঝুলানো ছিল। সেখানে দায়িত্বরত নিরাপত্তাকর্মী কথা বলতে রাজি হননি।

সব থেকে বেশি সমস্যার মুখে পরেছেন ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকরা। আগারগাঁও ও ৬০ ফিট এলাকায় দু'টি বুথ খোলা থাকলেও ছিল না টাকা। নিরাপত্তাকর্মী এর কারণ জানেন না। আগারগাঁও বুথে টাকা নেই গত দুইদিন থেকে। আর ৬০ ফিট বুথে টাকা নেই প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে। এই বুথে টাকা তুলতে আসেন হুমায়ুন নামে এক গ্রাহক। তিনি ছেলেকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বুথে যান। তবে টাকা পাননি। তিনি



বলেন, বুথে টাকা না পেয়ে দুইবার টাকা ট্রান্সফার করেছি। কিন্তু এই টাকা তুলতে অনেক টাকা চার্জ গুনতে হয়।

পাশেই অবস্থিত এসবিএসি ব্যাংকের বুথে অনেকেই অন্য ব্যাংকের কার্ড দিয়ে টাকা তুলছিলেন। সেখানে অন্য ব্যাংক কার্ড দিয়ে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা তোলা যাচ্ছিল। মিরপুর-২ নম্বরে অবস্থিত ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বুথে দায়িত্বরত নিরাপত্তাকর্মী জানান, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের গ্রাহকরা ৫০ থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারছেন। বর্তমানে সব ব্যাংকের কার্ড দিয়ে টাকা তোলা যাচ্ছে না। অন্য ব্যাংকের গ্রাহক কার্ড দিয়ে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা তুলতে পারছেন। বেলা ৩টায় কল্যাণপুরে সাউথইস্ট ব্যাংকের বুথে গিয়ে দেখা যায়, টাকা শেষ হয়ে গেছে। এ সময় দায়িত্বরত সিকিউরিটি গার্ড জানান, মানুষ সারাদিন টাকা তুলেছেন। একটু আগেই টাকা শেষ হয়েছে। ব্যাংকের লোকজন সময়মতো টাকা ঢুকাবেন।

নিরাপত্তাকর্মী ও গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে জানা, মে মাসের শেষের দিকে ঈদ থাকায় প্রচুর পরিমাণে টাকা উত্তোলন করেছেন তারা। আবার মাসের শুরুতে (জুন) টাকা উঠানোর একটা চাপ থাকে। দুটো ঘটনায় গ্রাহকরা বিপুল পরিমাণ টাকা উত্তোলন করেছেন। যার কারণে বুথগুলোতে চাপ বেড়েছে।

রাজধানীর ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের একটি জোনের দায়িত্বে থাকা একজন ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন, ডাচ্-বাংলায় তারল্য সংকট নেই। কিন্তু ঈদের আগে লক্ষ্য করলাম পূর্বের ঈদের তুলনায় অন্য ব্যাংকের গ্রাহকদের টাকা তোলার হার প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে। যার কারণে ঈদের সময় আমাদের ব্যাংকের গ্রাহকরা টাকার কারণে ভোগান্তিতে পড়েন। এ ছাড়া মাসের শুরুতেও একটা টাকা উত্তোলনের চাপ থাকে। সেখানেই এই রেশিও অব্যাহত থাকলো।

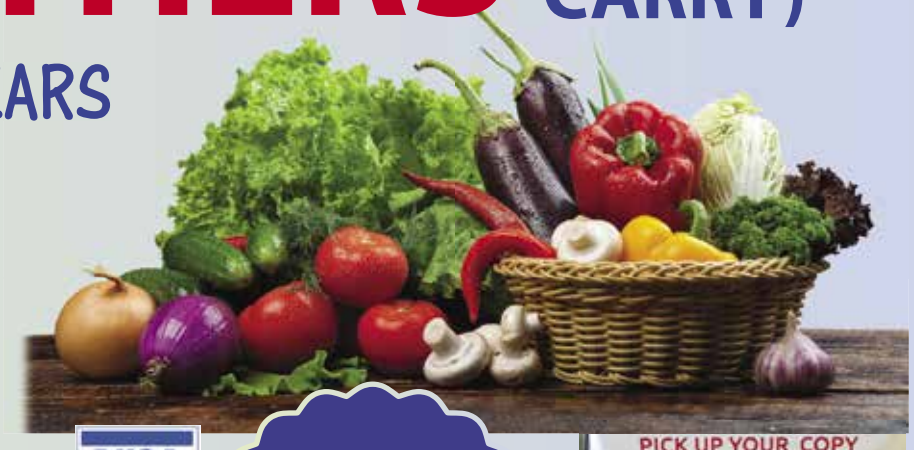
তিনি বলেন, এরপর আমরা যেসব বুথে চাপ বেশি সেসব বুথে অন্যান্য ব্যাংকের কার্ডধারীদের সুবিধা লিমিটেড করে দেয়া শুরু করি। এরপর ধীরে ধীরে এর পরিধি বাড়ানো হয়। আমাদের একটা লিমিট আছে। ঊর্ধতনদের নির্দেশনা এই সুবিধাটা যেনো আমাদের গ্রাহকরা পান। তবে ব্যাংকের তরফে কেন্দ্রীয়ভাবে এই রকম কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি বলে জানানো হয় ব্যাংকটির জনসংযোগ বিভাগ থেকে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ব্যাংকে অস্থিতিশীলতার কারণে গ্রাহকদের আস্থার জায়গাটা সংকীর্ণ হয়েছে। বিপুল পরিমাণ ঋণখেলাপির কারণে মানুষের আস্থা নড়বড়ে হয়েছে। অনেক মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখতে ভয় পাচ্ছে। যার কারণে ব্যাপক তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবই পড়েছে বুথগুলোতে। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক পদক্ষেপ নিচ্ছে। এটা ইতিবাচক।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।



এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়





VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908



17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmad Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

দুবাইয়ে বেনজীর গ্রেফতার দেশে এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে

সাবেক পুলিশপ্রধান বেনজীর আহমেদকে দুবাইয়ে গ্রেফতার দেশের আইনশৃঙ্খলা ও বিচারিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অর্থ পাচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত এই প্রভাবশালী কর্মকর্তাকে ইন্টারপোলের রেড নোটিশের ভিত্তিতে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আধুনিক 'ফেস রিকগনিশন' প্রযুক্তির মাধ্যমে শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হয়। রোববার জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ৩০০ বিধির বিবৃতির মাধ্যমে এই চাঞ্চল্যকর খবরটি নিশ্চিত করার পর তা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। এ ঘটনায় আপাতত এটুকুই বলা যায় যে, সরকারের সদিচ্ছা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন সংস্থার কার্যকর সমন্বয় থাকলে অপরাধী যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাকে আইনের আওতায় আনা অসম্ভব নয়।

তবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) বক্তব্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলতে হয়-দুবাইয়ে গ্রেফতার হওয়াই চূড়ান্ত কিছু নয়, এটি জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। সাবেক এই আইজিপির দম্ভ পুরোপুরি চূর্ণ হয়েছে বা সুশাসন শতভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। আসল পরীক্ষাটি শুরু হবে তাকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কূটনৈতিক ও আইনি চ্যানেল ব্যবহার করে দেশে ফিরিয়ে আনার সক্ষমতার মধ্য দিয়ে। আমরা জানি, আন্তর্জাতিক আইন, দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তি ও আদালতের নানা কাঠামোগত ধাপ পার করে একজন অপরাধীকে অন্য দেশ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও চ্যালেঞ্জিং। তাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) এখন তৎপরতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও আইনি নথিপত্র প্রস্তুত করতে হবে, যেন প্রত্যর্পণ আবেদনে কোনো ধরনের ফাঁকফোকর না থাকে।

দুদকের তথ্য অনুযায়ী, বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১৪ কোটি ৬২ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের একটি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ৫টি মামলায় প্রায় ৭৬ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের তদন্ত চলছে। এছাড়া আদালতের আদেশে তার ও তার পরিবারের শত শত বিঘা জমি, গুলশান ও বাড্ডার ফ্ল্যাট, বিপুল অঙ্কের ব্যাংক হিসাব এবং করপোরেট শেয়ার অবরুদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, র‍্যাবের মহাপরিচালকের দায়িত্বে থাকাকালে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের অভিযোগে ২০২১ সালে তার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এসেছিল।

আমরা মনে করি, বেনজীর আহমেদের এই পরিণতি দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতাশীলদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। অপরাধের রাজত্ব কায়েম করে, জনগণের সম্পদ লুট করে কিংবা ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে পৃথিবীর কোথাও যে চিরস্থায়ী নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যায় না, এ ঘটনা তার একটি বড় প্রমাণ। তবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে হলে এই প্রক্রিয়াকে শুধু একটি বিশেষ উদাহরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। রাজনৈতিক সংযোগ কিংবা ক্ষমতার অবস্থান নির্বিশেষে সব দুর্নীতিবাজকে আইনের মুখোমুখি করার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা তৈরি করতে হবে। সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে বেনজীর আহমেদকে দেশে ফিরিয়ে এনে একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে-এটাই প্রত্যাশা।

এত 'বিশ্ববিদ্যালয়' লইয়া আমরা কী করিব

মাহফুজুর রহমান মানিক

দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত খবর সংগত কারণেই ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরে খবরটির ব্যাখ্যা দিয়েছে। খবর যা-ই হোক, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের সতর্কতার বিকল্প নেই। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নয়; সেগুলো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কতটা পূরণ হয়েছে–সেই প্রশ্নও উঠছে। সেই অর্থে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়ই যেখানে 'বিশ্ববিদ্যালয়' হয়ে উঠতে পারেনি এবং এগুলো লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার তৈরি করছে, তখন যত্রতত্র নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি উচ্চশিক্ষার সংকট আরও বাড়াবে।

খবরে এসেছিল, দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি এমন বক্তব্য দেননি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি অনুযায়ীই, সংবাদটি বিভ্রান্তিকর হলেও ভিত্তিহীন নয়।

সম্প্রতি ইউনিসেফের কর্মশালায় শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন প্রায় আট মিনিটের বক্তব্য দিয়েছেন। বক্তব্যের মধ্যে ছয় মিনিটের ঠিক আগে আসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ। আরেকজনের বক্তব্য ছিল, আমরা সকল সংসদীয় আসনেই ইউনিভার্সিটি চাইছি। তার প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বলেছেন 'হ্যাঁ, সেটাও সত্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দরকার, আবার আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ও দরকার।' মন্ত্রীর এই

বক্তব্যকে অবশ্য সরকারের পরিকল্পনা হিসেবে হাজির করা যায় না।

তবে শিক্ষামন্ত্রীর ব্যাখ্যা নিয়ে কথা আছে। সেখানে তিনি বলেছেন–'মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ তাদের এলাকায় হাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুপারিশ করেন না।' আমাদের বক্তব্য হলো, এমপিদের সুপারিশ আমলে নিয়েই যেন অপরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা না হয়। দেশে ইতোমধ্যে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলোতে মানসম্পন্ন পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগের কমতি নেই। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পড়াশোনার মান, অবকাঠামো, শিক্ষকসহ যেসব প্রয়োজন রয়েছে, তা নতুন সৃষ্টি হওয়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। এরই মধ্যে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তেই সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ–শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান। এখনই প্রতিবছর ছয়-সাত লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। অথচ তাদের তেমন কর্মসংস্থান নেই। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হলে শিক্ষিত বেকারের মিছিল আরও দীর্ঘ হবে।

এমপিরা সুপারিশ করলেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে কেন? বরং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সব পূর্বশর্ত পূরণ করতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান বিতরণ করে না; নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। তার জন্য চাহিদানুযায়ী অবকাঠামো ও জনবল প্রয়োজন। জনবল মানে কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়; মানসম্পন্ন গবেষক, যা বর্তমানে দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। নামকাওয়াস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী থাকায় কোনো উপকারিতা নেই, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় মাত্র।

এর আগে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নামে

এমপিরা সুপারিশ করলেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে কেন? বরং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সব পূর্বশর্ত পূরণ করতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান বিতরণ করে না; নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। তার জন্য চাহিদানুযায়ী অবকাঠামো ও জনবল প্রয়োজন।

অনেক অপরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। গত বছরের জানুয়ারিতে 'জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চশিক্ষার আত্মাহুতি' শীর্ষক বক্তৃতায় ইউজিসির তৎকালীন সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বলেছিলেন, ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় ভাড়া বাড়িতে। একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে অবকাঠামো নেই; শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬০০; কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রায় ৩০০; শিক্ষক ১০৪ জন; ২৪টি বিভাগ। অথচ শিক্ষকদের বসার পর্যাপ্ত জায়গা নেই, গ্রন্থাগার নেই। এমনকি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এখন নতুন করে যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলোচনা উঠেছে, তখন অনেকেই আশঙ্কা করেছেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে দলীয়করণ, অনিয়ম, দুর্নীতি সবই হবে, কিন্তু 'শিক্ষা' থাকবে অধরা। গত ৬ জুন 'পাবলিক বনাম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কের উদ্দেশ্য কী?' শিরোনামে সমকালে প্রকাশিত নিবন্ধে মাহবুবুর রাজ্জাক লিখেছেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনকে 'রাজনীতিকরা বলেন উন্নয়ন। অথচ শিক্ষক নেই, গবেষণাগার নেই, লাইব্রেরি নেই। তবে পলিটিকস আছে। মারামারি আছে। এই সুযোগে শিক্ষক হিসেবে চাকরি বাগিয়ে নিচ্ছেন ক্ষমতাসীনদের আত্মীয়স্বজন ও দলীয় লোকজন।' একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান তৈরির প্রতিষ্ঠান না হয়ে গড়ে উঠেছে সনদ বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে।

সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠছে–'বিশ্ববিদ্যালয়' লইয়া আমরা কী করিব। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই যেখানে ঠিকমতো চলছে না, সেখানে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ভেবেচিন্তেই করতে হবে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে শিক্ষার্থীরা তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন করছিলেন। তখন আমি লিখেছি–ভাবিয়া করিও বিশ্ববিদ্যালয় (সমকাল, ২০ নভেম্বর ২০২৪)। সংসদ সদস্য, আমলা কিংবা শিক্ষার্থীরা চাইলেই সরকার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারে না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চাইতে সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মানসম্মত করা। সেগুলোর স্থায়ী অবকাঠামো তৈরি, গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয়করণ থেকেও রেহাই দিতে হবে। যদিও আগের সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকার সেই সদিচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অন্যান্য সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠছে, যেখানে পরিকল্পতিভাবে নতুন বিষয়গুলো যুক্ত না করে হুটহাট সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর আগে পাঠক্রম উন্নয়ন ও সংস্কারের নামে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। সেই ধারা বাদ দিয়ে এখন জরুরি পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে কিংবা চটকদার সিদ্ধান্ত দিয়ে আর যা-ই হোক; শিক্ষার কতটা উপকার হবে?

বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণ ও সংখ্যাগত বিষয়ে বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের বদলে এখন জরুরি পরিকল্পিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ। সে জন্য দাবি উঠেছে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সংস্কারে কমিশন গঠন করা হোক। সেটা শিক্ষার বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বাতলে দেবে। এরপর সে অনুযায়ী শিক্ষার সর্বস্তরে সংস্কার হবে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও তার বাইরে থাকবে না। মাহফুজুর রহমান মানিক: জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, সমকাল

মিডল্যান্ডস খেলাফত মজলিসের ঈদ পুনর্মিলনী

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের মিডল্যান্ডস শাখার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ জুন (রোববার) অনুষ্ঠিত এ সভায় নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংসদে পর্দা বিষয়ে বিএনপির সাংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরীর বক্তব্যের সমালোচনা করে তা প্রত্যাহার



এবং জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

মিডল্যান্ড শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহমদ হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মাওলানা শেখ নুরে আলম হামিদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি ও বার্মিংহাম শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক। এ ছাড়া বক্তব্য দেন মিডল্যান্ড শাখার সহসভাপতি নজরুল ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ নোমান আহমদ, বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা আব্দুল করিম, মাওলানা মাহফুজুর রহমান চৌধুরী, আব্দুন নুর, মুহাম্মদ লিটন মিয়া, আরহাম আল হোসাইন, ইউসুফ আলী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জাতীয় সংসদে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান পর্দা সম্পর্কে বিএনপির সাংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরীর দেওয়া বক্তব্য আপত্তিকর এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। তারা এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, একজন প্রবীণ সংসদ সদস্যের কাছ থেকে এ ধরনের বিদ্রুপাত্মক ও অশোভন মন্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ইসলামের বিধান নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের বক্তব্য ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সভা থেকে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে মনিরুল হক চৌধুরীকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে জনসমক্ষে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

আলতাব আলী পার্কে বিক্ষোভ



বাংলাদেশে চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সাংবাদিক হত্যা ও হয়রানি, মতপ্রকাশ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক সহিংসতা, ধর্ষণ এবং বিচারহীনতার প্রতিবাদে পূর্ব লন্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ জুন সোমবার ভিক্টিম সাপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড. আজিজুল আম্বিয়া। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ডেভিড লি মরগান। তিনি বলেন, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি। এসব অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ সময় বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্য হিউম্যান রাইটসের সভাপতি আব্দুল আহাদ চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর পুষ্পিতা গুপ্ত, মুক্তি টেলিভিশনের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম অকিব, মানবাধিকার কর্মী তামিম আহমেদ, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন ইউকের সভাপতি আশিকুল ইসলাম আশিক, ইমদাদুন খান, সরণ আহমেদ, রেবেকা ইসলাম, তারেক রায়হান, হাফিজুর রহমান, পিকুল শেখ, আব্দুর রশীদ, আল জাবির, সুদীপ্ত শর্মা, মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, নুসরাত জাহান পর্না, সামসুদ্দিন নোমান, এমডি মাসুম আহমদ ও শরীফ আহমেদ।

বক্তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির সমালোচনা করে এসব ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজকরা মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?



Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

বার্মিংহামে আনজুমানে আল ইসলাহর উদ্যোগে নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের সংবর্ধনা

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে বার্মিংহাম শাখার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও মিডল্যান্ডস অঞ্চলের বিভিন্ন কাউন্সিলে সদ্য নির্বাচিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলরদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

গত সোমবার (১৫ জুন) দুপুরে বার্মিংহামের বাংলাদেশ মালটিপার্পাস সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে ঈদের



আনন্দ ভাগাভাগির পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও কমিউনিটির ঐক্য আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

আনজুমানে আল ইসলাহ বার্মিংহাম শাখার সভাপতি মাওলানা বদরুল হক খানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি জেনারেল হাফিজ শামীম আল মামুন রুমেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ঈদ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। প্রবাসে ইসলামী মূল্যবোধ চর্চা এবং কমিউনিটির সার্বিক উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী এবং বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ।

সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের লজেলস ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন, আস্টন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুল মুইন চৌধুরী সুমন ও মমতাজ হুসাইন, নিউটাউন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাশেদা বেগম, থাইজলি অ্যান্ড হে মিলস ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আতিকুর রহমান জেপি, গ্যারেটস গ্রিন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাদেক মিয়া এবং স্যান্ডওয়েল কাউন্সিলের কাউন্সিলর মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ সুমন।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ বার্মিংহাম শাখার সহ-সভাপতি হাজী আব্দুর গফুর, স্যান্ডওয়েল শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, বার্মিংহাম শাখার সাবেক সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল মনিম, সিলেট স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি আব্দুর রব, বার্মিংহাম স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি বোরহান উদ্দিন, বৃহত্তর নোয়াখালী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, ঢাকা ওয়েলফেয়ারের সভাপতি ডালিম আহমেদ, মিসবাহুর রহমান, সৈয়দ বোরহান আহমেদ, মাওলানা আব্দুল মতিন ও মোরশেদ আহমেদসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের সাফল্য কামনা করেন এবং কমিউনিটির কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ আবুল হোসাইন এবং নাশিদ পরিবেশন করেন হাফিজ হারুনুর রশিদ।

সংবর্ধিত কাউন্সিলররা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে আনজুমানে আল ইসলাহ দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঈদ পুনর্মিলনী ও সংবর্ধনার মতো আয়োজন কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ঐক্য ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ ধরনের প্রশংসনীয় আয়োজনের জন্য তাঁরা সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভিক্টোরিয়া পার্কে গ্রীষ্মের উৎসবে জিতে নিন ভিআইপি টিকিট!



এই গ্রীষ্মে টাওয়ার হ্যামলেটসের পুরস্কারজয়ী ভিক্টোরিয়া পার্কে ফিরে আসছে বহুল প্রতীক্ষিত সংগীত ও সংস্কৃতি উৎসব। অল পয়েন্টস ইস্ট, লিডো এবং ইন দ্য নেইবারহুড উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠবে এই ঐতিহ্যবাহী পার্ক। গত ২১ আগস্ট ব্রিট অ্যাওয়ার্ড জয়ী শিল্পী জর্জা স্মিথ এবং দুইবারের গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জয়ী তেমস অল পয়েন্টস ইস্ট-এর উদ্বোধনী রাতে মঞ্চ মাতাবেন। ৩১ আগস্ট লিডো ইভেন্ট ডে তে পরিবেশন করবেন মারিবো স্টেট। এছাড়া লর্ডে, টাইলার দ্য ক্রিয়েটর এবং টোয়েন্টি ওয়ান পাইলট সহ আরও বড় শিল্পীরা ভিকি পার্কের মঞ্চে আসছেন।

২৪ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত চলবে বিনামূল্যের কমিউনিটি উৎসব 'ইন দ্য নেইবারহুড', যেখানে থাকবে উন্মুক্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, লাইভ সংগীত, খেলাধুলা, শিল্পকর্ম কর্মশালা, শিশু থিয়েটার এবং স্ট্রিট ফুড মার্কেট সহ আরও অনেক কিছু।

এই উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুযোগ একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিন অল পয়েন্টস ইস্টের এক জোড়া ভিআইপি টিকিট। ভিআইপি টিকিটধারীরা পাবেন দ্রুত প্রবেশাধিকার, মূল অ্যারেনায় প্রবেশ এবং ইস্ট স্টেজের পাশে বিশেষ ভিআইপি গার্ডেনে যাওয়ার সুযোগ। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ৭ জুলাই বিকেল ৫টার মধ্যে উত্তর জমা দিতে হবে এবং এতে অংশ নিতে পারবেন শুধুমাত্র টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দারা। উত্তরের ক্লু পেতে ভিজিট করুন লাভ টাওয়ার হ্যামলেটস্ এর ওয়েবসাইটে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



টাওয়ার হ্যামলেটসে স্বেচ্ছাসেবক সপ্তাহ পালিত
৭০টিরও বেশি সুবিধা ঘোষণা

এই বছরের স্বেচ্ছাসেবক সপ্তাহ উপলক্ষে ভলান্টিয়ার সেন্টার টাওয়ার হ্যামলেটস (ভিসিটিএইচ) স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য ৭০টিরও বেশি অসাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সুযোগের ঘোষণা দিয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক সপ্তাহ হলো সেই বিশেষ সময়, যখন যেকোনো মানুষ তাদের স্বেচ্ছাসেবী যাত্রা শুরু করতে পারেন এবং



নিজের কমিউনিটির জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন। টাওয়ার হ্যামলেটসের সকল শ্রেণির মানুষের কথা মাথায় রেখে এই সুযোগগুলো তৈরি করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি মানুষের দক্ষতা ও পছন্দ অনুযায়ী উপযুক্ত ভূমিকা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

ভলান্টিয়ার সেন্টার টাওয়ার হ্যামলেটস নিশ্চিত করেছে যে, অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকায় পূর্ববর্তী কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই এবং এই কাজগুলো স্বেচ্ছাসেবীদের অন্যান্য দৈনন্দিন দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা সম্ভব। প্রশাসনিক কাজ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান, শিশুদের সাথে পাঠ কার্যক্রম এবং বাইরে দলগত স্বেচ্ছাসেবা পর্যন্ত বিচিত্র ধরনের সুযোগ রয়েছে। যেকোনো পটভূমি বা দক্ষতার মানুষের জন্য এখানে সুযোগ রয়েছে এবং সময়সূচিও নমনীয়, যাতে সকলে সহজে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছাসেবা শুধু সমাজের উপকারেই আসে না, এটি স্বেচ্ছাসেবীর নিজের জীবনকেও সমৃদ্ধ করে। স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে নতুন দক্ষতা অর্জন করা যায়, কর্মজীবনের জন্য মূল্যবান অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা যায় এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়। অনেকে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে নতুন বন্ধুত্ব তৈরি করেন, আত্মবিশ্বাস ফিরে পান এবং পেশাগত কর্মজীবনে ফিরে আসার পথ খুঁজে পান।

এই উদ্যোগের সবচেয়ে প্রভাবশালী একটি কর্মসূচি হলো বেস্ট স্টার্ট ফ্যামিলি হাবস। গত এক বছরে ২০ জনেরও বেশি অভিভাবক এই হাবের মাধ্যমে তারা স্বেচ্ছাসেবী বা ভলান্টিয়ার হিসেবে যাত্রা শুরু করেছেন। এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ফলে তারা কর্মজগতে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন, ব্যক্তিগত আত্মবিশ্বাস উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করেছেন যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে আসছে। এই সাফল্যের গল্পগুলো প্রমাণ করে যে স্বেচ্ছাসেবা মানুষের জীবন সত্যিকার অর্থেই পরিবর্তন করতে পারে।

'ভলান্টিয়ার সেন্টার টাওয়ার হ্যামলেটস' টাওয়ার হ্যামলেটসের স্থানীয় দাতব্য সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে এবং স্বেচ্ছাসেবীদের তাদের আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী সঠিক সুযোগের সাথে মেলানোর জন্য একটি বিশেষ ব্রোকারেজ সেবা পরিচালনা করে। আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবীরা নিবন্ধন করতে এবং আরও তথ্য পেতে ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে পারেন। সংস্থাটির সাথে ইমেইল বা ফোনে (০৭৫৯৫ ২১৯৬০৩) যোগাযোগ করা যাবে এবং হোয়াটসঅ্যাপেও সেই একই নম্বরে বার্তা পাঠানো যাবে।

স্বেচ্ছাসেবক সপ্তাহ একটি অনুপ্রেরণামূলক সুযোগ, আজই আপনার স্বেচ্ছাসেবী যাত্রা শুরু করুন এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গড়ে তোলায় অংশীদার হোন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা



গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা গত ১৪ জুন রোববার যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের স্মল হিথ এলাকার একটি স্থানীয় রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিলাওয়াত করেন মাওলানা আনোয়ার হোসেন রাব্বানী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ রফিক উদ্দিন এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহমেদ।

সভায় ট্রাস্টের আসন্ন গ্রীষ্মকালীন সফর, দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় লন্ডনের নিকটবর্তী কোনো সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় গ্রীষ্মকালীন সফর আয়োজনের লক্ষ্যে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

উপ-কমিটির সদস্যরা হলেন মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, মোহাম্মদ আব্দুল আলিম হাকিম, ফারুল ইসলাম, গুলজার হোসেন, ফরিদ উদ্দিন, আব্দুল আজাদ শেবুল, মহবুব আলম, খয়রুল ইসলাম দিপু ও দুলাল আলম। সফরের তারিখ ও ভেন্যু পরে ঘোষণা করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ট্রাস্টের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার ভেন্যুসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিষয় সাধারণ সম্পাদক যথাসময়ে সদস্যদের অবহিত করবেন। এছাড়া আগামী ৫ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বিয়ানীবাজার উপজেলা স্পোর্টিং ক্লাব টুর্নামেন্টে দেউলগ্রাম ফুটবল ক্লাবের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে স্পন্সরশিপ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় বক্তব্য দেন সহ-সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, আব্দুল আলিম হাকিম, যুগ্ম সম্পাদক দুলাল আলম, কোষাধ্যক্ষ মনোয়ার হোসেন, ফখরুল ইসলাম, মহবুব আলম, আবুল কালাম আজাদ শেবুল, গুলজার হোসেন, ফরিদ উদ্দিন, হেলাল আহমেদ, আবুল ফাত্তাহ, খয়রুল ইসলাম দিপুসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। পরে উপস্থিত সদস্যদের আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

HAMLET ACCOUNTANTS
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
ACCA

Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax



266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal

*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99



৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB



Islamic & English
Nikah Registered Kazi, London
ইসলামিক এন্ড ইংলিশ
নিকাহ রেজিষ্ট্রার্ড কাজী, লন্ডন
Charity No: 125118
Madinatul Uloom Welfare Trust UK
মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজে সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Madinatul Uloom Welfare Trust UK provides Muslim Nikah (Islamic marriage), Marriage Certificates, and Divorce Certificates for the benefit and convenience of the public in London, under the auspices of the UK Charity Commission.

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা
নয়া লম্বাহাটি, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ
উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন রইলো। শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত। ৭৫০ জন গরিব এতিম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছেন। উক্ত মাদ্রাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।
UK Bank Details: HSBC Bank
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33





লন্ডনে আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া

আল-কিবলা হজ্ব উমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্ব ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে।
AlQibla

কাজী মাওলানা শামছুল হক (ছাতকী)
খতিব, আল-আকসা মসজিদ, ডকল্যান্ড, লন্ডন
প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, ছাতক
চেয়ারম্যান, মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে
Mob: +44 7484 639461 | E-mail: shamsul1977@hotmail.co.uk

টাওয়ার হ্যামলেটস সেন্ট জর্জেস লেজার সেন্টার পুনর্নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সেন্ট জর্জেস লেজার সেন্টারের পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের পরবর্তী ধাপ বাস্তবায়নের জন্য গিলডমোর গ্রুপ-কে নিয়োগ দিয়েছে। এই পদক্ষেপটি লেইজার সুবিধা সম্প্রসারণ, নতুন কাউন্সিল বাড়ি নির্মাণ এবং আশেপাশের এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার পর গিলডমোর গ্রুপকে ভবন ভাঙার কাজ পরিচালনা, জমি প্রস্তুত করা এবং নির্মাণ শুরুর আগে নতুন সুবিধার বিস্তারিত নকশা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি কাউন্সিলের লেইজার সার্ভিস (শরীরচর্চা/ক্রীড়া সুবিধাদি) ও নতুন বাড়ি নির্মাণে বৃহত্তর বিনিয়োগের অংশ, যা বরোজুড়ে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও আবাসন সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যমান সেন্টারটির জায়গায় একটি আধুনিক ও উচ্চমানের অবকাঠামো তৈরি করা হবে, যা সব বয়স ও সক্ষমতার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সহায়তার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নতুন কেন্দ্রটি ব্রিএম এক্সেলেন্ট মান অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এবং এতে থাকবেঃ ২৫ মিটার সুইমিং পুল, শিক্ষার্থীদের জন্য পুল, স্প্ল্যাশ প্যাড, খেলার মাঠ, ব্যাডমিন্টন কোর্টসহ স্পোর্টস হল, মহিলাদের জন্য আলাদা স্থানসহ ফিটনেস স্যুট, এবং ফিটনেস



স্টুডিও।

নতুন পুলটি বরোর চারটি বিদ্যমান পুলের সাথে যুক্ত হবে, যেখানে বাসিন্দারা বিনামূল্যে সাঁতার কাটতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে সকল মহিলা এবং ৫৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার, পাশাপাশি ৩৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষ এবং পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ফ্রি সেশন।

লেজার সেন্টারের পাশাপাশি এই প্রকল্পে ৩০টি নতুন কাউন্সিল-মালিকানাধীন বাড়ি নির্মিত হবে, যার বেশিরভাগই হবে পারিবারিক আকারের। এটি সাশ্রয়ী সামাজিক আবাসনের বরোর উচ্চ চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। তিনটি বাড়ি সম্পূর্ণ প্রবেশযোগ্য হবে, যা অতিরিক্ত চাহিদাসম্পন্ন বাসিন্দাদের সহায়তা করবে।

পুনর্নির্মানের মাধ্যমে আশেপাশের পাবলিক স্থানগুলিতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনা হবে, যার মধ্যে রয়েছে সেন্ট জর্জেস গার্ডেনসের উন্নয়ন। পরিকল্পনায় রয়েছে একটি নতুন খেলার মাঠ, বহুমুখী গেমস এরিয়া এবং উন্নত উন্মুক্ত স্থান।

সারা দেশে যেখানে লেজার সুবিধা হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে টাওয়ার হ্যামলেটস স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উন্নয়নকারী সেবাগুলিতে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। বিদ্যমান সুবিধাগুলিতে ৮ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার ফলে ২০,০০০-এরও বেশি সাঁতারের সদস্যপদসহ ৩০,০০০-এরও বেশি বি ওয়েল লেজার সদস্য হয়েছেন।কাউন্সিল ১৫০-এরও বেশি বাসিন্দাকে লাইফগার্ড হিসেবে যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করেছে এবং সেন্ট জর্জেসের পুনর্নির্মাণ প্রবেশাধিকার, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বিস্তৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিদ্যমান ভবন ভাঙার কাজ ২০২৬ সালের শরৎকালে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এবং ২০২৭ সালের শুরুতে নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন লেজার সেন্টার ও বাড়িগুলি ২০২৯ সালে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, একজন ঠিকাদার নিয়োগ এমন একটি স্থান তৈরির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা কেবল উচ্চমানের অবকাশ সুবিধায় প্রবেশাধিকার উন্নত করবে না বরং ৩০টি অতিপ্রয়োজনীয় নতুন বাড়িও সরবরাহ করবে। এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পটি দেখায় যে আমরা আমাদের বাসিন্দাদের বিস্তৃত চাহিদা পূরণে বরো জুড়ে স্থানগুলি কীভাবে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে পারি।

গিলডমোর গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনগিন এরটোসুন বলেছেন, এই প্রকল্পের জন্য লন্ডন বরো অব টাওয়ার হ্যামলেটস কর্তৃক নির্বাচিত হতে পেরে আমরা গর্বিত ও উৎসাহিত। এই প্রকল্পটি স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনে একটি বাস্তব ও স্থায়ী প্রভাব ফেলবে এবং আমরা সেই দায়িত্ব অনুভব করি। আমরা সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে সেন্ট জর্জেস আগামী প্রজন্মের জন্য স্থানীয় কমিউনিটিকে ভালোভাবে সেবা দেবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
42-4'24

Fast Removal


■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

Community Development Initiative
WOULD YOU LIKE TO REGISTER YOUR ORGANISATION AS A CHARITY
আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি রেজিষ্টার করতে চান?
আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন
07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN


SWF SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
"WE REPRESENT YOUR VOICE"
OUR SERVICES:
IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT

London Office: 19 Henrique Street Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office: 41A (First Floor), Queensway, Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR
www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk
Call US Today
020 80904780

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬: বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যে আসা শিক্ষার্থীরা শুধু একাডেমিক ক্ষেত্রেই নয়, নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও নিজেদের সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকার, কল্যাণ এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এই ধারাবাহিক সাফল্য তাঁদের নেতৃত্বগুণ ও সক্ষমতার স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরে মধ্যে অ্যাঙ্গলিয়া রাসকিন ইউনিভার্সিটির লন্ডন ক্যাম্পাস ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন নোয়াখালীর সন্তান নাঈম হাসান। ১ হাজার ৬২৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হওয়া নাঈম বর্তমানে আইন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তিনি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশবিষয়ক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত রয়েছেন।

ইউনিভার্সিটি অব দ্য ওয়েস্ট অব ইংল্যান্ড (ইউডব্লিউই) ব্রিস্টলের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট (এডুকেশন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন খাদিজা হোসেন অড়লা। প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর একাডেমিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী খাদিজা শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের অধিকার এবং আবাসন ও রেন্টার্স রাইটস ইস্যুতে কাজ করছেন।

ইউনিভার্সিটি ফর দ্য ক্রিয়েটিভ আর্টস (ইউসিএ)-এর এপসম ক্যাম্পাস স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কুষ্টিয়ার শায়েখ হাসান। ডিজিটাল মার্কেটিং বিভাগের এই শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সফল ভূমিকার কারণে টানা দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়েছেন।

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইরফান রহমান। কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ইরফান এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বর্তমানে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় কাজ করছেন।

ইউনিভার্সিটি অব গ্লস্টারশায়ার স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডাইভারসিটি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইফফাত জাহান। প্রায় এক দশক পর শিক্ষাজীবনে ফিরে এসে তিনি ৬৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর উদ্যোগে শিশু পরিচর্যাসুবিধা, মাতৃদুগ্ধ কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

রেভেন্সবর্ন ইউনিভার্সিটি লন্ডনের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রামের সন্তান রায়াস বিন নিজাম। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি বর্তমানে শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা, মতামত তুলে ধরা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছেন। বিশেষ করে নতুন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও দিকনির্দেশনায় তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

মোহাম্মদ আশরাফুল গালিব ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সোলেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্যাম্পাস পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছেন।

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট (এডুকেশন) এ বি এম রাহাত মুবাশশির ইতিহাসের সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে এবং প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থীর একাডেমিক প্রতিনিধিত্ব করছেন।

লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট রাজ্য মন্ডল। ৮৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত এই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের অধিকার, মানসিক স্বাস্থ্য এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন।



ঢাকা-ভিত্তিক এই কম্পিউটিং শিক্ষার্থী আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা এবং টিউশন ফিতে নমনীয়তা আনার মতো উদ্যোগে কাজ করছেন। ভবিষ্যতে তিনি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

গাজীপুরের টঙ্গীর সন্তান মোঃ সাইফ মোল্লা চঞ্চল গ্রীনিচ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। কম্পিউটার সায়েন্সের এই শিক্ষার্থী মানসিক স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকটিভিটিজ অ্যান্ড অপরচুনিটিজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নাহিদ বিনতে ইসলাম। টানা দুবার নির্বাচিত নাহিদ সহশিক্ষা কার্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছেন।

ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি লন্ডন স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন নাফি হাসান খান। অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই শিক্ষার্থী এর আগে বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বর্তমানে শিক্ষার্থী সম্পৃক্ততা ও ক্যাম্পাস উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

হাসিব লগ্গো নর্থ ওয়েলসের ব্যাঙ্গর বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই পদে নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশি এবং দ্বিতীয় এশীয় শিক্ষার্থী। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কল্যাণ এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন।

লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইকুইটি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার) সৌমিত্র পাল। নোয়াখালীর এই শিক্ষার্থী মানসিক স্বাস্থ্য, অ্যান্টিরেসিজম, অ্যান্টিহ্যারাসমেন্ট এবং নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করার বিষয়ে কাজ করছেন।

ইউনিভার্সিটি অব হার্টফোর্ডশায়ার স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জুবায়ের আহম্মেদ। প্রায় ৩৮ হাজার শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্বকারী এই পদে থেকে তিনি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করছেন।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসপেকস অফিসার ও বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন রংপুরের মুহতাসিম সাদাত নিবির। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি একাডেমিক অভিজ্ঞতা উন্নয়ন ও পরিবহনসেবার মানোন্নয়নে কাজ করেছেন। ওয়েলসের রেক্সহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের সন্তান হাফসা আজমারি ফারজু। তিনি 'সাসটেইনেবিলিটি চ্যাম্পিয়ন অব দ্য ইয়ার' পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার, সমতা ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছেন।

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ওয়েলফেয়ার) এম ইমাম হোসাইন টানা দুবার সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের কল্যাণ, সহায়তা ও সংকট মোকাবিলায় তাঁর ভূমিকা ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

নাঈম হাসান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নেতৃত্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চাই। আমি সমতা, ন্যায়বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে একটি সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখি। পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই, বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী রেখে যেতে চাই।'





বেনজীরদের উত্থানের প্রেক্ষাপট যেন বদলায়

হাসান মামুন

আওয়ামী লীগ শাসনামলের ক্ষমতাধর পুলিশ কর্মকর্তা বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল সেই আমলেই। সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে প্রতিবেদন হলে নড়েচড়ে বসে সরকার। দুদকে তদন্তও শুরু হয়। এরই মধ্যে অবশ্য তিনি দেশ ছাড়েন বিমানবন্দর দিয়ে। সিসিটিভি ফুটেজে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে দেখা যায় তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে। যদিও ততদিনে বেনজীর আইজিপি পদ থেকে অবসরে।

র‍্যাবপ্রধান থাকাকালেও তিনি নানা অপঘটনায় আলোচিত হন। অপহরণ, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্বদানের অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর আগে ডিএমপি কমিশনার থাকাকালে অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগে শাপলা চত্বরের জমায়েত ভেঙে দেওয়া এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়ার বাসভবনের সামনে বালুর ট্রাক রেখে অবরোধ সৃষ্টির ঘটনায়ও তাঁর নাম আসে। ক্ষমতার অপব্যবহার তীব্র হয়ে ওঠায় পুলিশের যেসব কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আসে; বেনজীর ছিলেন তাদের একজন। ততদিনে অবশ্য তিনি হয়ে গিয়েছিলেন পুলিশপ্রধান।

বেনজীর আহমেদ সপরিবারে দেশ ছাড়ার কিছু দিনের মধ্যেই কোটা সংস্কার আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনের দিকে যায়। তখন যিনি আইজিপি ছিলেন, তিনি ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত। চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন অবশ্য রাজসাক্ষী হয়ে গুরুদণ্ড এড়িয়েছেন। এর মধ্যে খবর এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বেনজীর আহমেদ গ্রেপ্তার হওয়ার। দুদকের মামলায় তাঁর নামে 'রেড নোটিশ' জারি হয়েছিল ইন্টারপোলের সহায়তায়। এর ভিত্তিতেই দুবাই পুলিশ বেনজীরকে গ্রেপ্তার করেছে।

সরকার স্বভাবতই চাইতে পারে বিধিবদ্ধ উপায়ে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারে সোপর্দ করতে। বেনজীরের বিরুদ্ধে অভিযোগের যেন শেষ নেই। মঙ্গলবারের সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তাঁর নামে এ পর্যন্ত দায়ের ৩৩টি মামলার কথা জানা যায়। তবে তাঁকে দুবাই থেকে আনতে সুনির্দিষ্ট কিছু মামলার নথিপত্রই প্রস্তুত করে পাঠানো হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের দিতে হবে দক্ষতার পরীক্ষা।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তি হয় আওয়ামী লীগ শাসনামলেই। বেনজীর সেখানেই গ্রেপ্তার হওয়ায় আশা জেগেছে, ওই চুক্তির বলে তাঁকে সহজে দেশে আনা যাবে। জনশক্তি রপ্তানি, জ্বালানি আমদানিসহ আমিরাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো। সুসম্পর্ক থাকলে অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি ছাড়াও অপরাধী বলে অভিযুক্তদের হস্তান্তর করা হয়ে থাকে। আবার তেমন চুক্তি থাকলেও এমনকি দণ্ডিতদের হস্তান্তরে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতোমধ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দণ্ডিত হলেও এবং সরকার তাদের ফেরত চাইলেও ভারত সাড়া দিচ্ছে না। ভারতের সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশের বন্দি বিনিময় চুক্তি রয়েছে। এর আওতায় একাধিক ব্যক্তিকে পরস্পরের কাছে হস্তান্তরের দৃষ্টান্তও আছে। এ অবস্থায় আমিরাতের সঙ্গে চুক্তির উপস্থিতিসহ স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকায় আশা করা হচ্ছে, বেনজীরকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বেগ পেতে হবে না। তাঁর নামে দায়ের কোনো মামলায় এখনও দণ্ড না হওয়া এ ক্ষেত্রে বাধা হবে না বলে মত রয়েছে। এ নিয়ে বাড়তি মন্তব্য না করে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখাটাই বোধ হয় ভালো।

বেনজীর আহমেদসহ কিছু পুলিশ কর্মকর্তা কীভাবে এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, সেটা ছিল অনেকটা 'ওপেন সিক্রেট'। তবে জানলেও এ বিষয়ে খবর প্রকাশ করা কঠিন ছিল সংবাদকর্মীদের পক্ষে। তাদের কাজের স্বাধীনতা এ কারণেই প্রয়োজন। সেটা থাকলে খবর প্রকাশের ভয়েও ক্ষমতার অপব্যবহারে অনুৎসাহী দেখা যেত বেনজীরের মতো কর্মকর্তাদের। 'কর্মকর্তা' বলে অবশ্য কিছু লেখা নেই; সবাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। বেনজীর ও সমগোত্রীয়রা সেটা বিস্মৃত হয়েছিলেন তৎকালীন রাজনৈতিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তৈরিতে ডিএমপি কমিশনার হিসেবে তাঁর ভূমিকার কথা রয়েছে নিবন্ধের শুরুতেই। আর ২০১৮ সালের রাতের ভোটের সময় তিনি ছিলেন র‍্যাবপ্রধান। সরকারের একান্ত অনুগত হিসেবে তাঁকে আঙুল নাচিয়ে প্রতিপক্ষকে হুমকি দিয়ে বক্তব্য রাখতে দেখা গিয়েছিল খোদ পুলিশের অনুষ্ঠানে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিষেধাজ্ঞা আসার পরও সরকার তাঁকে থামায়নি। অবশ্য শোনা যায়, গোপালগঞ্জ থেকে উঠে আসা বেনজীর ওই জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকের জমিজমা জোরপূর্বক কিনে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রভাবশালী দেশের দূতাবাস থেকে অভিযোগ আসে। তখন তাঁর আঙুল না কেটে নখ কেটে ফেলার জন্য শুরু করা হয় দুদকের তদন্ত। এরই মধ্যে অন্য এক পক্ষ তাঁকে সপরিবারে দেশত্যাগের সুযোগ করে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

শেখ হাসিনার সরকার ক্রমে জনবিচ্ছিন্ন হয়েও যাদের সহায়তায় টিকে ছিল এবং এর আগে যাদের ক্ষমতাধর হয়ে উঠতে দিয়েছিল, তাদেরই একজন বেনজীর আহমেদ। এদের দাপটে জনপ্রশাসনের নিয়ম মেনে চলা মানুষজন অসহায় হয়ে পড়েছিল বলেও শোনা যায়। বিশেষত পুলিশ প্রশাসন খুবই অজনপ্রিয় হয়ে ওঠে এসব কর্মকর্তার ভূমিকার কারণে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তারা মুখোমুখি হয় ছাত্র-তরুণসহ জনগণের বিরাট অংশের। ঘটে নজিরবিহীন রক্তক্ষয়। পা□া আঘাতে পুলিশ হত্যা এবং থানা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। সরকারের সঙ্গে পুলিশকেও কার্যত পালিয়ে যেতে হয়। দেশের জন্য ঘটনাটি ছিল একই সঙ্গে বিপর্যয়কর ও লজ্জাজনক।

নির্বাচিত সরকার আসার পরও ভেঙে পড়া পুলিশকে পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি। একটা সময় পর্যন্ত তাদের পাহারা দিয়ে রাখতে হয়েছিল সেনাবাহিনীকে। বেনজীরদের অপব্যবহার করে বাড়তে দেওয়ার পরিণতি দেশের জন্য কতটা বিপজ্জনক হয়েছে, সেটা বলতেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। বিচারের জন্য তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা জরুরি বৈ কি। তাঁকে প্রশ্রয়দানকারী রাজনীতিকদেরও ফিরিয়ে এনে বিচারে সোপর্দ করা জরুরি।

গুম-খুনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাগুলো এখনও পুরোপুরি সচল হয়নি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে। অধিকাংশই তদন্তের পর্যায়ে। তাঁর নামে আর্থিক অপরাধের মামলাগুলোও কম গুরুতর নয়; স্বভাবতই অর্থ পাচারের অভিযোগও রয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে কত বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াও কঠিন। রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও প্রশাসকদের একটি অশুভ চক্র এতে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। এর কতটা ফেরত আনা যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে খোদ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে। এ বিষয়ে গোটা দুনিয়ার অভিজ্ঞতাই খারাপ। এ জন্য দায়ীদের দণ্ডিত করা বরং কিছুটা সহজ। আর অপরাধ ফৌজদারি কিংবা আর্থিক যেটাই হোক; নিষপত্তি হতে হবে বিচারিক প্রক্রিয়ায়। দেশে আইনের শাসন জোরদারের পাশাপাশি বেনজীরের মতো ব্যক্তিদের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যও এটা জরুরি। বেনজীর হওয়ার ইচ্ছা যেন আর কারও মনে না জাগে–সে লক্ষ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার না হলে অবশ্য বেনজীরের মতো লোকজনের পুনরুত্থান অসম্ভব নয়। দেশে দেশে বারবার এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে জনগণকে। প্রশাসনসহ রাষ্ট্রের সবখানে জবাবদিহির সংস্কৃতি থাকলে বেনজীরদের উত্থান তো সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য অর্জনে মুক্ত সংবাদমাধ্যম আর স্বাধীন বিচার বিভাগও নিশ্চিত করতে হবে। আমরা অবশ্যই যেতে চাই বেনজীরদের উত্থান ও দাপটের কালপর্ব থেকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকার ও প্রশাসনের কাছে। হাসান মামুন: সাংবাদিক, কলাম লেখক

ALAM PROPERTY
MAINTENANCE LTD



ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service

- Plumbing-Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Central Heating Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates
- Architectural Design & Planning
- Lights-Switches-Sockets Fixtures
- Loft-Extension & Carpentry
- Painting-Decorating
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tilling
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Sink-Drain Unblocking
- Gas & Electric Certificates








07957148101 E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

চুরির অভিযোগে যুবককে প্রকাশ্য লাইভে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে মারধর

সিলেট প্রতিনিধি, ১৯ জুন ২০২৬: সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় চুরির অভিযোগে আটক এক যুবককে ফেসবুক লাইভে মারধরের ঘটনা ভাইরাল হওয়ার পর আইনি সমালোচনার মুখে পড়েছেন স্থানীয় এক ইউপি সদস্য। গত ১৩ জুন শনিবার রাতে ফেঞ্চুগঞ্জ



উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ছত্রিশ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। চুরির অভিযোগে আটক যুবককে প্রকাশ্য লাইভে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে মারধর ও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য মোঃ জয়নাল আহমদকে থানায় তলব করেছেন সংশ্লিষ্ট থানার ওসি।

স্থানীয় বাসিন্দা ও ভাইরাল ভিডিও সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি এলাকায় চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ায় শনিবার রাতে এক যুবককে চুরির অভিযোগে আটক করে এলাকাবাসী ইউপি সদস্যের কাছে নিয়ে যায়। পরে গভীর রাতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তি দেওয়ার ঘটনাটি ফেসবুক লাইভে প্রচার করা হয়।

ভিডিওতে ইউপি সদস্য জয়নাল আহমদকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে শোনা যায়, 'চোরদের পুলিশে দিলে দু-চার দিন পর জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও একই কাজ করে এবং চোরদের উৎপাতে এলাকার মান-সম্মান নষ্ট হচ্ছে।'

একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'আমার ফাঁসি হলে হবে, পদবি গেলে যাবে কিন্তু এই গ্রাম ঠিক করে ফেলব, চোরদের চুরি ছেড়ে দিতে হবে।'

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য মো. জয়নাল আহমদ জানান, বারবার থানায় অভিযোগ দিয়েও সুষ্ঠু বিচার না পাওয়ায় এবং এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হওয়ায় মুরব্বিদের নিয়ে অভিযুক্তদের ডেকে সতর্ক করা হয়েছে।

তিনি দাবি করেন, এলাকায় ১০ জনের একটি সক্রিয় চোর চক্র দীর্ঘদিন ধরে পানির মোটর, এসি, তার, গরু-ছাগল, নগদ টাকা ও মসজিদের মাইকসহ বিভিন্ন মালামাল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি মাদক ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত রয়েছে। অপরাধের পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। তবে সর্বশেষ ফেসবুক লাইভে এসে মারধরের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

স্বীকৃতি পাচ্ছে সিলেটের 'বেওয়ারিশ' ২৫০ শয্যার হাসপাতাল

সিলেট ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬: অবশেষে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে চালুর পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে বহুল আলোচিত ২৫০ শয্যার 'বেওয়ারিশ' জেলা হাসপাতাল। ফলে সিলেটবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে হাসপাতালটি।

বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে হাসপাতালটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন মেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার স্ট্যাটাসে উল্লেখ করেন, এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষ আধুনিক চিকিৎসাসেবার অধিকতর সুযোগ পাবে। গত সোমবারের স্ট্যাটাসে তিনি সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের এ উদ্যোগের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে ৬ দশমিক ৯৮ একর জমির ওপর শতবর্ষের পুরনো আবু সিনা ছাত্রাবাস ভেঙে এই হাসপাতালের নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে কাজ শুরু হয়ে ২০২৩ সালে আনুমানিক ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এর আটতলা ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয়। তবে ভবন নির্মাণ শেষ হলেও এটি সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নাকি সিভিল সার্জন অফিস পরিচালনা করবে এ নিয়ে রশি টানাটানি শুরু হয়। এ নিয়ে গত ৩ বছর ধরে কোনো কর্তৃপক্ষ ছাড়া 'বেওয়ারিশ' ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এই আধুনিক স্থাপনাটি। কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান এটি পরিচালনায় আগ্রহী না হওয়ায় জনবল নিয়োগ ও লজিস্টিক সাপোর্ট নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

পরবর্তীতে সিলেটে যোগদানের পরপরই জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম হাসপাতালটি সচল করতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান। বাণিজ্যমন্ত্রী



খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এটি চালুর বিষয়ে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। গত ২০ এপ্রিল তিনি হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত চালুর উদ্যোগ নেন।

এছাড়া গত ৩১ মে সিলেটের এক অনুষ্ঠানে হাসপাতালটি শিগগিরই পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর ঘোষণা দেন মন্ত্রী। পাশাপাশি সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরও ১ হাজার ২০০ শয্যার একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানান। এর আগে গত ২ মে সিলেট সফরকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও দ্রুততম সময়ের মধ্যে হাসপাতালটি চালুর আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সিলেট গণপূর্ত বিভাগের বিভাগীয় নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু জাফর জানান, হাসপাতালের নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ। বর্তমানে পরিচ্ছন্নতাসহ আনুষঙ্গিক সামান্য কিছু কাজ বাকি রয়েছে; যা মাসখানেকের ভেতরে শেষ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হ্যান্ডওভার করা সম্ভব। অত্যাধুনিক এ ভবনের বেজমেন্টে কার পার্কিং, প্রথম তলায় টিকিট কাউন্টার ও ওয়েটিং রুম, দ্বিতীয় তলায় আউটডোর ও কনসালট্যান্ট চেম্বার, তৃতীয় তলায় ডায়াগনস্টিক, চতুর্থ তলায় কার্ডিয়ার্ক ও জেনারেল ওটিসহ ১৯টি আইসিইউ ও ৯টি সিসিইউ বেড, পঞ্চম তলায় গাইনি, অর্থোপেডিক্স ও ইএনটি বিভাগ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম তলায় ৪০টি কেবিন ও সাধারণ ওয়ার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী ও সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিইউকে) প্রশাসক রেজাউল হাসান কয়েস লোদী জানান, বিগত সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ ছাড়া করা এই অপরিকল্পিত বিলডিং অবশেষে বাণিজ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়'-এর তত্ত্বাবধানে চালুর অনুমোদন পেয়েছে। শিগগিরই জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে এটি দ্রুত চালু করে সিলেটের স্বাস্থ্যসেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা হবে।

ভঙ্গুর অর্থনীতির ঘাড়ে উচ্চাভিলাষী বাজেট: ফয়জুল করিম

সিলেট প্রতিনিধি, ১৯ জুন ২০২৬: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম বলেছেন, এটা ভঙ্গুর অর্থনীতির ঘাড়ে উচ্চাভিলাষী বাজেট। সরকার ঘোষিত ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার নতুন বাজেটকে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং বর্তমান ভঙ্গুর অর্থনীতির জন্য অকল্যাণকর বলে কঠোর সমালোচনা করেছেন। গত ১১ জুন বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় সিলেট নগরীর সারদা হলে জেলা ও মহানগর ইসলামী আন্দোলন আয়োজিত দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সমালোচনা করেন। ফয়জুল করিম বলেন, ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকার এই বিশাল ঘাটতি বাজেট পূরণে সরকারকে বছরজুড়ে দেশি-বিদেশি খাত থেকে চড়া সুদে



ঋণ নিতে হবে, যা বিপর্যস্ত ব্যাংক খাত ও সাধারণ মানুষের ওপর ঋণের বোঝা আরও ভারি করবে।

সম্মেলনে শায়েখে চরমোনাই দেশের চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দেশে খুন, গুম, ধর্ষণ, অপহরণ, ছিনতাই ও ব্ল্যাকমেইলিংয়ের ঘটনা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

শিশু রামিসা ও সিলেটের ৪ বছরের শিশু ফাহিমাকে নির্মমভাবে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ ও চারিত্রিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ছাড়া এই ধরনের জঘন্য অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব নয়।

সীমান্তে পুশইন ও সীমান্ত উত্তেজনাকে সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ আখ্যা দিয়ে তিনি সীমান্ত হত্যা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢোল-তবলা ও নাচ শেখানোর চেষ্টা বন্ধ না করলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

প্রধানমন্ত্রীর শ্বশুরবাড়িতে টাউন সাব-পোস্ট অফিস কার্যক্রম পুনরায় শুরু



সিলেট প্রতিনিধি, ১৯ জুন ২০২৬: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শ্বশুরবাড়িতে ডাকঘরের (টাউন সাব-পোস্ট অফিস) কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে। গত মঙ্গলবার (৯ জুন) এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সিলেট বিভাগীয় প্রধান ডাকঘরের ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল (ডিপিএমজি) সুজিত চক্রবর্তী। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের নিকটজন, ডাক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। 'বিরাহিমপুর ডাকঘর' নামক এই সাব-পোস্ট অফিসের নবায়িত কার্যক্রম উদ্বোধন করেন অতিথিরা।

এর আগে সিলেট প্রধান ডাকঘরের সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল কাম পোস্টমাস্টার মো. আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে এবং পোস্ট অফিস পরিদর্শক (শহর) রুনু চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডিপিএমজি সুজিত চক্রবর্তী।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন 'খান বাহাদুর ডা. আছদ্দর আলী ওয়াকফ স্টেট'-এর মুতাওয়াল্লি বাবর আলী খান, বিশিষ্ট সমাজসেবক আসাদ উদ্দিন, সিলেট প্রধান ডাকঘরের এপিএম লিপ্টন রঞ্জন রায় এবং এপিএম মুজিবুর রহমান খান পাঠান। সভা শুরুর আগে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন স্থানীয় মসজিদের খতিব ও ইমাম মাওলানা আনোয়ার হোসেন। গীতা পাঠ করেন ডাক বিভাগের কর্মকর্তা চুমকি রানী তালুকদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিলেট প্রধান ডাকঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, 'বিরাহিমপুর ডাকঘর'-এর পোস্টমাস্টার এবং স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্মানিত শ্বশুর মরহুম রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের দাদা মরহুম খান বাহাদুর ডা. আছদ্দর আলী জীবদ্দশায় তার এই বাড়িতে ডাক বিভাগের জন্য ১৬ শতক জমি দান করেন।

সাবেক এমপি ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীর ইন্তেকাল

সিলেট প্রতিনিধি, ১৯ জুন ২০২৬: সিলেট-৫ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী আর নেই। গত শুক্রবার (১২ জুন) রাত দেড়টার দিকে সিলেট ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার মৃত্যু হয়। ফরিদ উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানারকম জটিল রোগে ভুগছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দুদিন থেকে তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন বলে জানা গেছে।

ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী জামায়াতে ইসলামীর সিলেট জেলার সাবেক আমির ও সাবেক কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য। বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরীর শ্বশুর তিনি। সিলেটসহ কানাইঘাটের তালবাড়িতে একাধিক জানাজার নামাজ শেষে তাকে গ্রামের বাড়ির কবরস্থানে সমাহিত করা হবে।

মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী সিলেট নগরে বিভিন্ন শিক্ষা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলার কাজ করেন। নগরের আলহামরা শপিং সিটির অন্যতম উদ্যোক্তা তিনি। এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন ফরিদ উদ্দিন।

আশির দশকে ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে সিলেটে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় জামেয়া ইসলামিয়া মিরাবাজার উচ্চ বিদ্যালয়। তিনি এই জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। দি সিলেট ইসলামিক সোসাইটি, জামেয়া



ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা পাঠানটুলা, আল আমিন জামেয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন তিনি।

আনজুমানে খেদমতে কুরআন নামক সামাজিক সংস্থা গঠনেরও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২০০১ সালে সিলেট-৫ জকিগঞ্জ কানাইঘাট আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের তালবাড়ি গ্রামে তার জন্ম। তিনি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল ও সিলেট এমসি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রসংঘের সিলেট জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী।

ফাঁস করে দিলো ইসরাইলি গণমাধ্যম

ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি চুক্তিতে কী আছে?



ঢাকা, ১৭ জুন : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান ৬০ দিনের একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এই চুক্তিতে কি কি শর্ত ও ধারা আছে সেটি দেশ দুটি প্রকাশ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর ক্ষোভে ফুঁসছে ইসরাইল। এরই মধ্যে ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২ এই চুক্তির ১২টি ধারা বা শর্ত প্রকাশ করেছে।

শর্তগুলো হলো–

১. ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্ররা লেবাননসহ সব জায়গায় সব ধরনের বৈরী বা শত্রুতামূলক আচরণ বন্ধ করবে।

২. ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি বা তা সংগ্রহ না করার ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

৩. ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত সরিয়ে ফেলার বিষয়টি সমাধান করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একমত হয়েছে।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এবং ইরানের পারমাণবিক চাহিদার বিষয়ে আলোচনা করবে।

৫. যতদিন আলোচনা চলবে, ততদিন ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচিতে বর্তমান পরিস্থিতি (স্ট্যাটাস কু) বজায় রাখবে।

৬. চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৌ-অবরোধ তুলে নেবে, নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা দেবে না এবং এই অঞ্চলে তাদের সামরিক শক্তি আর বাড়াবে না।

৭. ইরান আগামী ৬০ দিনের জন্য হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর বিনামূল্যে ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৮. এই সমঝোতা স্মারকটি বাস্তবায়িত হওয়া মাত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটকে রাখা ইরানি অর্থ বা সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

৯. যদি একটি চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সেনা প্রত্যাহার করে নেবে এবং ইরানের ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করবে।

যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া ইসরায়েলের অস্তিত্ব থাকতো না: ট্রাম্প

ঢাকা, ১৭ জুন : ফ্রান্সের এভিয়ান-লে-বেইনস শহরে চলমান জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কঠোর সমালোচনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প দাবি করেছেন যে তিনি নিজে না থাকলে বর্তমান পৃথিবীতে ইসরায়েলের কোনো অস্তিত্বই থাকত না।

ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়াকরণকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই তেল আবিবের ওপর ওয়াশিংটনের ক্ষোভ বাড়ছিল এবং রোববার (১৪ জুন) সেই চুক্তিটি চূড়ান্ত হওয়ার পর এই দুই মিত্র দেশের মধ্যকার ফাটল এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশগুলোর এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে আয়োজিত এক যৌথ বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি নিয়ে কথা বলার সময় এই মন্তব্য করেন। ট্রাম্প স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া ইসরায়েলের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। আমাকে ছাড়া ইসরায়েলের কোনো অস্তিত্ব থাকত না, কারণ অন্য কোনো প্রেসিডেন্ট আমি যা করেছি তা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।'

নিজের রাজনৈতিক ও সামরিক অবদানের কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প আরও দাবি করেন যে, 'আমি যদি এই প্রক্রিয়ায় জড়িত না হতাম, তবে অনেক আগেই ইসরায়েল বোমা বিস্ফোরণে উড়ে যেত।'



তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কোনো ব্যক্তিগত দূরত্ব বা অসন্তোষ রয়েছে কি না তা অস্বীকার করে ট্রাম্প জানান যে নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার এখনো একটি চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি লেবাননে সাম্প্রতিক ইসরায়েলি বিমান হামলার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে সেখানে অনেক বেশি সাধারণ বেসামরিক নাগরিক নিহত হচ্ছেন।

লেবাননের একটি সুনির্দিষ্ট কিন্তু নাম প্রকাশ না করা ইসরায়েলি হামলার দৃশ্য উল্লেখ করে ট্রাম্প ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, 'আমি সেই হামলাটি দেখেছি, আমি দেখেছি বোমাটি কোথায় আঘাত করেছে। ওটা অত্যন্ত নৃশংস ছিল।' এর পাশাপাশি তিনি লেবানন সীমান্তে সামরিক তৎপরতা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি সংকেত দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী যৌথভাবে ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দেশটির ওপর চর্তুমুখী বিমান হামলা শুরু করেছিল। তবে দীর্ঘ সংঘাতের পর গত রবিবার ওয়াশিংটন তেহরানের সঙ্গে একটি স্বাধীন শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করায় এখন ইসরায়েলের সামরিক অবস্থানের সঙ্গে আমেরিকার এক ধরনের প্রকাশ্য দূরত্ব তৈরি হচ্ছে।

ইরান চুক্তি মার্কিনিদের জন্য লাভজনক:

ঢাকা, ১৬ জুন : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে হওয়া সমঝোতা চুক্তিকে 'চমৎকার শান্তি চুক্তি' বলে অভিহিত করেছেন করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। সেইসঙ্গে এটিকে আমেরিকান জনগণের জন্য 'উভয় পক্ষের লাভজনক (উইন-উইন) সমঝোতা' বলে উল্লেখ করেন তিনি। খবর মিডল ইস্ট আইয়ের।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া একটি ভিডিও বার্তায় ভ্যান্স বলেন, এই চুক্তির ফলে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি

দ্রুতই আবার স্বাভাবিকভাবে চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

তিনি আরও দাবি করেন, একইসঙ্গে এই চুক্তি নিশ্চিত করবে যে ইরান কখনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না।

যুক্তরাষ্ট্র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে: ট্রাম্প

ভ্যান্স বলেন, ইরান যদি চুক্তির শর্তগুলো মেনে চলে, তাহলে দেশটির জন্য বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

তার ভাষায়, 'যদি ইরান দীর্ঘমেয়াদে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি পুনর্গঠন না করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, তাহলে তাদের বিশ্ব অর্থনীতিতে স্বাগত জানানো হবে।' তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু তারা যদি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাহলে এমন কর্মসূচি আবার গড়ে তোলার মতো অর্থনৈতিক সক্ষমতা তাদের থাকবে না।'

লেবাননে ইসরাইলি হামলায় নিহত ৪, কঠোর হুঁশিয়ারি ইরানের

ঢাকা, ১৭ জুন : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি চক্তি ঘোষণার পরও লেবাননে থামছে না ইসরাইলি হামলা। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে নতুন করে একাধিক ড্রোন হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। এতে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইরান ইসরাইলকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বলেছে, দক্ষিণ লেবাননে হামলা বন্ধ না করলে ইসরাইলকে কঠোর জবাব দেবে ইরান।

আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতি ও শান্তি আলোচনা চলার মধ্যেই লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের নাবাতিয়েহ গভর্নরেটে একাধিক ইসরাইলি হামলায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। লেবাননের জাতীয় বার্তাসংস্থা (এনএনএ) এ তথ্য জানিয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ জুন) মাইফাদুন এলাকায় দুটি গাড়ি লক্ষ্য করে পৃথক ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে। একই সময়ে শৌকিন গ্রামেও আরেকটি গাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘ ও নাজুক আলোচনার পুরো সময়জুড়ে ইরানি কর্মকর্তারা বারবার বলে আসছিলেন, যে কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে লেবাননে ইসরাইলি হামলা বন্ধ করতে হবে।

যদিও সমঝোতা স্মারকের (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং)



বিস্তারিত ও চূড়ান্ত বিবরণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবে সংঘাতে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ গত সোমবার বলেছেন, ওই চুক্তিতে 'লেবাননসহ সব ফ্রন্টে' সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচিও মঙ্গলবার বলেন, দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলের অব্যাহত দখলদারিত্ব ওই চুক্তির লঙ্ঘন হবে। তিনি বলেন, 'এই যুদ্ধে দখল করা এলাকা থেকে ইসরাইলি বাহিনী প্রত্যাহার না হলে যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয়েছে বলা যাবে না।'

ইরানের শীর্ষ যৌথ সামরিক কমান্ড খাতাম আল-আম্বিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্সও সতর্ক করেছে, দক্ষিণ লেবাননে হামলা বন্ধ না করলে ইসরাইলকে ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর কঠোর প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে।

এদিকে লেবাননের পার্লামেন্ট স্পিকার নাবিহ বেরির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ইরানের প্রধান আলোচক মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। লেবাননে যুদ্ধ বন্ধ করতে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা বন্ধ করতে এবং দখল করা লেবাননের ভূখণ্ড থেকে সেনা প্রত্যাহারে ইসরাইলকে বাধ্য করছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সমঝোতার ঘোষণা আসার পরপরই ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলের দখলদারিত্ব অব্যাহত থাকবে। বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ বলেছে, ইরান তাদের আশ্বস্ত করেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরবর্তী দফার আলোচনায় তেহরান লেবানন থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করবে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২ মার্চ পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে লেবাননে ইসরাইলি হামলায় অন্তত তিন হাজার ৮২৬ জন নিহত এবং ১১ হাজার ৮৫১ জন আহত হয়েছেন বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

সঞ্জয় রাউতের বিস্ফোরক পোস্ট

১৫ কোটি রুপি ও প্রাইভেট জেটে এমপি 'বিক্রি' হচ্ছে ভারতে

ঢাকা, ১৭ জুন : মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে ২০২২ সালের সেই ঐতিহাসিক শিবসেনা ভাঙনের স্মৃতি আবারও ফিরে আসার জোরালো গুঞ্জন শুরু হয়েছে। উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা (ইউবিটি) শিবিরে আবারও বড় ধরনের ফাটল ধরার জল্পনার মাঝেই, দলটির রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় রাউত সংসদ সদস্য 'কেনাবেচা' নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর ও বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন।

মঙ্গলবার (১৬ জুন) সঞ্জয় রাউত অভিযোগ করেন যে, উদ্ধব শিবিরের সংসদ সদস্যদের দলবদল করানোর জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা ছিটানো হচ্ছে। সামাজিক



যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি পোস্টে তিনি লেখেন, 'মহারাষ্ট্রের সংসদ সদস্যদের কিনতে... আজ রাতে প্রত্যেককে ১৫ কোটি রুপি করে অগ্রিম দেওয়া হচ্ছে। এই তথ্য অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং ঘৃণ্য!' অবশ্য একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, এই মুহূর্তে দলের ওপর বড় কোনো বিপদ নেই এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা তাদের রয়েছে। দিল্লিতে তার আকস্মিক উপস্থিতির সঙ্গে সংসদ সদস্যদের দলচ্যুতির কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান তিনি।

বুধবার (১৭ জুন) সকালে সঞ্জয় রাউত আরেকটি বিস্ফোরক দাবি করে বলেন, নান্দেদ বিমানবন্দর থেকে শিবসেনার (ইউবিটি) দুজন সংসদ সদস্যকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ চার্টার্ড বিমান পাঠানো হয়েছিল। বিদ্রোহী সংসদ সদস্যদের তীব্র কটাক্ষ করে তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'যাদের একসময় রিকশায় চড়ারও সামর্থ্য ছিল না, আজ ঠাকরে নামের কল্যাণে তারা প্রাইভেট জেটে ঘোরার মতো দামী হয়ে উঠেছে। প্রতিটি বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে।'

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

ঈমান নবায়ন করার উপায়



শায়খ আবদুল কাইয়ুম

আমরা অনেক সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে যাই- ঈমান সবসময় একই অবস্থায় থাকে না। কখনো তা শক্তিশালী হয়, কখনো দুর্বল হয়। কখনো হৃদয়ে ঈমানের শক্তি ও প্রশান্তি অনুভূত হয়, আবার কখনো তা অনেক কমে যায়।

রাসূল (সা:) বলেছেন, মানুষের ঈমানও কাপড়ের মতো ধীরে ধীরে পুরোনো হয়ে যায়। তাই আল্লাহর কাছে ঈমান নবায়নের জন্য দোয়া করতে হবে । কাপড় যেমন একদিনে পুরোনো হয়ে যায় না, ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়, তেমনি হৃদয়ের ঈমানও যত্ন না নিলে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে।

তবে ঈমানের দুর্বলতা মানেই মুনাফিক হওয়া নয়। এটি মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঈমানের প্রতি উদাসীনতা খুবই বিপজ্জনক।

এ বিষয়ে সাহাবি হানযালা (রাঃ)-এর একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে । তিনি একদিন চিন্তিত হয়ে বললেন, "আমি কি মুনাফিক হয়ে গেছি?" কারণ তিনি যখন রাসূল (সাঃ) এর কাছে থাকতেন এবং জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা শুনতেন, তখন তাঁর ঈমান অনেক বেড়ে যেত । কিন্তু ঘরে ফিরে স্ত্রী-সন্তান ও দুনিয়ার কাজকর্মে ব্যস্ত হলে সেই অনুভূতি আগের মতো থাকত না।

আবু বকর (রাঃ) বললেন, তিনিও একই অনুভূতি পান। তখন তাঁরা দু'জন রাসূল (সাঃ) এর কাছে গেলেন। রাসুল (সাঃ) তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন, এটা মুনাফিকি নয়। মানুষ হিসেবে আমাদের পরিবার, কাজ, জীবিকা ও অন্যান্য দায়িত্ব রয়েছে। ইসলাম আমাদের দুনিয়া ছেড়ে দিতে বলে না; বরং প্রতিটি বিষয়ের জন্য যথাযথ সময় দিতে শিক্ষা দেয়-ইবাদতের সময়, পরিবারের সময়, কাজের সময় এবং বিশ্রামের সময়।

কিন্তু বাস্তবে আমরা অনেক সময় এই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি না। কাজ, ব্যবসা, পরিবার, মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং নানা ব্যস্ততা আমাদের হৃদয়কে দখল করে নেয়। ফলে কুরআনের সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়, আল্লাহর স্মরণ কমে যায়, এমনকি কখনো কখনো নামাজেও অবহেলা দেখা দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "না, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের হৃদয়ের ওপর মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"

(সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩:১৪)। পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে । রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কেউ পাপ করলে তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। বারবার পাপ করতে থাকলে সেই দাগ বাড়তে থাকে এবং হৃদয় কঠিন হয়ে যায় । ফলে ঈমান দুর্বল হতে থাকে।

ঈমান দুর্বল হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি । চাকরি, ব্যবসা, পড়াশোনা বা সংসারের দায়িত্ব খারাপ নয়। কিন্তু যখন এসব বিষয় পুরো হৃদয়কে দখল করে নেয়, তখন ঈমানের শক্তি কমে যায় । আমরা তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়ি, সুন্নাত নামাজ ছেড়ে দিই, সকাল-সন্ধ্যার যিকিরের সময় পাই না; অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল, হোয়াটসঅ্যাপ বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কাটিয়ে দিই। তখন আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত-আমার হৃদয়ের কী অবস্থা?

ঈমান নবায়ন করার উপায়

১. কুরআনের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: "প্রকৃত মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, আর যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (সূরা আল-আনফাল, ৮:২)

কুরআন হৃদয়কে জীবিত করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে। প্রতিদিন অল্প সময় হলেও কুরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা ঈমানকে শক্তিশালী করে।

২. নামাজের যত্ন নেওয়া। আল্লাহ বলেন: "আমার স্মরণের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠা করো।"

(সূরা ত্বা-হা, ২০:১৪)। নামাজ শুধু একটি ফরজ কর্তব্য নয়; এটি আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যম । নামাজ মানুষকে বারবার আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন: "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

(সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫)। নিয়মিত ও মনোযোগী নামাজ মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং ঈমানকে শক্তিশালী করে ।

৩. ভালো মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম ও চরিত্রের অনুসারী হয় । তাই কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছি, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন । নেককার মানুষের সঙ্গ আমাদের ভালো কাজের দিকে উৎসাহিত করে।

৪. দ্বীনি জ্ঞান ও নসীহতের মজলিসে অংশ নেওয়া। আল্লাহ বলেন "উপদেশ দাও, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকার করে । (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৫)। মসজিদে যাওয়া, জামাতে নামাজ পড়া, দ্বীনি আলোচনা শোনা এবং আলেমদের সান্নিধ্যে থাকা ঈমানকে সতেজ রাখে।

৫. বেশি বেশি দোয়া করা: আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে ঈমান দৃঢ় রাখার জন্য দোয়া করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা আমার পথে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখিয়ে দিই। (সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৬৯)। এ আয়াত আমাদের আশাবাদী করে। কেউ যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন ও সঠিক পথ দেখান।

আমাদের হৃদয় একেবারে কঠিন হয়ে যাওয়ার আগেই ঈমানের অবস্থা পরীক্ষা করা উচিত। কুরআন, নামাজ, যিকির, নেককার সঙ্গ, মসজিদের সাথে সম্পর্ক এবং একান্ত দোয়ার মাধ্যমে আমরা ঈমানকে নবায়ন করতে পারি।

হে আল্লাহ, আমাদের হৃদয়ের ঈমান নবায়ন করুন। আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করুন। কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের আলো, নামাজকে আমাদের চোখের শীতলতা এবং নেককার মানুষের সঙ্গকে আমাদের জন্য শক্তির উৎস বানিয়ে দিন। আমাদেরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন এবং এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেবেন না। আমীন।

শায়খ আবদুল কাইয়ুম : ইমাম ও খতীব, ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার । জুমার খুতবা ১২ জুন ২০২৬।

জীবিতদের দোয়া মৃতদের উপকারে আসে

আহমাদ ইজাজ

জীবিতদের দোয়া মৃতদের উপকারে আসে, এ কথা কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও বিশ্বাস। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, '(আর এই সম্পদ তাদের জন্য) যারা তাদের পরে এসেছে।

যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা করো, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।' (সুরা : হাশর, আয়াত : ১০)

এখানে পূর্ববর্তী মুমিনদের জন্য (যাতে জীবিত ও মৃত সবাই আছেন) দোয়া করার প্রশংসা করা হয়েছে।

এ ছাড়া ইবরাহিম (আ.) ও নুহ (আ.) তাঁদের পিতা-মাতা ও মৃত-জীবিত সব মুমিনের জন্য দোয়া করেছেন।

(সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৪১; সুরা নুহ, আয়াত : ২৮)

আল্লাহ তাআলা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সব নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'অতএব তুমি জেনে রাখো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ও মুমিন নর-নারীদের জন্য।

বস্তুত আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তোমাদের চলাফেরা ও আশ্রয় সম্পর্কে।' (সুরা : মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৯)

আসমানের ফেরেশতারাও সব মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যা জীবিত-মৃত সবাইকে শামিল করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের রব! তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার রাস্তায় চলে তাদের তুমি ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো! হে আমাদের প্রতিপালক! আর তাদের তুমি প্রবেশ করাও চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ।

আর তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরও। নিশ্চয়ই তুমি তো পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় এবং তুমি তাদের মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করো। আর যাকে তুমি মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করলে তাকে তো তুমি কিয়ামতের দিন (জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে) অনুগ্রহ করলে। আর সেটাই হলো মহা সফলতা।' (সুরা : গাফের, আয়াত : ৭-৯)

এ দোয়াগুলোতে জীবিত-মৃত সব মুমিনের জন্য দোয়া করা হয়েছে।

দোয়া মৃতের পক্ষে কল্যাণকর হওয়ার সবচেয়ে বড় দলিল হলো জানাজার সালাত। জানাজার সালাত মূলত দোয়া। জানাজার সালাতে আল্লাহর রাসুল (সা.) যেসব দোয়া করতেন সেগুলো থেকেই তা পরিষ্কার। এ জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে দোয়া করা একান্ত জরুরি। রাসুলুল্লাহ (সা.) মাইয়েতের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করতে বলেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা যখন মাইয়েতের জন্য জানাজার সালাত আদায় করবে তখন তার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে দোয়া করবে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৩১৯৯)

ওসমান বিন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) মৃতের দাফনকার্য সম্পন্ন করে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। কেননা সত্বর সে জিজ্ঞাসিত হবে।'

(আবু দাউদ, হাদিস : ৩২২১)

কবর জিয়ারতকালীন কবরস্থ ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা যায়। আয়েশা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমি কিভাবে তাদের জন্য দোয়া করব? তিনি বলেন, তুমি বলবে–'আস্সালা-মুআলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমিনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমিনা মিন্না ওয়াল মুস্তাখিরিনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লাহেকুন।'

অনুবাদ : 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি।' (নাসাঈ, হাদিস : ২০৩৭; মুসলিম, হাদিস : ২১৪৬)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি শেষ রাতে উঠে জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে চলে যেতেন এবং দোয়া করতেন। (দেখুন–সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১৪৫)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে দোয়া জীবিত ও মৃত সবার জন্য কল্যাণকর। দোয়া করলে এর দ্বারা মৃতরাও উপকৃত হয়।

মহররম মাসের অপরিসীম গুরুত্ব

এম এ মান্নান

নফল ইবাদতের মাস সমাগত। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। ১০ মহররম বা আশুরার দিন রোজা রাখা এ মাসের অন্যতম আমল। রসুলুল্লাহ (সা.) মহররমে আমল করার কথা বলেছেন। আশুরায় রোজা রাখার পাশাপাশি তওবা-ইসতিগফার ও দানসদকার কথাও বলেছেন। মহররমজুড়ে বেশি বেশি নফল রোজা ও তওবা-ইসতিগফারের প্রতি সবাইকে উৎসাহিত করেছেন। তাই মাসব্যাপী আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা মোমিন মুসলমানের জন্য একান্ত আবশ্যক। রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যদি রমজানের পর আর কোনো মাসে রোজা রাখতে চাও তবে মহররমে রোজা রাখ। কেননা সেটি আল্লাহর মাস। এ মাসে এমন একটি দিন রয়েছে যে দিন আল্লাহ অনেকের তওবা কবুল করেন। ভবিষ্যতেও আরও অনেক মানুষের তওবা কবুল করবেন (তিরমিজি, মুসনাদে আহমদ)।' মহররমে সবচেয়ে উত্তম হলো কোরআন-হাদিসে বর্ণিত ইসতিগফারবিষয়ক দোয়াগুলো বুঝে বুঝে পড়া। এ দোয়াগুলোর মাধ্যমে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন বলে আশা করা যায়। রমজানের ফরজ রোজার পর মহররমের নফল রোজার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। রসুল (সা.) হিজরতের পর হজরত মুসা (আ.)-এর সুন্নত হিসেবে আশুরার দিন এবং আগের অথবা পরের দিন রোজা পালনের হুকুম দেন। তিনি মদিনায় হিজরতের পর ইহুদিদের আশুরার দিন রোজা পালন করতে দেখেন। বুখারি ও মুসলিমের হাদিস অনুযায়ী ইহুদিরা রসুল (সা.)-কে জানান, এই দিনে হজরত মুসা (আ.) ও তাঁর উম্মতকে আল্লাহ নাজাত দান করেন এবং ফেরাউন ও তার বাহিনীকে পানিতে ডুবিয়ে দেন। হজরত মুসা (আ.) আল্লাহর এই কৃপায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এদিন রোজা পালন করেন। তাই ইহুদিরাও আশুরার দিন রোজা পালন করে। রসুল (সা.) ইহুদিদের বলেন, মুসা (আ.)-এর নাজাতে কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার। তিনি এর পর থেকে আশুরায় নিজে রোজা রাখেন এবং মুসলমানদের রোজা রাখার হুকুম দেন। আশুরার রোজা পালনের মাধ্যমে বেশি বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। হজরত আদম (আ.) থেকে রসুল (সা.) পর্যন্ত সব নবী মহররমকে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন। বিশেষত আশুরার দিনে রোজা ও ইবাদত-বন্দেগি করেছেন তাঁরা। ১০ মহররম আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারবালার প্রান্তরে রসুল (সা.)-এর প্রিয় নাতি, হজরত আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-এর ছেলে ইমাম হোসাইন (রা.) সহ নবীবংশের শাহাদাতবরণের ঘটনায়। হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইসলামি ইমান-আকিদা পরিপন্থি কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার জন্য ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এজন্য তাঁর ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়। কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনী ইমাম হোসাইন (রা.) এবং তাঁর পরিবারের সদস্য ও সঙ্গীদের অবরুদ্ধ করে রাখে। তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের বদলে সত্য ও ন্যায়ের জন্য শাহাদাতবরণকে বেছে নেন।

ইসলামি শরিয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের গুরুত্ব অপরিসীম। চান্দ্রমাসের হিসাবমতেই হজ, রোজা প্রভৃতি আদায় করা হয়। তবে কোরআন মজিদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সাল তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছে। যে হিসেবে চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ হলেও। চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর কাছে অধিকতর পছন্দনীয় হওয়ায় শরিয়তের বিধিবিধানকে চন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখা হয়েছে। এজন্য চান্দ্রবছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরজে কেফায়া। সব উম্মত এটা ভুলে গেলে সবাই গুনাহগার হবে।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ

বিলেতের আলোকিতজন আশফাক উদ্দিন আহমদ



ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান

কিছু মানুষ পৃথিবীতে এমনভাবে জীবন কাটিয়ে যান, যাদের প্রস্থান শুধু একটি পরিবারের নয়, বরং একটি সমাজের, একটি প্রজন্মের এবং অসংখ্য মানুষের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে দাঁড়ায় । মরহুম আশফাক উদ্দিন আহমদ ছিলেন তেমনই একজন ।

যুক্তরাজ্যে আগমনের পর পূর্ব লন্ডনের ক্যানন স্ট্রিটে অবস্থিত তাঁর প্রতিষ্ঠিত ল' ফার্ম 'একে সলিসিটরস'-এ আমার বিলেতের কর্মজীবনের সূচনা ঘটে । দীর্ঘদিন একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুবাদে তাঁকে খুব কাছ থেকে জানার ও দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

গত বছরের ৬ জুলাই (২০২৫) তিনি আশি বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। তাঁকে গার্ডেন্স অব পিস কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁকে ঘিরে অসংখ্য স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে।

আগামী ৬ জুলাই তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী । তাঁর ইন্তেকালের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে, দীর্ঘদিনের একজন সহকর্মী হিসেবে তাঁর জীবন, কর্ম ও ব্যক্তিত্বের কিছু স্মৃতি ও অনুভূতি তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস এই লেখা।

মরহুম আশফাক উদ্দি শুধু একজন সফল আইনজীবী ছিলেন না, ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, স্নেহশীল পিতা, সমাজসেবক, চিন্তাবিদ, ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ । তাঁর জীবনকে যতই জানার চেষ্টা করি, ততই উপলব্ধি করি যে তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ছিল ঈমান, নৈতিকতা, জ্ঞান, মানবতা এবং মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়ার এক নিরলস প্রচেষ্টা।

যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, তারা তাঁর অর্জনের চেয়ে তাঁর চরিত্রকে বেশি স্মরণ করেন। তাঁর বিনয়, সততা, আন্তরিকতা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে সকলের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল।

শৈশব, শিক্ষা ও জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার রাউতগাঁও (লংলা) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম । ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী। শিক্ষাজীবনে তাঁর কৃতিত্ব তাঁকে বাংলাদেশের সিভিল প্রশাসনে যোগদানের সুযোগ এনে দেয়, যা অনেকের কাছে ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্যের স্বপ্ন । কিন্তু তিনি ছিলেন অন্যরকম মানুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের কল্যাণে কাজ করার আরও বিস্তৃত সুযোগ আইন ও জনসেবার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

তিনি এমন একটি জীবন চেয়েছিলেন যেখানে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং সাধারণ মানুষের পাশে থাকা সম্ভব হবে। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি আইন পেশা এবং রাজনীতির পথ বেছে নেন। আইনে ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি প্রথমে সিলেটে এবং পরে মৌলভীবাজারে আইন পেশায় যুক্ত হন। ১৯৭৬ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে আসেন। পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব আইন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একজন সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বহু তরুণ আইনজীবী তাঁর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন।

রাজনীতি ও জনকল্যাণে সম্পৃক্ততা

আশফাক উদ্দিন আহমদ বিশ্বাস করতেন, সমাজ পরিবর্তনের জন্য মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ন্যাপ (ভাসানী)-এর রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং রাজা সাহেবের মতো নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা অর্জন নয়; বরং ন্যায়, সততা এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার শক্তি

তাঁর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিকগুলোর একটি ছিল তাঁর ঈমান ও ধর্মীয় জ্ঞান।

আমি তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ শেখার সময় কখনও তাঁকে জামাতে নামাজ আদায়ে অবহেলা করতে দেখিনি । কর্মব্যস্ততা, ভ্রমণ কিংবা অন্য কোনো অজুহাত তাঁর নামাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি । নামাজের সময় হলে তিনি গাড়ি থামিয়ে হলেও নামাজ আদায় করতেন। আন্টি (তাঁর সহধর্মিণী) আমাকে একটি ঘটনা বলেছিলেন। তরুণ বয়সে একবার তিনি দীর্ঘ ভ্রমণে ছিলেন । নামাজের সময় হলে তিনি গাড়ি থামানোর অনুরোধ করেন । গাড়িতে থাকা কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রথমে আগ্রহী না হলেও তাঁর দৃঢ়?তা দেখে শেষ পর্যন্ত সবাই নামাজ আদায় করেন। এটি একটি ছোট ঘটনা হলেও এটি তাঁর চরিত্রের গভীরতা তুলে ধরে।

একদিন তিনি আমাকে একটি ঘটনা বলেছিলেন, যা আজও আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। তাঁর স্ত্রী যখন প্রথম সন্তানের গর্ভধারণ করেছিলেন, তখন তিনি মক্কা শরীফে যান। সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন- "হে আল্লাহ, আমি আমার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানকে আপনার জিম্মায় রেখে এসেছি। আপনি তাঁদের সেইভাবে হেফাজত করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং তাঁর মাকে হেফাজত করেছিলেন।" একজন পিতার হৃদয়ে কতটা মমতা, ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধ থাকলে এমন দোয়া উচ্চারিত হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রমজান মাস ছিল তাঁর জীবনের এক বিশেষ অধ্যায় । পুরো মাস তিনি অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাতেন । কোনো সামাজিক আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, "আল্লাহর দাওয়াতের চেয়ে বড় দাওয়াত আর হতে পারে না।"

ফজরের নামাজের পর অফিসে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার পরও তিনি দীর্ঘ সময় নফল ইবাদতে কাটাতেন। সালাতুদ-দুহা ও দীর্ঘ কিরাতে নফল নামাজ আদায় করা ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ছিল গভীর । তিনি প্রায়ই বলতেন, "কুরআনের একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে।" এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তিনি বহু প্রচলিত ভুল ধারণার সংশোধন করতেন। আন্টির কাছ থেকে শুনেছি, একবার তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে একজন মহিলাকে ইদ্দত সম্পর্কে ইসলামী বিধানের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায় ছিল জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সহমর্মিতার অপূর্ব সমন্বয়।

আতিথেয়তা, ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধন

তাঁদের বাড়ি শুধু একটি বাড়ি ছিল না; এটি ছিল আত্মীয়স্বজন, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য এক উন্মুক্ত আশ্রয়স্থল। বিশেষ করে ঈদের দিনগুলোতে তাঁদের বাড়ি পরিণত হতো মিলনমেলায়।



প্রায় পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে অসংখ্য মানুষ ঈদের দিন তাঁদের বাড়িতে যেতেন । ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, আমাদের পরিবারও মনে করত যে তাঁদের বাড়িতে না গেলে ঈদের আনন্দ যেন পূর্ণতা পায় না। তিনি ও আন্টি শুধু বড়দের প্রতিই নয়, শিশুদের প্রতিও ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল।

তাঁর জানাজার নামাজ পরিচালনাকারী ইমাম স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, ছোটবেলায় যখনই তিনি তাঁদের বাড়িতে যেতেন, মরহুম আশফাক উদ্দিন আহমদ সবসময় হাসিমুখে তাঁকে স্বাগত জানাতেন । তাঁদের বাড়ি বহু আত্মীয়-স্বজনের জন্য আশ্রয়স্থল ছিল।

মরহুম আশফাক উদ্দিন আহমদ নীতি, ঈমান ও মানবসেবার ওপর ভিত্তি করে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ আইনজীবী, একজন স্নেহশীল স্বামী, একজন দায?িত্বশীল পিতা, একজন সমাজসেবক এবং সর্বোপরি আল্লাহর একজন বিনয়ী বান্দা। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। তিনি এমন অনেক ভালো কাজ করে গেছেন, যার ফল আজও মানুষ ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

শুধু নিজের পরিবারের মানুষ নয়, স্ত্রীপক্ষের আত্মীয়দের প্রতিও সমান আন্তরিক ছিলেন। অনেকেই তাঁদের বাড়িকে নিজেদের দ্বিতীয় বাড়ি বলে মনে করতেন।

মানবসেবা ও সমাজে অবদান

যুক্তরাজ্যে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি শিশুদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, ঠিক একজন ধর্মীয় শিক্ষকের মতো। নতুন পরিবেশে বেড়ে ওঠা মুসলিম শিশুদের ঈমান ও ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত রাখার এই প্রচেষ্টা ছিল তাঁর চরিত্রের এক অনন্য দিক।

পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশে একাধিক মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। তিনি নীরবে অসংখ্য দাতব্য কাজ করেছেন, যার অনেকগুলোর খবর হয়তো কখনও প্রকাশও পায়নি।

পূর্ব লন্ডনের বিখ্যাত মুলবেরি গার্লস স্কুলে হিজাব পরিধানের অধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । তাঁর দূরদর্শিতা, ধৈর্য এবং যুক্তির মাধ্যমে মুসলিম ছাত্রীরা তাদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল।

তিনি দুইটি বিদ্যালয়ের প্যারেন্ট গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডিং এডভাইজারি কাউন্সিল ফর রিলিজিয়াস এডুকেশন' এর সদস্য ছিলেন। এই পরিষদের মাধ্যমে তিনি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়নে অবদান রাখেন। ফলে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উডফোর্ড মসজিদ- একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন

তাঁর জীবনের অন্যতম বড় স্বপ্ন ছিল পূর্ব লন্ডনের উডফুড এলাকার মুসলিমদের জন্য একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। আমি নিজ চোখে দেখেছি, এই স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি কত সভা-সমাবেশ করেছেন, কত পরিকল্পনা করেছেন এবং কত মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এমনকি নিজের অফিসেও বারবার বৈঠকের আয়োজন করতেন। সে সময় এলাকায় কোনো মসজিদ ছিল না বললেই চলে। তিনি চাইতেন মানুষ যেন নিজেদের এলাকায় নামাজ আদায় করতে পারে এবং একটি ইসলামী কেন্দ্র গড়ে ওঠে । আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়। আজ উডফোর্ড মুসলিম কালচারাল সেন্টার শুধু একটি মসজিদ নয়; এটি শিক্ষা, দিকনির্দেশনা এবং সামাজিক সম্প্রীতির একটি কেন্দ্র। তাঁর এই প্রচেষ্টা আমাদের শেখায় যে আন্তরিকতা, অধ্যবসায় এবং আল্লাহর ওপর ভরসা থাকলে অসম্ভব মনে হওয়া স্বপ্নও একদিন বাস্তবে পরিণত হতে পারে।

পরিবার ও উত্তরাধিকার

মরহুম আশফাক উদ্দিন আহমদের জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামতগুলোর একটি তাঁর সহধর্মিণী, মিসেস হাসনা হেনা আহমদ । তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা এবং একটি সম্মানিত পরিবার থেকে আগত। তাঁর পিতা ব্রিটিশ আমলে সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। আজ আন্টি অত্যন্ত মর্যাদা, ধৈর্য ও শক্তির সঙ্গে পরিবারকে আগলে রেখেছেন এবং তাঁর স্বামীর উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন।

তাঁদের সন্তানরা তাঁদের আদর্শ, শিক্ষা ও মূল্যবোধের জীবন্ত প্রতিফলন। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল), অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের মতো বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পরও তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ী ও মাটির মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাঁদের কন্যা ড. তাহনিয়া আহমদ তাঁর ছাত্রজীবনেই চারজন বন্ধুকে ইসলামের সঠিক পথে ফিরে আসতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

এটি তাঁর পিতা-মাতার দেওয়া আদর্শ শিক্ষারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তাঁদের পুত্র হাসান সামী আহমদ তাঁর পিতার অসুস্থতার সময় অসাধারণ দায?িত্বশীলতা ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি নিজের বিয়ের প্রস্তুতির সময়ও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবারের সব দায?িত্ব পালন করেন । অনেকের কাছেই এটি তাঁর পিতার চরিত্রের ধারাবাহিকতা বলে মনে হয়েছে।

চিরন্তন প্রেরণা

মরহুম আশফাক উদ্দিন আহমদ নীতি, ঈমান ও মানবসেবার ওপর ভিত্তি করে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ আইনজীবী, একজন স্নেহশীল স্বামী, একজন দায?িত্বশীল পিতা, একজন সমাজসেবক এবং সর্বোপরি আল্লাহর একজন বিনয়ী বান্দা। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। তিনি এমন অনেক ভালো কাজ করে গেছেন, যার ফল আজও মানুষ ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

এই লেখার অনেক তথ্য এসেছে পারিবারিক আড্ডা, স্মৃতিচারণা এবং তাঁর স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলো থেকে । এগুলো শুধু স্মৃতি নয়; এগুলো আমাদের জন্য জীবন গঠনের শিক্ষা।

আজও যখন মানুষ তাঁদের বাড়িতে একত্রিত হয়, তখন কথার এক পর্যায়ে তাঁর প্রসঙ্গ চলে আসে । কারণ তাঁর জীবন নিজেই ছিল একটি শিক্ষা। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর কর্ম এবং তাঁর রেখে যাওয়া ভালোবাসা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখক: ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান,
সলিসিটর, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী
এবং জাস্টিস এইড সলিসিটর্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ও
প্রধান সলিসিটর।

বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা: সীমান্তে কি নাগরিকত্বের বিচারক হতে পারে

ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা-সংলগ্ন অঞ্চলের বিপরীতে সম্প্রতি বাংলাদেশের কয়েকটি সীমান্ত জেলায় 'পুশ ইন' বা জোর করে মানুষ ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি শুধু সীমান্তরক্ষী বাহিনীর 'অপারেশনাল ডিজ এগ্রিমেন্ট' নয়; এর ভেতরে আছে নাগরিকত্বের রাজনীতি, পরিচয়ের সমাজতত্ত্ব, অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, সীমান্তবাসীর নিরাপত্তাহীনতা এবং দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পারস্পরিক আস্থার সংকট।

এই সংকটকে বুঝতে হলে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত কোনো সাধারণ সীমারেখা নয়। এটি একদিকে উপনিবেশ-পরবর্তী রাষ্ট্র গঠনের অসম্পূর্ণতা; অন্যদিকে ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম, পরিবার, বাজার, নদী, জমি ও চলাচলের দীর্ঘ সামাজিক বাস্তবতার ওপর টানা একটি রাজনৈতিক রেখা।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ছিটমহল সমস্যা, নদীভাঙন, সীমান্ত হাট, অনানুষ্ঠানিক শ্রমচলাচল, গরু ও পণ্য পাচার, বিয়ে-আত্মীয়তার আন্তসীমান্ত সম্পর্ক–সব মিলিয়ে এই সীমান্তে রাষ্ট্রের কল্পনা এবং সমাজের বাস্তবতা কখনো পুরোপুরি এক হয়নি। ফলে যখন নাগরিকত্বকে কঠোরভাবে প্রমাণের বিষয় করা হয়, তখন সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে সেই মানুষগুলো, যাদের জীবন নিজেই সীমান্তের মতো তরল, জটিল ও নথিহীন।

২.

বর্তমান উত্তেজনার তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপটে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে 'অবৈধ অনুপ্রবেশ', 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' এবং জাতীয় নিরাপত্তার ভাষাকে নির্বাচনী রাজনীতির কেন্দ্রে এনেছে। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন বা সিএএ সেই বৃহত্তর রাজনীতির আইনি রূপ।

সিএএর ঘোষিত যুক্তি হলো প্রতিবেশী তিন দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে আশ্রয় নেওয়া নির্দিষ্ট অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্বের পথ সহজ করা। কিন্তু এর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্র হলো এর 'রিলিজিয়াস ফি□ারিং'; কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেওয়া হলেও মুসলমানরা সেই কাঠামোর বাইরে থাকে। আইনটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও এর 'সিম্বলিক জিওগ্রাফি' বাংলাদেশকে সরাসরি স্পর্শ করে। কারণ, আইনটির ভাষায় বাংলাদেশকে এমন এক রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যেখান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে মানুষ ভারতে গেছে। বাংলাদেশের জন্য এটি কূটনৈতিকভাবে সংবেদনশীল; ভারতের জন্য এটি অভ্যন্তরীণ নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তা রাজনীতির অংশ।

এই জায়গাতেই সংকটের গভীরতা। সিএএ নিজে থেকে সরাসরি কাউকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার আইন নয়। কিন্তু সিএএ, এনআরসি, 'ইলিগাল ইনফিলট্রেটর রেটরিক' এবং সীমান্ত পুলিশিং যখন একই রাজনৈতিক পরিবেশে কাজ করে, তখন নাগরিকত্বের প্রশ্ন প্রশাসনিক তৎপরতা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং সীমান্তবাস্তবতার সঙ্গে মিশে যায়।

যারা সিএএর আওতায় পড়ে না, বিশেষত দরিদ্র, মুসলমান, বাংলাভাষী, নথিহীন বা কম নথিযুক্ত মানুষ, তারা সহজেই সন্দেহের কাঠামোর মধ্যে পড়ে। এখানে 'বাংলাভাষী' পরিচয়ই অনেক সময় জাতীয়তার সন্দেহে রূপ নেয়। এর ফলে ভারতীয় মুসলমান, বহু প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষ, শ্রমজীবী পরিবার, নদীভাঙনে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নথিহীন মানুষ–সবাই প্রশাসনিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৩.

এই সংকটের ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের সমাজতত্ত্ব এমন যে এখানে রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব সব সময় মানুষের সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করতে পারেনি।

রংপুর-কোচবিহারের ছিটমহল, সিলেট-আসাম-মেঘালয় অঞ্চলের চলাচল, সাতক্ষীরা-উত্তর চব্বিশ পরগনা বা যশোর-নদীয়া অঞ্চলের আত্মীয়তা ও বাজার, কুড়িগ্রাম ও চরাঞ্চলের নদীভাঙন–এসব জায়গায় মানুষের জীবন বহুদিন ধরে 'সীমান্তের ঊর্ধ্বে' ছিল; রাষ্ট্র এসেছে পরে। রাষ্ট্র যখন আসে, তখন সে নথি, আইন, সীমানা, চেকপোস্ট, বাহিনী ও সন্দেহ নিয়ে আসে। সমাজ যখন থাকে, তখন থাকে স্মৃতি, সম্পর্ক, বেঁচে থাকা, অভাব, কাজ, ভাষা ও ভৌগোলিক দুর্বলতা। এই দুই বাস্তবতার সংঘর্ষই সীমান্ত সংকটের মূল সমাজতত্ত্ব।

ভূরাজনৈতিক দিক থেকেও বিষয়টি জটিল। বাংলাদেশ ভারতের জন্য শুধু প্রতিবেশী নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের ল্যান্ড কানেক্টিভিটি, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, নদী, বিদ্যুৎ, ট্রানজিট ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশ অপরিহার্য। অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্য ভারত বৃহত্তম প্রতিবেশী, বাজার, নদী-উৎসের দেশ, নিরাপত্তা সহযোগী এবং একই সঙ্গে এক অসম শক্তির প্রতিবেশী। ফলে সীমান্তে উত্তেজনা শুধু স্থানীয় আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়; এটি 'বাইলেটারাল ট্রাস্ট আর্কিটেকচার'-এর পরীক্ষা। একটি গুলি, একটি পুশ ইন, একটি ভুল বক্তব্য, একটি ভাইরাল ভিডিও অথবা একটি স্থানীয় উত্তেজনা দ্রুত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে রূপ নিতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই অভ্যন্তরীণ বৈধতার সংকটকে সীমান্ত জাতীয়তাবাদের ভাষায় অনুবাদ করে–এ ঘটনাও তার বাইরে নয়।

বাংলাদেশ সরকারের করণীয় তাই বহুস্তরীয় হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, অবিলম্বে একটি ন্যাশনাল বর্ডার ইনসিডেন্ট ডকুমেন্টেশন সেল গঠন করা উচিত, যেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজিবি, স্থানীয় প্রশাসন, মানবাধিকার কমিশন এবং প্রয়োজন হলে নিরপেক্ষ আইনজীবী/বিশেষজ্ঞ যুক্ত থাকবে। প্রতিটি পুশ ইন, সীমান্ত হত্যা, নিখোঁজ ব্যক্তি, আটকে পড়া ব্যক্তি বা সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকায় সংঘটিত ঘটনার তারিখ, স্থান, ছবি, ভিডিও, সাক্ষ্য, নাগরিকত্বের দাবি এবং হেফাজতের ধারাবাহিকতাসহ নথিবদ্ধ করতে হবে। কূটনীতি শুধু বক্তব্যে চলে না, কূটনীতি চলে প্রমাণে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে আবেগময় প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে দৃঢ় কিন্তু প্রক্রিয়াগত কূটনীতি অনুসরণ করতে হবে। ভারতকে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে–বাংলাদেশ তার নাগরিককে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করছে না; কিন্তু কোনো মানুষকে যাচাই-বাছাই ছাড়া রাতের অন্ধকারে সীমান্তের জিরো লাইনে, নদীপথে বা চাপে ঠেলে দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিটি প্রত্যাবাসনপ্রক্রিয়া হতে হবে যথাযথভাবে নথিভুক্ত, পরিচয় ও তথ্য যাচাইকৃত, কনস্যুলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ডভুক্ত। বাংলাদেশি প্রমাণিত হলে গ্রহণের পদ্ধতি থাকবে; বাংলাদেশি না হলে সেই ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই।

তৃতীয়ত, দুই দেশের মধ্যে একটি জয়েন্ট 'ভেরিফিকেশন অ্যান্ড রিপ্যাট্রিয়েশন প্রটোকল' নবায়ন বা শক্তিশালী করা জরুরি। এতে নির্দিষ্ট সময়সীমা, বায়োমেট্রিক ও দলিলভিত্তিক পরিচয় যাচাই, পরিবার অনুসন্ধান ও শনাক্তকরণ, কনস্যুলার সহায়তা পাওয়ার সুযোগ, আপিলের বিধান, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সুরক্ষা, নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে সীমান্ত পেরিয়ে পুশ ইন কার্যক্রমের নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। শুধু বিজিবি-বিএসএফ পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-স্তরের পলিটিক্যাল ওভারসাইট দরকার।

চতুর্থত, বাংলাদেশকে সীমান্তবর্তী ১১ জেলা বা ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি, স্থানীয় সাংবাদিক, ইমাম, শিক্ষক, নারী প্রতিনিধি ও সিভিল সোসাইটি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত, যাতে গুজব, সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস বা জনতার উচ্ছৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে না পড়ে। কারণ, সীমান্ত সংকটের সঙ্গে ভুল তথ্য যুক্ত হলে তা দ্রুত সামাজিক উত্তেজনা তৈরি করে। কোনো অচেনা মানুষ সীমান্তে এলে তাকে মারধর, অপমান বা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করে প্রশাসনিক ও মানবিক প্রক্রিয়ায় নিতে হবে।

পঞ্চমত, মানবিকতা ও সার্বভৌমত্বকে আলাদা করা যাবে না। বাংলাদেশকে দৃঢ়ভাবে বলতে হবে–জোর করে পুশ ইন সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন; একই সঙ্গে সীমান্তে আটকে পড়া নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা অসুস্থ মানুষকে মানবিক সহায়তা দেওয়া আন্তর্জাতিক নৈতিকতার অংশ। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষার নামে মানবিক নিষ্ঠুরতা দেখালে বাংলাদেশ নিজের নৈতিক অবস্থান দুর্বল করবে। আবার মানবিকতার নামে যাচাই-বাছাই ছাড়া বৃহৎসংখ্যক মানুষ গ্রহণ করলে সেটিও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আইনগত জটিলতা বাড়াবে। সুতরাং নীতি হবে–কোনো বেআইনি পুশ ইন নয়, কোনো সমষ্টিগত শাস্তি নয় এবং কোনো মানবিক সহায়তা প্রদানে বাধা নয়।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংকটকে কেবল 'কে কাকে ঠেলে দিল' প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করলে আমরা গভীরতর বিপদ দেখব না। এখানে রাষ্ট্র নাগরিকত্বকে অস্ত্র বানাতে পারে, নির্বাচন সীমান্তকে উত্তপ্ত করতে পারে, ধর্মীয় পরিচয় প্রশাসনিক সন্দেহে পরিণত হতে পারে, আর দরিদ্র মানুষ রাষ্ট্রের নথির বাইরে পড়ে মানবিক শূন্যতায় হারিয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংকটকে কেবল 'কে কাকে ঠেলে দিল' প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করলে আমরা গভীরতর বিপদ দেখব না। এখানে রাষ্ট্র নাগরিকত্বকে অস্ত্র বানাতে পারে, নির্বাচন সীমান্তকে উত্তপ্ত করতে পারে, ধর্মীয় পরিচয় প্রশাসনিক সন্দেহে পরিণত হতে পারে, আর দরিদ্র মানুষ রাষ্ট্রের নথির বাইরে পড়ে মানবিক শূন্যতায় হারিয়ে যেতে পারে।

৪.

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের করণীয় আরও সূক্ষ্ম। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হবে কি না, তা কূটনৈতিকভাবে বিবেচ্য। প্রথম পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় চ্যানেল, মহাপরিচালক পর্যায়ের আলোচনা, পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের পরামর্শ-আলোচনা এবং হাইকমিশন পর্যায়ের 'নোট ভার্বাল' যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যদি পুশ ইন ধারাবাহিক ও প্রমাণিত ধরনে পরিণত হয়, তাহলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক মানবাধিকার ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম), জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন (ইউএনএইচসিআর), জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কাছে নথিভুক্ত উদ্বেগ উপস্থাপন করতে পারে। তবে ভাষা হতে হবে সংযত, আইনসম্মত এবং প্রমাণনির্ভর; ভারতবিরোধী জনতুষ্টিবাদী অবস্থান নয়। কারণ, বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমস্যার সমাধান, উত্তেজনার বিস্তার নয়। ভারত সরকারেরও আত্মসমালোচনার জায়গা আছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যদি নাগরিকত্ব যাচাই করতে চায়, তা তার সার্বভৌম অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিচারিক বা প্রশাসনিক যাচাই ছাড়া সীমান্তে ঠেলে দেওয়া আন্তর্জাতিক যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া, শরণার্থীকে জোর করে ফেরত না পাঠানোর নীতি, মানবিক মর্যাদা এবং ভালো প্রতিবেশীত্ব–সবকিছুর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

অবৈধ অভিবাসী বললেই মানুষ অধিকারহীন হয়ে যায় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রয়োজন; কিন্তু নিরাপত্তা যদি নথিহীন দরিদ্র মানুষের ওপর সামষ্টিক সন্দেহ হিসেবে নেমে আসে, তা আইনের শাসনের পরিবর্তে 'পরিচয়বাদী পুলিশিং'-এ পরিণত হয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জন্যও এটি পরীক্ষা। ভারতবিরোধী আবেগ অনেক সময় সহজ রাজনৈতিক পুঁজি। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা আবেগের নয়; রাষ্ট্র পরিচালনা প্রমাণ, আইন, কূটনীতি, জননিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের বিষয়।

বাংলাদেশ সরকারকে জনগণকে জানাতে হবে–কী ঘটছে, কোথায় ঘটছে, কতজন মানুষ জড়িত, কারা বাংলাদেশি হিসেবে যাচাই হয়েছে, কারা হয়নি, কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা না থাকলে গুজব রাষ্ট্রনীতিকে গ্রাস করবে। একই সঙ্গে সীমান্ত হত্যা, পুশ ইন, পাচার, অবৈধ চলাচল এবং স্থানীয় দালালচক্র–সবকিছু একই বিশ্লেষণে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আইনি ও রাজনৈতিক প্রকৃতি আছে।

ভবিষ্যতের সংকট কেমন হতে পারে? তিনটি সম্ভাবনা আছে। প্রথম সম্ভাবনা, কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষ অনানুষ্ঠানিক পুশ ইন বন্ধ করে আনুষ্ঠানিক যাচাইকরণ ব্যবস্থায় ফিরে যাবে। এটি সবচেয়ে কাম্য। দ্বিতীয় সম্ভাবনা, নির্বাচনী রাজনীতি ও সীমান্ত নিরাপত্তার চাপের কারণে ভারত বিক্ষিপ্ত পুশ ইন চালিয়ে যায়, বাংলাদেশ তা প্রতিরোধ করে এবং সীমান্তে 'লো ইনটেনসিটি কনফ্রন্টেশন' চলতে পারে। এটি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ঝুঁকি। তৃতীয় সম্ভাবনা, কোনো বড় ঘটনা–গুলিবর্ষণ, মৃত্যু, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক অপমান, সাম্প্রদায়িকভাবে উপস্থাপন বা গণ-আটক–দুই দেশের জনমতকে উত্তেজিত করে বড় কূটনৈতিক সংকটে রূপ নিতে পারে। এটি এড়ানো এখনই জরুরি।

শেষ কথা হলো, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংকটকে কেবল 'কে কাকে ঠেলে দিল' প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করলে আমরা গভীরতর বিপদ দেখব না। এখানে রাষ্ট্র নাগরিকত্বকে অস্ত্র বানাতে পারে, নির্বাচন সীমান্তকে উত্তপ্ত করতে পারে, ধর্মীয় পরিচয় প্রশাসনিক সন্দেহে পরিণত হতে পারে, আর দরিদ্র মানুষ রাষ্ট্রের নথির বাইরে পড়ে মানবিক শূন্যতায় হারিয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশকে দৃঢ়, সংযত, প্রমাণভিত্তিক ও মানবিক হতে হবে। ভারতকে শক্তিশালী প্রতিবেশী হিসেবে সংবেদনশীল, আইনসম্মত ও দায়িত্বশীল হতে হবে। কারণ, সীমান্তের মানুষ শুধু নিরাপত্তা-সমস্যা নয়; তারা ইতিহাসের সন্তান, রাষ্ট্রনীতির পরীক্ষার ক্ষেত্র এবং দক্ষিণ এশিয়ার অসমাপ্ত মানবিক প্রশ্নের জীবন্ত সাক্ষ্য। যদি দুই সরকার এই সংকটকে কেবল নিরাপত্তা বা নির্বাচনী ভাষায় বিবেচনা করে, তাহলে ভবিষ্যৎ হবে কঠিন, সন্দেহপ্রবণ ও অস্থির। কিন্তু যদি তারা এটিকে নাগরিকত্ব, মানবাধিকার, সীমান্ত-সমাজ ও প্রতিবেশী আস্থার যৌথ সমস্যা হিসেবে দেখে, তাহলে এই উত্তেজনাই একটি নতুন দ্বিপক্ষীয়, উন্নত যাচাইকরণ ব্যবস্থা এবং সীমান্ত মানুষের মর্যাদাপূর্ণ সুরক্ষার সুযোগ তৈরি করতে পারে। সীমান্তের রেখা রাষ্ট্র আঁকে, কিন্তু সীমান্তের মানবিকতা রাষ্ট্রকেই রক্ষা করতে হয়।

ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক, নিরাপত্তা এবং অভিবাসন। ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম, ব্রুনেই

বেনজীরের জন্য অপেক্ষা

তিনি। এই সুবাদে পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে।
২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব ও এর সাত সাবেক ও তৎকালীন কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই তালিকায় বেনজীর আহমেদের নাম ছিল। তখন তিনি আইজিপি ছিলেন। ২০২২ সালে অবসর নেন বেনজীর। তখন তাঁকে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি। ২০২৪ সালের শুরুতে বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে। দুদক বিষয়টি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি দেশ ছাড়েন।

মামলার অগ্রগতি

বেনজীরের বিরুদ্ধে দুদকের একটি মামলার বিচার চলছে। বাকি পাঁচ মামলার তদন্ত চলমান। ছয় মামলার মধ্যে তিনটিতে প্রধান আসামি তিনি। অন্য তিন মামলায় তাঁর স্ত্রী জীশান মির্জা এবং দুই মেয়ে ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর ও তাহসীন রাইসা বিনতে বেনজীরকে আসামি করা হয়েছে। এসব মামলায় সহযোগী আসামি হিসেবে রয়েছেন বেনজীর।

বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এ অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলার বিচার চলছে। মামলাটিতে গত বছরের ৩০ নভেম্বর অভিযোগপত্র দেয় দুদক। তাতে বলা হয়, বেনজীর আহমেদ প্রায় ১৪ কোটি ৬২ লাখ টাকার মতো অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। গত ৮ মার্চ মামলার অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় তাঁর অনুপস্থিতিতে মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়।

মামলাটির বিচার দ্রুত শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন দুদকের প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম।

বেনজীর আহমদের দুর্নীতির খতিয়ান

আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে বেনজীর আহমেদের দুর্নীতি নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে কালের কণ্ঠ। এর আগে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা বহুল চর্চিত থাকলেও অবৈধ সাম্রাজ্যের তথ্য অজানা ছিল। কালের কণ্ঠের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে উঠে আসে কিভাবে একজন সরকারি কর্মকর্তা তাঁর চাকরিজীবনে বৈধ আয়ের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদের মালিক হন। অনুসন্ধানের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ। প্রধান এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'বেনজীরের ঘরে আলাদীনের চেরাগ'। 'মেয়ের বিশ্রামের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকার ফ্ল্যাট' শিরোনামে একটি পার্শ্ব প্রতিবেদনও ছাপা হয় একই দিন। এরপর ২ এপ্রিল ছাপা হয় অনুসন্ধানের দ্বিতীয় কিস্তি। এদিন মূল শিরোনাম করা হয়, 'বনের জমিতে বেনজীরের রিসোর্ট'। সঙ্গে ছিল 'সেন্ট মার্টিন-কক্সবাজারেও ভূসম্পত্তি' শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদন।

এভাবে কয়েক দিন পর পর বেনজীরকে নিয়ে একের পর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে কালের কণ্ঠ। এর মধ্যে আলোচিত কয়েকটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, '২৪০ বিঘা জমির মালিক বেনজীরের স্ত্রী', 'মাদারীপুরেও বেনজীরের স্ত্রীর সাম্রাজ্য', '১৯ কম্পানির মালিক বেনজীর পরিবার', 'চাকরির শেষ ৩ বছরেই কেনেন ৪৬৬ বিঘা', 'বেনজীরের কালো তিন হাত', 'পুলিশ টেলিকমেও বেনজীরের ভূত', 'ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে ইটভাটা দখলে নেন বেনজীরের শ্যালক' এবং 'বেনজীর পরিবারের ৫০ বিঘা জমি গাজীপুরেও'।

কালের কণ্ঠে নিরবচ্ছিন্নভাবে বেনজীরের হাঁড়ির খবর ফাঁস হয়ে গেলে নড়েচড়ে বসে দুদক। শুরু হয় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত বা অনুসন্ধানপ্রক্রিয়া। দুদকের অনুসন্ধানেও বেনজীরের দুর্নীতির প্রমাণ মেলে। এক পর্যায়ে আদালতের নির্দেশে বেনজীর ও তাঁর পরিবারের সব ধবনের স্থাবর সম্পত্তি জব্দ ও অস্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধ করে দুদক। এমনকি বেনজীরকে সপরিবারে তলবও করে সংস্থাটি। কিন্তু দুদক বারবার চিঠি দিলেও বেনজীর তাতে কর্ণপাত করেননি। ২০২৪ সালের ৪ মে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি।

সম্পদ কী অবস্থায় রয়েছে

বেনজীর আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের নামে প্রায় ৮০০ বিঘা জমি, ঢাকার গুলশানে ৪টি ফ্ল্যাট, ৩৩টি ব্যাংক হিসাব, ১৯টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ৩টি বিও হিসাব (শেয়ার ব্যবসা করার বেনিফিশিয়ারি ওনার্স অ্যাকাউন্ট) এবং ৩০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্রের সন্ধান পেয়েছিল দুদক। দুদকের আবেদনে এসব সম্পদের প্রায় সব জব্দ করার আদেশ দেন আদালত।

ঢাকার গুলশানে যে ভবনে বেনজীর আহমেদের ৪টি ফ্ল্যাট রয়েছে, সেখানে গিয়ে কথা হয় একজন নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে। তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে মিডিয়াকে বলেন, ওই চার ফ্ল্যাট 'সিলগালা' অবস্থায় আছে। চারটি ফ্ল্যাটের ভাড়া প্রায় পাঁচ লাখ টাকা।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বৈরাগী টোল গ্রামে সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেনজীর আহমেদ। ২০২৪ সালের ১০ জুন তৎকালীন জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলম পার্কটি পরিদর্শন করেন। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পার্কের পুকুর, জলাশয়, ইকো রিসোর্ট, কটেজ ও অন্যান্য স্থাপনা ক্রোক করা হয় এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কৃষিজমি দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে এবং পুকুর ও জলাশয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে।

মোদিকে 'কিলার' বললেন ট্রাম্প

তাকান। আমি আপনাদের একটি শিক্ষা দিই। তিনি দেখতে সবচেয়ে সুন্দর একজন মানুষ। তাকে দেখতে এতটাই চমৎকার লাগে, যেন একজন দেবদূত। কিন্তু বাস্তবে তিনি একজন কিলারের মতোই কঠিন... তবে তাকে দেখতে খুব ভালো লাগে। তাই তিনি আপনাদের চমকে দেবেন। এই ধরনের মানুষ খুব কমই আছেন।"

তিনি বলেন, যতদিন আমি প্রেসিডেন্ট আছি, হোয়াইট হাউজে তারা (ভারত) একজন দারুণ বন্ধু পাবে... এখানকার সবাই ভারতকে ভালোবাসে এবং এই মানুষটির (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি) প্রতি তাদের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা রয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে "নম্র, তবে কঠিন" হিসেবেও আখ্যা দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, মানুষ বলে তিনি খুব ভালো একজন মানুষ। আমি বলি তিনি অত্যন্ত কঠিন। তিনি একজন কঠিন ব্যবসায়ী এবং তিনি ভারতের জনগণকে ভালোবাসেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকেও ভালোবাসেন। হিউস্টনে আমাদের 'হাউডি মোদি' অনুষ্ঠান হয়েছিল। স্টেডিয়ামটি পূর্ণ ছিল... ভবিষ্যতে কোনও এক সময় আমরা ভারতে যাব।

মোদির সঙ্গে নিজের সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরে ট্রাম্প বলেন, কোনও দেশ ভারতকে আক্রমণ করলে তার দেশ পাশে দাঁড়াবে। তবে তিনি একটি শর্ত দিয়েছেন, তখন কেবল প্রধানমন্ত্রী মোদিকেই নেতৃত্বে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, আমি মনে করি এটি একটি চমৎকার সম্পর্ক... যদি তারা আক্রান্ত হয়, তাহলে আমরা তাদের সাহায্য করার জন্য সেখানে থাকব... যদি কেউ ওই মানুষটিকে আক্রমণ করে, আমরা সেখানে উপস্থিত হব... যদি তারা আক্রান্ত হয় এবং তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদি) নেতৃত্বে থাকেন, তাহলে আমরা সাহায্য করার জন্য পাশে দাঁড়াব।

পশ্চিম এশিয়ায় ভারত কোনও ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা করেন কি নাচ্ছজানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, "হ্যাঁ, আমি প্রত্যাশা করি। আমি মনে করি ভারত সব কিছুতেই বড় ভূমিকা পালন করে। যতদিন তিনি (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি) নেতৃত্বে আছেন, ভারত বড় ভূমিকা পালন করে যাবে।

তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আমাদের খুব ভালো কিছু কথাবার্তা হয়েছে। আমরা বাণিজ্য চুক্তি করছি... যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত আমাদের সেরা সময় পার করছে। আমাদের এখানে ১৯.২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি আসছে এবং আমরা কারখানা তৈরি করছি, আমরা সবকিছুই তৈরি করছি।

মার্কিন এই প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কিছু তৈরি করছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন। তাই আমরা সেই কাজের প্রশংসা করি। তবে আমি শুধু বলতে চাই, তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমার বন্ধু এবং আমাদের মধ্যে সবসময়ই চমৎকার সম্পর্ক ছিল। আর আপনার সঙ্গে থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে।

বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নতুন গতিশীলতার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার একটি নতুন আশা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে, এটি এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথ সুগম করবে। আপনি এবং আমি একমত যে হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত রাখা বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত শুরু থেকেই নৌযান চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে আসছে এবং এই বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আমাদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত। সূত্র: এনডিটিভি।

৪ জনের কারাদণ্ড

যে "চরম ও অযৌক্তিক বলপ্রয়োগ" করেছেন তার কোনো ন্যায্যতা নেই। শার্লট হেড, যিনি একটি ভ্যান চালিয়ে কারখানা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিলেন, তাকে ৫ বছরের কারাদ– দেওয়া হয়েছে। একই মেয়াদের সাজা পেয়েছেন লিওনা কামিও। ফাতেমা রাজওয়ানিকে দেওয়া হয়েছে ৪ বছর ৮ মাসের কারাদণ্ড।

বিচারক জানান, অপরাধ সংঘটনের ধরন ও উদ্দেশ্যের কারণে এ মামলাটি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো অপরাধমূলক ক্ষতিসাধনের একটি মামলায় সন্ত্রাসবাদের সংযোগ স্বীকৃত হলো।

আদালতের মতে, অভিযুক্তদের কর্মকাণ্ড সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার এবং একটি রাজনৈতিক-আদর্শিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

মামলায় উঠে আসে যে, অভিযানের সময় স্যামুয়েল একটি জেহ্যামার দিয়ে আঘাত করে পুলিশ সার্জেন্ট কেট ইভান্সের মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত করেন।

আদালতে দেওয়া বক্তব্যে সার্জেন্ট ইভান্স বলেন, ঘটনার পর থেকে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

তিনি বলেন, "এই ঘটনার মানসিক প্রভাব গভীর এবং এখনো চলমান। আমি প্রায়ই আতঙ্কিত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠি কিংবা দুঃস্বপ্ন দেখি।"

ইভান্স আরও অভিযোগ করেন, আঘাত করার পর স্যামুয়েলের মধ্যে কোনো অনুশোচনার লক্ষণ দেখা যায়নি । বরং তিনি নিজের কর্মকা–কে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন।

বিচারপতি জনসন বলেন, অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন হামলার ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার (লাইভস্ট্রিম) করেন এবং পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও প্রকাশ করেন । এর মাধ্যমে তারা "অপরাধ ও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতাকে মহিমান্বিত" করার চেষ্টা করেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গ্রীন পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতা জ্যাক পোলানস্কি রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি কর্মসূচি নেওয়ার কারণে চার তরুণকে কারাগারে পাঠানো অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তিনি এ সাজাকে প্রতিবাদের অধিকারের ওপর বিপজ্জনক আঘাত বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে লেবার নেতা জন ম্যাকডোনালড বলেন, শাস্তির মাত্রা অত্যন্ত বিস্ময়কর।

আসামী পক্ষের আইনজীবী রাজীব মেনন কেসি আদালতে যুক্তি দেন যে, মামলাটিকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত করা বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এটি ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার প্রতিফলন।

তিনি আরো বলেন, অভিযুক্তরা বিশ্বাস করতেন যে তারা যে যন্ত্রপাতি ধ্বংস করছেন সেগুলো ইসরায়েলে পাঠানো হতে পারে এবং পরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে।

বিক্ষোভ ও গ্রেপ্তার

রায় ঘোষণার দিন আদালতের বাইরে প্রায় ৫০০ সমর্থক প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের পক্ষে বিক্ষোভে অংশ নেন । মেট পুলিশ জানায়, বিক্ষোভ চলাকালে ১০৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । পরে পুলিশ এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দিলেও কয়েকশ বিক্ষোভকারী সেখানে অবস্থান করেন । কেউ কেউ সাজাপ্রাপ্তদের বহনকারী বলে ধারণা করা একটি প্রিজন ভ্যানের সামনে শুয়ে পড়ে যানবাহনের গতি রোধের চেষ্টা করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে যুক্তরাজ্য সরকার 'প্যালেস্টাইন একশন'কে একটি নিষিদ্ধ (প্রেস্ক্রাইবড) সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে । যদিও ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্ট ওই সিদ্ধান্তকে বেআইনি বলে রায় দেয়, তবুও সংগঠনটি এখনো নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে ।

শিশু আয়েশাকে বাঁচাতে বাবা-মায়ের

শিশুর নানা আবুল হোসাইন মানিক।

সংবাদ সম্মেলনে শিশুর পিতা আকবর বিন সিদ্দিক জানান, তার স্ত্রী নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রসবপূর্ব যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন । ২২ এপ্রিল ৩৬ সপ্তাহের নিয়মিত স্ক্যান এবং ২৪ এপ্রিল চিকিৎসকদের সঙ্গে সাক্ষাতে শিশুর সুস্থতা নিয়ে তাদের কোনো গুরুতর উদ্বেগের কথা জানানো হয়নি। পয়লা মে প্রসবের তারিখ নির্ধারণ করা হলেও পরে তা ৫ মে নির্ধারণ করা হয়।

২৭ এপ্রিল সকালে গর্ভের শিশুর নড়াচড়া কম অনুভব করলে মরিয়ম আক্তার রুবিনা রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে যান । সেখানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলেও নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসক তাকে দেখেননি । পরে এক ধাত্রী (মিডওয়াইফ) তাকে আশ্বস্ত করেন যে, এটি প্রসবের প্রকৃত ব্যথা নয়। সেদিন শিশুর নড়াচড়া নিয়ে আর কোনো বিস্তারিত পরীক্ষা ছাড়াই রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এর দুই দিন পর ৩০ এপ্রিল আবারও শিশুর নড়াচড়া কম অনুভূত হলে তিনি হাসপাতালে যান । এবার পরীক্ষা করে চিকিৎসকেরা জানান, গর্ভের শিশুটি মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে এবং জরুরি সিজারিয়ান অপারেশন প্রয়োজন।

সেদিন সকাল পৌনে ১২টার দিকে আয়েশার জন্ম হয় । জন্মের পরপরই তার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয় এবং নিবিড় পরিচর্যায় রাখা হয় । কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর চিকিৎসকেরা জানান, অক্সিজেনের অভাবে শিশুটি হাইপক্সিক-ইসকেমিক এনসেফালোপ্যাথি নামে পরিচিত গুরুতর মস্তিষ্কের আঘাতে আক্রান্ত হয়েছে । তারা আরও জানান, একটি পরীক্ষামূলক ওষুধ প্রয়োগের জন্য পরিবারের সম্মতি নেওয়া হলেও নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেই ওষুধ আর দেওয়া সম্ভব হয়নি ।

পরবর্তীতে শিশু আয়েশাকে ৭২ ঘণ্টার 'কুলিং থেরাপি' দেওয়া হয় । ৫ মে করা এমআরআই পরীক্ষায় তার মস্তিষ্কের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশে গুরুতর ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

বর্তমানে আয়েশা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সে এখনও ভেন্টিলেশনের ওপর নির্ভরশীল। কিছুদিন আগে একবার ভেন্টিলেশন খুলে তার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা করা হলেও প্রায় ১৫ মিনিট পর আবার ভেন্টিলেশনে দিতে হয়।

আয়শার বাবা বলেন, সে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনে সাড়া দেয়। তার মা হাত ধরলে সে অনুভব করে। সে আমাদের মেয়ে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা বুঝতে পারি, চিকিৎসকদের মধ্যে আয়েশার ভেন্টিলেশন প্রত্যাহার এবং ভবিষ্যতে জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা সীমিত করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। এ কারণে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে চারটি বিষয় দাবি করেছেন।

দাবীগুলো হলো: সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও সময় দেওয়া, চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব তথ্য স্বচ্ছভাবে জানানো, দেশি-বিদেশি স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের দ্বিতীয় মতামত নেওয়া ও সব বিকল্প বিবেচনা না হওয়া পর্যন্ত জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া।

তিন বলেন, চিকিৎসকদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল । আমরা এনএইচএস এর সমালোচনা করতে চাই না। তবে মেয়ের জীবন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে সব সম্ভাবনা বিবেচনার সুযোগ চাই।

তিনি বলেন, এই সংকটের শুরুতে তারা ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতীব শায়খ আবদুল কাইয়ুমের পরামর্শ নেন । পরে ডা. আবদুল মাজিদের মাধ্যমে তারা তাফিদা রাকিব ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর থেকে সংগঠনটি তাদের আইনি ও নৈতিক সহায়তা দিয়ে আসছে।

সংবাদ সম্মেলনের শেষ দিকে আবেগঘন বক্তব্যে আকবর বিন সিদ্দিক বলেন, ডাক্তারদের কাছে এটি একটি চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয় হতে পারে, আইনজীবীদের কাছে একটি আইনি মামলা, সাংবাদিকদের কাছে একটি সংবাদ। কিন্তু আমাদের কাছে সে শুধু আমাদের মেয়ে।

তিনি আয়েশার জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন এবং বলেন, "আমরা শুধু চাই, আমাদের মেয়ের জীবন নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্ভাব্য সব চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা হোক।

লন্ডনে হাসনাত আবদুল্লাহর

এনসিপির দক্ষিণ অঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহর আসার খবরে বিকেল থেকেই ভেন্যুর বাইরে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অন্যদিকে এনসিপির সমর্থকরাও অনুষ্ঠানস্থলের সামনে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয় এবং এনসিপি কর্মীদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে হাসনাত আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান রাত ৯টার পরে। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ঘটনাস্থলে ডিম ছোড়ার চেষ্টার করলে তিনি দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করেন।

আওয়ামী লীগ নেতাসহ আটক ৩ :

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে শতাধিক পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির একপর্যায়ে পুলিশ তিনজনকে আটক করে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফসার খান সাদেক রয়েছেন।

এলেম পার্কে ধাওয়া ও হাতাহাতি

এর আগে সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ড এলাকার এলেম পার্কে হাসনাত আবদুল্লাহকে ঘিরে এক দফা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, হাসনাত আবদুল্লাহ ও তার সঙ্গীরা পার্ক এলাকায় হাঁটার সময় কয়েকজন ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে বিভিন্ন মন্তব্য করতে থাকেন। সেখানেও তার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারা হয়। এতে এনসিপির কেন্দ্রীয় এক নেতার গায়ে ডিম লাগে। এরপর তার সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের তীব্র বাগ্‌বিতন্ডা এবং একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে উপস্থিত লোকজন পরিস্থিতি শান্ত করেন।

বছরে ব্যয় কমাবে প্রায় ৬৮ কোটি

দুই বছরে প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রায় ২ হাজার কর্মী ছাঁটাই হতে পারে।

বিবিসির মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ কাজ করেন সংবাদ বিভাগে। আগামী সপ্তাহে এই বিভাগটিই সবার আগে তাদের ব্যয় সংকোচন ও কর্মী ছাঁটাইয়ের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রকাশ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংবাদ বিভাগটি টেলিভিশন, রেডিও, ওয়েবসাইট এবং অ্যাপের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, এই ছাঁটাইয়ের ফলে বেশ কিছু নির্দিষ্ট রেডিও অনুষ্ঠান বন্ধ বা সংকুচিত হতে পারে, যা বিবিসি'র দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে সরাসরি দৃশ্যমান হবে।

প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ সূত্রের বরাত দিয়ে এফটি জানায়, কনটেন্ট বা বিনোদনধর্মী অন্যান্য বিভাগগুলো কর্মী ছাঁটাই না করেও ভিন্ন উপায়ে ব্যয় কমাতে পারলেও, সংবাদ বিভাগের ক্ষেত্রে কর্মী ছাঁটাই ছাড়া বিকল্প পথ সীমিত।

এর আগে গত মাসে এক সাক্ষাৎকারে বিবিসির নতুন মহাপরিচালক ম্যাট ব্রিটিন সতর্ক করে বলেছিলেন, একটি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটিকে কিছু 'কঠিন ও অপ্রিয় সিদ্ধান্ত' নিতে হবে।

ইতিমধ্যেই বিবিসি ভ্রমণ খরচ কমানো, নতুন কর্মী নিয়োগ স্থগিত রাখা, কনসালটেন্সি বা পরামর্শক খাতের ব্যয় কমানো এবং বিভিন্ন সম্মেলন, পুরস্কার বিতরণী ও অনুষ্ঠান আয়োজনের বাজেট কমানোর মতো বেশ কিছু ব্যয় সংকোচনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিবিসির অন্তর্বর্তীকালীন মহাপরিচালক রব্রি টালফান ডেভিস কর্মীদের পাঠানো এক ই-মেইলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে লিখেছেন, 'আমি জানি এটি একটি চরম অনিশ্চয়তা তৈরি করছে, তবে আমরা এই চ্যালেঞ্জটির বিষয়ে শুরু থেকেই স্বচ্ছ থাকতে চেয়েছি।'

কেবল গণমাধ্যম খাতই নয়, প্রযুক্তি ও খুচরা ব্যবসাসহ বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় খাতের করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোও বর্তমানে বড় ধরনের কর্মী ছাঁটাইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

গত মে মাসে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান মেটা তাদের মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় ১০ শতাংশ বা ৮ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। মেটার সিঙ্গাপুর হাব থেকে এই ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ফার্নিচার জায়ান্ট আইকিয়ার মূল হোলডিং কোম্পানি 'ইন্টার আইকিয়া গ্রুপ' তাদের ৮৫০ জন কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমানে ২৭ হাজার ৭০০ কর্মী নিয়ে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের সাংগঠনিক কাঠামো অতিরিক্ত 'জটিল' হয়ে পড়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কফি জায়ান্ট স্টারবাকসও খরচ কমাতে মে মাসে তাদের করপোরেট অফিস থেকে ৩০০ কর্মী ছাঁটাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অফিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে গত বছরও কোম্পানিটি প্রায় ২ হাজার কর্মী ছাঁটাই এবং উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে শত শত আউটলেট বন্ধ করেছিল।

এ ছাড়া সাইবার নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে তাদের ব্যবসা পুনর্গঠন করছে। মাত্র তিন মাসে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার প্রায় ৬০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা বিশ্বজুড়ে ১ হাজার ১০০ জনের বেশি কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস স্ত্রী

হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়া তাঁর স্ত্রী ফাতিহা মাশকুরাকে খালাস দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

মৃত্যুদণ্ডাদেশের রায়ের বিরুদ্ধে ফাতিহার করা আপিল মঞ্জুর করে প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ গত ১৭ জুন বুধবার এ রায় দেন।

ওই মামলায় ২০১৬ সালের ৬ জুন সিলেটের আদালত রায় দেন। রায়ে খলিলের স্ত্রী ফাতিহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর আসামির ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন) ও আপিলের ওপর শুনানি শেষে ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি হাইকোর্ট রায় দেন। তাতে ফাতিহার মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে। এর বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে আপিল করেন ফাতিহা।

আদালতে আপিলকারী ফাতিহার পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী কামাল হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. সাইফুদ্দিন খালেদ।

পরে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান বলেন, বিচারিক আদালত ফাতিহাকে মৃত্যুদ– দিয়েছিলেন, যা হাইকোর্ট বহাল রাখেন। এর বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেন। এই আপিল মঞ্জুর করেছেন আপিল বিভাগ, বিচারিক আদালত ও হাইকোর্টের রায় বাতিল করেছেন। আপিলকারীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে খালাস দিয়েছেন। কারা হেফাজতে তিনি জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখন তাঁর মুক্তিতে বাধা নেই।

ইব্রাহিম আবু খলিল তাবলিগ জামাতের ধোপাদিঘিরপাড় আঞ্চলিক শাখার মুরব্বি (আমির) ছিলেন। সিলেট নগরের সওদাগরটুলায় নিজ বাড়ির শোবার ঘর থেকে ২০১৫ সালের ১৮ মে তাঁর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তখন ওই বাড়ি থেকে খলিলের স্ত্রী ফাতিহাকে আটক করা হয়। তিনি খলিলের প্রথম স্ত্রী। খলিলকে হত্যা করেছেন বলে পরদিন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন ফাতিহা। এ ঘটনায় ২০১৫ সালের ১৯ মে কোতোয়ালি থানায় মামলা করে পুলিশ।

ওই মামলায় শুধু স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ছাড়া ফাতিহার বিরুদ্ধে আর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই উল্লেখ করে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির আগে চিন্তাভাবনার সময় দেখা যায়চ্চএকজন নারী পুলিশ সদস্য ছিলেন এবং তাঁর সইও পাওয়া যায়। কাজেই পুলিশের হেফাজতে যদি আসামি থাকেন, আর পুলিশ যদি সেখানে উপস্থিত থাকে, তাহলে স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তাই ওই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গ্রহণযোগ্য নয়।

মহিব চৌধুরী প্রেসিডেন্ট

হেলাল খান ও ডাইরেক্টর আবুল কালাম আজাদ। দুই প্রার্থী থাকায় শুধু ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাকি পদে একজন করে মনোনয়ন দাখিল করায় ওই পদগুলোতে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হচ্ছেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী, ডাইরেক্টর জেনারেল পদে মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। তাছাড়া, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রফেসর ড. সানাওয়ার চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আব্দুল ওয়েস চৌধুরী, মেম্বারশীপ ডাইরেক্টর পদে মোস্তাফা আহমদ লাকী, ডাইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স পদে গোলাম কিবরিয়া ওয়েস ও ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল পদে আব্দুল মুমিন।

জানা গেছে, নির্বাহী কমিটির কিছু পদ খালি রয়েছে। কেউ মনোনয়ন দাখিল করেননি। নির্বাচনের পর নতুন কমিটি শুন্য পদে ডাইরেক্টদের কোঅপ্ট করবে।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাজ নজরুল খসরু, কমিশনার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী ও ড. জাকির খান।

ব্রেক্সিটের বর্ষপূর্তিতে ইইউতে

সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল এবং পুনরায় এই জোটে ফিরে যাওয়াই হবে সঠিক পদক্ষেপ।

সম্প্রতি 'বেস্ট ফর ব্রিটেন' নামক একটি সংস্থার জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যের প্রায় ৫৩ শতাংশ নাগরিক আবারও ইইউতে যোগদানের পক্ষে মত দিয়েছেন। বিপরীতে মাত্র ৩২ শতাংশ মানুষ ইইউতে ফেরার বিরোধিতায় রয়েছেন এবং বাকিরা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

এই জনমতের পর নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে-তবে কি ব্রিটেনের জন্য ব্রেক্সিট উ[] দিয়ে পুনরায় ইইউতে ফেরার সময় এসেছে? তবে বিশ্লেষক এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিষয়টি যতটা সহজ মনে হচ্ছে, বাস্তবে তা ততটাই জটিল।

ইইউতে ফেরার পথে বড় বাধা যেখানে

জনমত পুনরায় ইইউতে যোগদানের পক্ষে গেলেও অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যের ইইউতে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না বিশ্লেষকেরা। এর পেছনে প্রধান কয়েকটি কারণ রয়েছে:

১. রাজনৈতিক অনীহা ও সরকারের 'রেড লাইন': যুক্তরাজ্যের বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের 'রেড লাইন' বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এর অর্থ হলো, তারা কোনোভাবেই ইইউর একক বাজার (সিঙ্গেল মার্কেট) কিংবা কাস্টমস ইউনিয়নে পুনরায় প্রবেশ করতে চায় না।

২. অপর্যাপ্ত জনসমর্থন: ইইউতে ফেরার পক্ষে ৫৩ শতাংশ সমর্থনকে বিশেষজ্ঞরা একটি স্থায়ী বা টেকসই সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন না। ইইউতে পুনরায় প্রবেশের জন্য যে জটিল ও দীর্ঘ আলোচনা প্রক্রিয়া পার হতে হবে, তাতে নানাবিধ আপস করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে মাত্র অর্ধেক জনগণের সমর্থন নিয়ে আলোচনা টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

৩. ইইউর অনীহা ও সংশয়: যেকোনো চুক্তির জন্য দ্বিপাক্ষিক সম্মতি প্রয়োজন। ইইউর সদস্য দেশগুলো ব্রিটেনকে পুনরায় স্বাগত জানানোর আগে নিশ্চিত হতে চাইবে যে, এবার ব্রিটেনের সিদ্ধান্তটি দীর্ঘমেয়াদি হবে। কিন্তু যুক্তরাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখনো ইইউ বিরোধী মনোভাব তীব্র থাকায় ইইউর পক্ষে এখনই ব্রিটেনকে নিয়ে নতুন করে ভাবা কঠিন।

ব্রেক্সিট কি আসলেই ব্যর্থ?

২০২০ সালের জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিক ব্রেক্সিটের পর যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত হয়েছে, তা নিয়ে এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিকভাবে ব্রেক্সিট সফল হয়েছে বলা যায়, কারণ যুক্তরাজ্য তার পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ফিরে পেয়েছে। ইইউর নীতিমালার বাইরে গিয়ে দেশটি এখন নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও বাস্তবিক অর্থে এই স্বাধীনতা কতটা কাজে লেগেছে, তা নিয়ে বড় ধরনের সংশয় রয়েছে।

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের মতে, ইইউ ত্যাগের ফলে যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ব্রেক্সিটের পক্ষের প্রচারকারীরা যেভাবে দাবি করেছিলেন যে ইইউর নিয়মকানুন থেকে মুক্ত হলে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে জোয়ার আসবে, বাস্তবে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে ইইউর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন বা পোল্যান্ডের মতো দেশগুলো গত কয়েক বছরে ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

'সিঙ্গাপুর-অন-টেমস' ও সামাজিক বাস্তবতা

ব্রেক্সিটের মূল স্বপ্ন ছিল যুক্তরাজ্যকে ইউরোপের নিয়মকানুনের বাইরে এনে কর ও বাণিজ্যমুক্ত একটি স্বর্গের মতো (যাকে অনেকেই 'সিঙ্গাপুর-অন-টেমস' নামে অভিহিত করেছিলেন) গড়ে তোলা। কিন্তু যুক্তরাজ্যের সাধারণ মানুষ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং পরিবেশ সুরক্ষার মতো বিষয়ে নিয়মকানুন শিথিল করা পছন্দ করছেন না।

বরং ব্রেক্সিটের পর ব্রিটিশ সমাজ রাষ্ট্রীয় সেবার ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যেকোনো সংকটে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং সরকারি সুবিধার দাবি ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের মতোই যুক্তরাজ্যেও এখন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন

অবশ্য ব্রেক্সিটের কারণে কিছু ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য নিজস্ব সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং আর্থিক খাতের মতো ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য নিজস্ব অত্যন্ত চটজলদি ও যুগোপযোগী নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে পেরেছে, যা ইইউর বিশাল আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সম্ভব হতো না।

তবে দীর্ঘমেয়াদে এই ছোট সুবিধাগুলো ইইউর একক বাজারে যুক্তরাজ্যের ব্যবসার যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে দিতে পারবে কি নাচ্চসেটাই এখন মূল বিবেচ্য বিষয়।

পরিবর্তিত ভূ-রাজনীতি ও নিরাপত্তা শঙ্কা

২০১৬ সালের গণভোটের সময়ে বিশ্ব রাজনীতি যেমন ছিল, বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে বহুগুণ জটিল। ইউরোপের কাছাকাছি অঞ্চলে যুদ্ধ ও অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা এখন বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই চরম বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে যুক্তরাজ্যের নীতিনির্ধারকদের ভাবার সময় এসেছে যে, ইউরোপের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মঞ্চ (ইইউ) থেকে নিজেদের দূরে রাখা দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে যাবে কি না।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

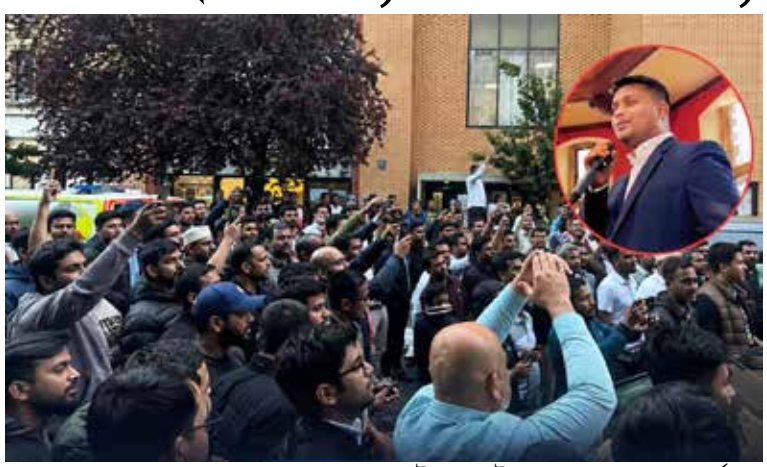
■ আকর্ষণীয় রেট ■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস ■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার ■ ব্যারো ডি চেঞ্জ

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 I Issue 15 I 19 - 25 June 2026



লন্ডনে হাসনাত আবদুল্লাহর অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তেজনা

হট্টগোল, ডিম নিক্ষেপ, আটক ৩



দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬ : লন্ডনে জুলাই অভ্যুত্থানের নেতা ও এনসিপির সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহর অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার নেতা-কর্মীরা হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করার ঘটনাও ঘটেছে।

গত ১৫ জুন সোমবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল ও এলেম পার্ক এলাকায় পৃথক দুটি স্থানে বিক্ষোভের এসব ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শতাধিক পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়। আওয়ামী লীগের এক শীর্ষ নেতাসহ অন্তত তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

মায়েদা ব্যাঙ্কুয়েটিং হলে হট্টগোল ও ডিম নিক্ষেপ :

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ইউকে অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকার ইস্ট লন্ডন মসজিদ-সংলগ্ন মায়েদা ব্যাঙ্কুয়েটিং হলে (মায়েদা গ্রিল রেস্টুরেন্ট) এক সভার আয়োজন করা হয়। জুলাই আন্দোলনের এক সেমিনারে যোগ দিতে লন্ডনে অবস্থানরত -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

২০০০ কর্মী ছাঁটাই করবে বিবিসি

বছরে ব্যয় কমাবে প্রায় ৬৮ কোটি ডলার



দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬ : যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক ব্রডকাস্টার ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি) আগামী সপ্তাহে তাদের সংবাদ বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ থেকে শত শত কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে। মার্কিন ব্যবসায়িক দৈনিক 'ফিন্যান্সিয়াল টাইমস' (এফটি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

যুক্তরাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ তহবিল বা লাইসেন্স ফি সংক্রান্ত আলোচনার আগেই এই বড় ধরনের ব্যয় সংকোচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বর্তমানে ২০ হাজারের বেশি কর্মী নিয়ে পরিচালিত বিবিসি তাদের বার্ষিক বাজেটের ১০ শতাংশ বা প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড (৬৭৭ মিলিয়ন ডলার) সাশ্রয় করার পরিকল্পনা করছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আগামী -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সিলেটে তাবলিগের আমির ইব্রাহিম হত্যা

মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস স্ত্রী

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন ২০২৬ : এক দশকের বেশি সময় আগে সিলেটে নিজ বাড়িতে খুন হন তাবলিগ জামাতের স্থানীয় আমির ইব্রাহিম আবু খলিল।

এ ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় বিচারিক আদালত ও -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...



Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk